Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খেজুরের বড়ি

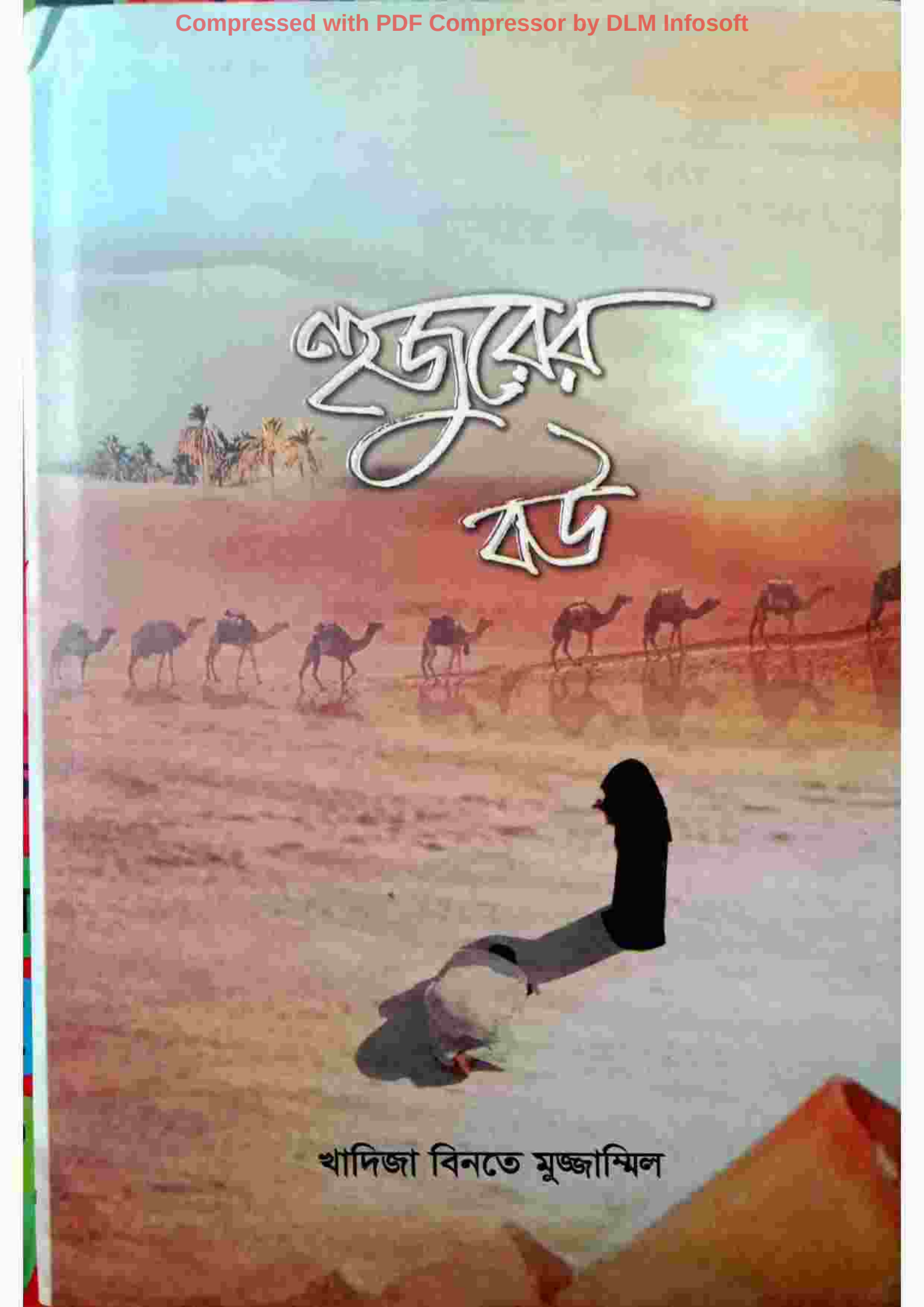

খাদিজা বিনতে মুজ্জাম্মিল

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খাদিজা বিনতে মুজাম্মিল

বাবার সরকারি চাকরির সুবাদে ঘুরতে হয়েছে দিগ দিগন্ত পথ, নিজ দেশেই যেন যাযাবরের মতো দেশান্তরী জীবনযাপন।পরিচিত হয়েছে অনেক অপরিচিতির সাথে, জেনেছে অনেক অজানা। পড়াশোনার গণ্ডি কওমি মাদ্রাসায়। সর্বশেষ আলেমা হওয়ার লক্ষ্যে ঢাকাকে স্থায়ী নিবাস হিসেবে বেছে নেন। ছোটবেলা থেকেই হাজারো ভাবনা মাথায় ঘুরতো, মাঝে মাঝে ভাবনাগুলোকে সাজিয়ে ডাইরিতে লিখে রাখা ছিল অভ্যাস, প্রায়ই বান্ধবীরা লেখাগুলো পড়তো আর বিদ্রুপের হাসির বন্যায় ভাসিয়ে বলতো, তুই তো অনেক বড় লেখক হয়ে গেলি রে! একজনের সাথে অন্যজন রেখা টেনে বলতো, আরে তুই চাইলে আমরা প্রকাশকদের সাথে আলোচনা করবো। আবার একত্রে হাসি হা...হা...হা.....

বান্ধবীদের এমন বিদ্রুপে কখনো কলম চালানো বন্ধ না করে উল্টো নিজের মাঝে উৎসাহ জাগিয়ে সুপ্রসারিত সুরক্ষিত ভাবনার মাঝ থেকে কিঞ্চিৎ কলম খাতার বন্ধনে আবদ্ধ করার শক্তি যুগিয়েছে। সেভাবেই লেখালেখির জগতে নিজের নাম লেখানো হয়েছে তার। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই মূলত নিজেকে এভাবে উপস্থাপন।

যা কিছু ভাবনায় আসে সবকিছু সেভাবে উপস্থাপন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ভাবনার মূল নির্যাস ব্যক্ত করাই মুখ্য।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হুজুরের বউ

গ্রন্থাকার
খাদিজা বিনতে মুজ্জাম্মিল

আবরণ
শব্দচয়নে সাজাই মন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হুজুরের বউ
গ্রন্থকার
খাদিজা বিনতে মুজ্জাম্মিল

প্রকাশক
আবরণ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
০১৬২৬২৩৯৯৭৬, ০১৯৪৪৫৭৪০৪৮
facebookpage/aboronprokashon

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর- ২০১৮

স্বত্ব : সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
আবরণ

ইনার সজ্জা
মুমিনুল ইসলাম ও হাসান

পরিবেশক
আল হিকমাহ পাবলিকেশন্স
একুশে গ্রন্থ মেলা পরিবেশনা
হুদহুদ প্রকাশন

মূল্য: ২৮০ টাকা মাত্র

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উৎসর্গ কলাম

যাঁদের উছিলায় এমন স্বামী
আল্লাহ্ দান করেছেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হুজুরের বউ

গ্রন্থাকারের
প্রথমা.....
স্বামী বশীব
হুজুরের বউ
ভালোবাসা
স্বামী বিদ্বে
খোদাভীরু
পাথেয়.....
প্রচলিত
অবহেলিত

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রন্থাকারের কথা..... ১১
প্রথমা..... ১৫
স্বামী বশীকরণ মন্ত্র..... ১৯
হুজুরের বউ..... ২৫
ভালোবাসা..... ৩৭
স্বামী বিদ্বেষী..... ৪৫
খোদাভীরু নারীমন..... ৫০
পাথেয়..... ৫৬
প্রচলিত প্রেম..... ৬৫
অবহেলিত বাবার চিঠি..... ৭১
৭৪..... নির্জন এক রাত
৮৩..... ভালোবাসা দিবস
৮৮..... নেক বিবি
৯৪..... সহশিক্ষা
৯৮..... দ্বীনদার
১০৩..... একদিনের তাবলীগ
১১২..... ইবাদাতে খোদা
১১৬..... সেই মেয়েটির গল্প
১২৭..... ভালোবাসার ছায়া
১৩৫..... গ্ল্যামার গার্ল

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

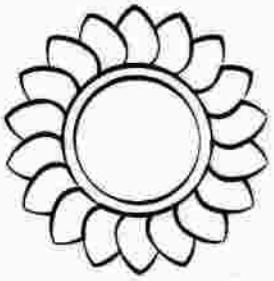

গ্রন্থাকারের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, যার দয়া ও মায়ায় আমরা এই সুন্দর সুচারু পৃথিবী অবলোকন করছি। যিনি চাইলেই আমাদেরকে মানুষ না বানিয়ে অন্য কোনো জাতি বানাতে পারতেন, তার এই দয়ার ঋণ আজীবন সেজদারত থেকেও কোনোভাবে পরিশোধ করা সম্ভব নয়। তার চেয়েও বড়, অনেক বড় বিষয় হলো, তিনি আমাদেরকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, যাঁর সৃষ্টির তরেই সৃষ্ট এই ধরা, সেই মহামানব হযরত নবীয়ে কারীম সা. এর উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর আজকের এই অধমকে তাঁর প্রশংসায় দু'কলম লেখার সৌভাগ্য দান করেছেন। আমার এই ছোট হাতে সেই মহান স্রষ্টার গুণ-গান আজীবন গেয়েও শেষ করা সম্ভব নয়। সেই অসীমের দয়া-ই আজীবন কাম্য এই অধমের।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রসঙ্গত আমার এই বইটি মলাটবদ্ধ আজ, মূলতঃ এমন মেয়েদের উদ্দেশ্যে যারা সর্বসৃষ্ট প্রনেতা মহান রাব্বুল আলামিনকে মনে-প্রাণে ভালোবাসে এবং তাঁর অতি প্রিয় ব্যক্তিত্ব, উভয় জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, যার সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই মহাবিশ্ব আজ অস্তিত্ববান, সেই মহান ব্যক্তি নবীয়ে কারীম সা. কে পৃথিবীর সবকিছু থেকে বেশী ভালোবাসে এবং সংসারকে ও নিজ স্বামীকে আল্লাহ প্রদত্ত আইনানুসারে ভালোবাসতে চায়। কোলাহলময় পৃথিবীর সামনে অনন্ত অসীম বাসস্থান জান্নাতকে অধিক মূল্যবান মনে করে জীবন পরিচালনা করতে চায়, সেই দিশেহারা পথ খোঁজা নারীদের উদ্দেশ্য করেই এই গ্রন্থের হাতেখড়ি। যেই নারীগন ইসলাম প্রিয়, মনে-প্রাণে ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে নিজ সংসার সাজায়, তার কাছে একটি অমূলক প্রশ্ন হচ্ছে ইসলাম মেনে তুমি কী পেয়েছো? এমন উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর তারা কখনো খুঁজেই না, কারণ তারা জানে, একমাত্র ইসলামই তাদেরকে সবকিছু দিতে পারে। এমন উদ্ভট ও অবান্তর প্রশ্নের উত্তর তারাই খুঁজে বেড়ায়, যারা ইসলাম মান্যকারীদের সুখ সহ্য করতে পারে না। তারা মনে করে ইসলাম মেয়েদেরকে লোহার পিঞ্জিরায় বন্দি রাখে। পৃথিবীর আলো-বাতাস তাদের গায়ে দোলিত হয় না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলাম নারীদের কী সম্মান দিচ্ছে তা কখনোই তারা শুনতে ও বুঝতে চায় না। তবুও তাদেরকে কথাগুলো শোনাতে ও বোঝাতে হবে। বিশেষত: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই করুণ মুহূর্তে আধুনিকতার দোহাই দিয়ে নারীকে বানানো হচ্ছে ভোগ্যপণ্য। ইসলাম নারীকে কী মর্যাদা দিয়েছে নারীবাদী নারীদেরকে তা জানাতে হবে। তাদের সাথে তর্কে না গিয়ে তাদের দুর্বলতাগুলো মার্ক করতে হবে। প্রশ্ন করতে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে। পশ্চিমা নারী চেতনাধারীরা হতাশা আর বিষন্নতা ছাড়া কী পেয়েছে শেষ জীবনে? যৌবনের জৌলুসমুখর সময় তাদের কদর, যৌবন ফুরালেই হয়ে যাচ্ছে সমাজের কীট। নারীবাদীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীকে একটি সেক্সটয়ে রূপান্তর করা। মানব নির্মিত অত্যাধুনিক প্রসাধনী দিয়ে আল্লাহর দানী এই সুন্দর অবয়বকে পরিবর্তন করে নিজেদের মত সজ্জিত করে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করা, প্রয়োজন শেষে অপ্রয়োজনীয় কাগজের ন্যায় ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দেয়া। এরই নাম কী নারী স্বাধীনতা? এটাই কী নারী মুক্তি? এমন মুক্তি আমার প্রয়োজন নেই। এমন স্বাধীনতা নিরর্থক। আমি বন্দি থাকতে চাই ইসলামে, আমি বন্দি থাকতে চাই একমাত্র আমার স্বামীর বাহু বন্ধনে। আমি বন্দি থাকতে চাই স্বামীর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভালোবাসার চাদরে। বন্দি থাকতে চাই স্নেহ, মায়া-মমতার এক অসিম কক্ষে, যেখানে আমার মৃত্যুর পরেও আমার জন্য কেউ চোখে গালে অশ্রু জড়াবে। একমাত্র ইসলামই আমায় এমন জীবন দিতে পারে। ধিক্কার এমন নারী মুক্তিকে, যে আমায় ভোগ করার পর ছুড়ে ফেলে দিবে বাস্তবতার কঠিন দুর্গন্ধময় পরিবেশে।

ধীক সেই সমাজকে.....

"ছোট এই নতুন কলামে অগোছালো কিছু নজরে এলে সহযোগিতা কামনায়"

(বিনীত)

খাদিজা বিনতে মুজ্জাম্মিল

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথমা

: কিরে! এটা কেমন নাম দিলি বইয়ের? এটা কোনো নাম হলো? "হুজুরের বউ" এমন ডিজিটাল যুগে যেখানে মানুষ হুজুরদেরই পছন্দ করে না, সেখানে হুজুরের বউ? হা.....হা.....হা.....হা। কেউ পছন্দ করবে নাকি?

: আরে! হুজুরদের কেউ পছন্দ করুক আর না-ই করুক, মেয়েরা কিন্তু হুজুরেরই বউ হতে চায়।

: তুই কী পাগল হয়েছিস? আজকালকার মেয়েরা তো আরো আগে হুজুরদেরকে দেখতে পারে না।

: হুম। কিছু মেয়ে হতে পারে। তবে এটা সত্য যে, মেয়েরা হুজুর পছন্দ করুক আর না করুক, তারা কিন্তু ঠিকই চায় তাদের স্বামীরা যেন হুজুরদের মতো চরিত্রবান হয়।

: হ্যাঁ। সেটা অবশ্য তুই ঠিকই বলেছিস, প্রত্যেক স্ত্রীই চায় তার স্বামী যেন তাকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সাথে কথা না বলে বা অন্য কোনো নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে না জড়ায়, একমাত্র তাকেই যেন ভালোবাসে। আর সেদিক থেকে অবশ্যই হুজুররা এগিয়ে আছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

: যাক বুঝলি বিষয়টা।

এবার বল, তুই যদি পর-পুরুষের সাথে কথা বলতে পারিস, তবে তুই কীভাবে আশা করিস যে, তোর স্বামী পরনারীতে আসক্ত হবে না? তোরটা যদি দোষের না হয় তবে একই বিষয় তোর স্বামীর জন্য কী করে দোষের হয়? ভেবে দেখ, তুই যেভাবে আশা করিস তোর স্বামী একমাত্র তোকেই ভালোবাসবে, সেও তো এমনটাই আশা করে তাই না?

: তা তো অবশ্যই।

: এবার শোন! যেই মেয়ে হুজুরদের পছন্দ করে না, সেই মেয়ে কী করে হুজুর চারিত্রিক স্বামী পাবে? হুজুর চারিত্রিক বর পেতে হলে তো নিজেকে আগে হুজুরের বউ চারিত্রিক কনে বানাতে হবে, তাই নয় কি?

: হুম.....

: নিজের জন্য ডাব আর অন্যের জন্য খোসা, এ কেমন নীতি?

আজকালকার কিছু মেয়ে আছে যারা সম্পর্কের মানেই বোঝে না, তাদের ব্যাপারে আমি এখানে কিছুই বলবো না। যারা চরিত্রবানের অর্থ বোঝে না খুঁজে দেখ তারাই সম-অধিকারের দাবিদার। তাদের স্লোগান তো "আমার শরীর আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেবো"। আর হুজুরের বউরা সমান অধিকারের জন্য নারীবাদীদেও পেছন পেছন দৌড়ায় না; কারণ তারা খুব ভালোভাবেই অবগত, সমান অধিকার চাইলেই সমান অধিকার পাবে না। আর যদি না চায় তবে অগ্রাধিকার মিলবে।

আমি একটি ঘটনা শেয়ার করছি তোর সাথে। একবার আমি আর আমার স্বামী একটি বাসে উঠলাম, বাসে উঠে দেখি কোনো সিট খালি নেই, তবে আমাদের খুব দ্রুতই গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হবে। বাসে কিছু

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষ আগ থেকেই দাঁড়ানো ছিলো, যাদের মধ্যে বেশ ক'জন মহিলাও ছিলো। আমরা বাসে উঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন পুরুষ আমাকে সিট খালি করে দেয়, যেই মহিলাগুলো দাঁড়ানো ছিলো তাদের একজনকে আমি বসতে ইশারা করলাম, সাথে সাথেই লোকটা বলে উঠলো, আপা আপনি বসেন, উনাদের দাঁড়িয়ে অভ্যাস আছে, উনারা সম-অধিকার কর্মী। সাথে সাথেই পুরো বাসের সবাই একসাথে হেসে উঠলো। আমি বসলাম, অন্য একজন দাঁড়িয়ে জোর করে আমার স্বামীকেও বসালো আর সমান অধিকারকর্মীগণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসির পাত্র হলো।

কি বুঝলি? আমি কী সমান অধিকার চেয়েছি কখনো? চাইনি, চাইনি বলেই অগ্রাধিকার পেয়েছি। শুধু এখানেই যে মেয়েরা অগ্রাধিকার পায় তা তো নয়। আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী সর্বস্তরেই মেয়েরা অগ্রাধিকার পায়। আমি কেন কম নেবো? যেখানে আমায় সবাই বেশি দিতে চায়। সংসার জীবনে আমার কী খরচ? আমার কোনো খরচই তো নেই। তবুও আমি বাবার কাছ থেকে সম্পদের ভাগ পাই, স্বামীর কাছ থেকে পাই, ভাইয়ের কাছে পাই, বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের কাছেও পাবো। আর আমার স্বামীর কত খরচ! তিনি শুধুমাত্র তাঁর বাবার কাছ থেকেই সম্পদ পেয়েছেন অথচ তিনি ব্যয় করছেন আমার জন্য, তাঁর মায়ের জন্য, বোনের জন্য, সন্তানদের জন্য। এবার বল আমি কী অগ্রাধিকার পাচ্ছি না? আমার স্বামী তাঁর পিতা ছাড়া আর কারো কাছেই সম্পদের ভাগ পায়নি আর আমি বারোজনের কাছ থেকে পাচ্ছি অথচ আমার কাউকেই দিতে হচ্ছে না। যদি সমান অধিকার দেখি তবে তো আমারও সমান হারে খরচ করতে হবে। তখন তো আমিই অচল হয়ে যাবো রে!

: হুম বুঝলাম কিছুটা।

: এবার বল, হুজুর ছাড়া হুজুর চারিত্রিক স্বামী কোথায় পাবি?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাই নিজে "হুজুরের বউ" হ আর স্বামীকে হুজুর হতে সাহায্য কর।

: এ বয়সে স্বামীকে হুজুর বানাবো কেমনে?

: মেয়েরা পারে না এমন অসাধ্য কাজ পৃথিবীতে নেই। হাজারো কঠিন কাজ মেয়েরা স্বামীদেরকে দিয়ে খুব সহজেই করিয়ে নিতে পারে। আর এটা তো খুবই ভালো কাজ, তোর স্বামীকে বুঝিয়ে হুজুরদের সাথে সম্পর্ক করতে বল। দেখবি ধীরে ধীরে ঠিকই হুজুর হয়ে যাবে। দেখবি আল্লাহ দাম্পত্য জীবনে সুখের বন্যা বইয়ে দিবেন।

আর স্বামীকে হুজুর বানানোর আগে নিজে "হুজুরের বউ" হতে আগ্রহী হ, তুই চেষ্টা করলেই স্বামীকে হুজুর চারিত্রিক বানাতে পারবি। স্ত্রীগণ চাইলেই স্বামীদেরকে হুজুর চারিত্রিক বানাতে পারে। তার জন্য তোকে আগে হুজুরের বউ হওয়ার জন্য প্রিপেয়ার্ড হতে হবে।

: হুজুরের বউ হবার জন্য প্রিপেয়ার্ড? কিন্তু কীভাবে?

আলহামদুলিল্লাহ, এই পুস্তিকাটি এই জন্যই কলমের শৈলীতে আবদ্ধ, যাতে করে তোর মত আরো কিছু পথভোলা আল্লাহর মেহমান সঠিক পথ খুঁজে পায়, তাতেই আমার এই চেষ্টায় সফলতা আসবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

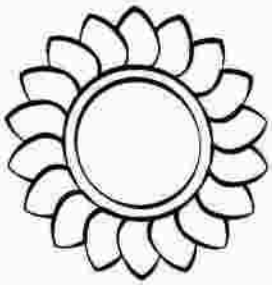

স্বামী বশীকরণ মন্ত্র

খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠে কলেজের দিকে ছুটলো রাবেয়া, দিনটি ছিল গ্রীষ্মের। রাবেয়া প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে গোসল করে তবেই কলেজে যায়। তবে আজ বিশেষ কারো সাথে দেখা করতে হবে, তাই এত ভোরে ঘুম থেকে জাগাতে হলো নিজেকে। তবে সে যে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করবে না এটা নিশ্চিত, কারণ সে একজন বিবাহিতা নারী। গত সতেরো মাস আগেই তার বিয়ে হয়েছে। তার একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। তবুও রাবেয়া তার সাংসারিক জীবন নিয়ে সুখী নয়। রাবেয়ার স্বামী চায় নি বিয়ের পর রাবেয়া কলেজে ভর্তি হোক, এক প্রকার জোর করেই রাবেয়া কলেজে ভর্তি হয়েছে। তার ইসলামী মন-মানসিকতা সম্পন্ন স্বামী তাকে কলেজে ভর্তি হতে দিতে চায় নি। তাই সে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্য নিজের মোহরের টাকা খরচ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে।

কোনো কিছুতেই স্বামীর সাথে বনি-বনা হয় না রাবেয়ার, স্বামী যা-ই বলে সবই বিবেকের গোঁড়ামী মনে হয় তার কাছে। সামান্য বিষয়ের খুনসুটিও তুলকালামে পরিণত হয়। এই সতেরো মাস যেন বিবেকের একটি যুদ্ধ ক্ষেত্র, তাই সে আজ কলেজে যাচ্ছে দ্রুতই, সেখানে মায়ের নির্দেশিত কেউ একজন তার জন্য অপেক্ষমাণ। কলেজের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গেইটে পৌঁছে রেবেকা দেখলো, লাল ডায়েরি হাতে এক লোক, উঁচু বুট জুতা পায়ে, লম্বা বেনী চুল, হাতে শাখার মত দেখতে সাদা চুড়ি। তার গায়ে হলুদ একটি চাদর ছাড়া আর কিছুই নেই। মা কী তবে এই আগন্তুকের সাথে সাক্ষাত করতে বললো?

এ কেমন পোশাক?

মা যেহেতু ঠিক করেছে তবে অবশ্যই ভুল হবেনা। মা যেখানে নিষেধ করে সেটাতেই সমস্যা হয় দেখেছে রেবেকা। তাই তো বাবার রাখা নাম পরিবর্তন হয়ে রাবেয়া আজ রেবেকা।

কি প্রয়োজন ছিল বাবার! মায়ের অমতে বিয়েটা দেওয়ার? কেন বাবা আমায় এই মুর্ছান্ন জীবনে ফেললো তাকে? যে করেই হোক এর সমাধান করতেই হবে। অন্যথায় এ সংসার টেকানো সম্ভব নয়। এটাই রেবেকার ফাইনাল ডিসিশন। এমন অমানুষির সাথে আর যা-ই হোক, সংসার সম্ভব নয়। সারাক্ষণ শুধু মোল্লা-মুন্সিদের গোঁড়ামি কথাবার্তা ছাড়া আর যেন কোনো বুলি নেই তার মুখে। তার মুখে ভালোবাসি শব্দ শুনলেও রেবেকার গা'য়ে যেন জ্বালা ধরে উঠে। মরীচিকার জলে গা ভাসানো যেন আরো সহজলভ্য। তাইতো মা মেয়ে মিলে এই দরবেশ সাধুকে বশীকরণ তাবিজ বানানোর জন্য ঠিক করেছে। কথা অনুযায়ী এখন সাধুর সঙ্গে দেখা করতে এত ভোরে নিজের ঘুম ভাঙাতে হলো আজ। সাধুর সঙ্গে সাক্ষাতে এগিয়ে এলো রেবেকা, কুশলাদি বিনিময়ের পর কলেজ ক্যাম্পাসে নিরিবিলি একস্থানে দু-জনে বসলো। কুশলাদি জিজ্ঞেসের পর সাধুজি বললো.

: আসল কথায় আসি এখন।

: জি...

আসলে সাধুজি! আমার স্বামী একজন গোঁড়া প্রকৃতির মানুষ, সারাক্ষণ মোল্লাদের মতো উগ্র ও অগ্রহনযোগ্য ভাষ্য দেয়। আজ এসময়ে নারীদের কত মর্যাদা! যে কেউ চাইলেই সেলিব্রেটি হতে পারে। এমন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সময় যদি কাউকে বলা হয়, হাত পা মুখ বেঁধে ঘরের কোণে বসে থাকতে, তবে সেটা কী করে সম্ভব? আমার স্বামী সারাক্ষণ এমন তালিম দিতে চায় আমায়। আমরা যা কিছু দেখছি তার থেকেও বেশি কিছু দেখাতে চায় আমায়। জান্নাত জাহান্নাম আরো কত ধরণের বাজে বাজে কথা শোনায়। আমি গান শুনতে চাইলে বাঁধা দেয়, গান শিখতে বাঁধা দেয়। ছোট বেলা থেকেই মা আমার গানের গলার খুব প্রশংসা করে আসছে; কিন্তু আমার সেই প্রতিভা আজ মরতে বসেছে।

সাধুজি সমঃস্বর মিলিয়ে,

: হ্যাঁ তাইতো... একটি প্রতিভাকে কিছুতেই এভাবে মরতে দেয়া যায় না। ফের বলে চলল রেবেকা,

: হাজার প্রচেষ্টায়ও আমি তার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছি না, যে কারণে আজ আমি আপনার শরনাপন্ন। কী করবো বলে দিন আমায়। আমার একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে, যার ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত কিছু বলতে পারছিনা এখনো। কীভাবে সে এমন পিতার সাথে থাকবে? আমার থেকেও মেয়েটার বাবার প্রতি আগ্রহ বেশি। এই ছোট্ট বয়সেই বাবা ছাড়া কিছু বোঝেনা। মেয়েটার ভবিষ্যৎ নিয়েও আমি সন্দিহান হয়ে পড়েছি, দয়া করে কিছু একটা করেন। এই বলেই সাধুজির পায়ে হাত দিলো রেবেকা, সাধুজি মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,

: কোনো চিন্তা নেই, এক তুড়িতেই এমন হাজারো সমস্যার সমাধান করেছি আমি। দুশ্চিন্তা করো না, সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে খুব শীঘ্রই। এখন ঘরে যাও।

রেবেকা বাড়ির দিকে দু-কদম এগুতেই পিছ থেকে সাধুজি রেবেকাকে ডাকলো,

: শোনো রেবেকা! এখানে আসো। তোমার স্বামীকে কী তোমার হাতের পুতুল বানাতে চাও?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রেবেকার এক কথায় উত্তর,

: হুম।

তবে আগামীকাল রাত পৌনে দুইটায় তোমাকে ঘর থেকে বের হয়ে আমার ডেরায় আসতে হবে। সাথে এক টুকরো সাবান ও একটি মোম নিয়ে আসবে। আমি তোমায় সেগুলো যেভাবে ব্যবহার করতে বলবো ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করবে। তবে অতি শীঘ্রই এ সমস্যার ফলাফল বুঝতে পারবে। রেবেকা কপাল কুঁচকে ওষ্ঠদ্বয় দাঁতের ফাকে পুরে দু-এক কী যেন ভাবলো। কিছুক্ষণ ভাবার পর সাধুজিকে প্রশ্ন ছুড়লো,

: এখনই না হয় সাবান ও মোম নিয়ে আসি? এত রাতে কীভাবে আসবো?

সাধুজি রাগত্ব স্বরে!

: তোমার মাকে আমি আগেই বলেছিলাম যে, তুমি আমার অবাধ্য হবে, তাইতো আমি আসতে রাজি হচ্ছিলাম না। তোমার মা বললো তুমি খুব বাধ্য। তাই রাজি হয়েছিলাম, আর এখন দেখছি আমিই সঠিক ছিলাম। এখন আর সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না।

তাৎক্ষণিকই কোনো কিছু না ভেবে রেবেকা বলে ফেললো,

: মা বলেছে? তবে তো কোনোভাবেই এটা ভুল হতে পারে না। মা তো আর সন্তানের অমঙ্গল চাইবেন না। আমি সময় মতো পৌছে যাবো সাধুজি।

এ যেন হিতাহিত অজ্ঞানের মতো ভাষ্য।

এত রাতে ঘর থেকে কী করে বের হবে রেবেকা? এ ভেবেই তার আজকের দিন গুজরান হচ্ছে। কী করবে সে? কীভাবে বের হবে এত রাতে? মস্তিষ্কের অন্তর জালে তার একটাই ভাবনা মোড় নিচ্ছে শুধু, যা কিছু করা লাগে করবো, তবুও স্বামীকে আমার হাতের পুতুল হতেই হবে। ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সলুশন পেয়ে গেলো। নিজ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভাবনার বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য রেবেকা চলে গেলো ফার্মেসীতে, আর খুব পাওয়ারী ঘুমের ঔষধ হাতে কিছু সময়ের মধ্যেই ঘরে ফিরে আসলো রেবেকা। স্বামীর চায়ের মধ্যে মিশিয়ে দিলো ঘুমের ঔষধ। সাধারণ ভাবে যে ঔষধ একটা খেলে দু'দিন টানা ঘুম হয়, সেই ঔষধ স্বামীর চায়ের কাপে দশ দশটা দিয়ে দিলো, যেন কোনোভাবেই রিস্ক না থাকে। রেবেকা কোনো রিস্কে যেতে চায় না। রিস্কে যেতে চায় না তবুও সে আজ রাতে রিস্কে যাবে বহুদুর একাকী পথ।

রাত এখন দেড়টা...
স্বামী সন্তান উভয়েই গভীর ঘুমে অবয়ব দেখছে নিজেকে, তার উপর ঔষধের চাপ, কোনোভাবেই তাদের ঘুম ভাঙবে না নিশ্চিত রেবেকা। বেরিয়ে পড়লো পথে। ঠিক সময়ের কিছুটা দেরিতে পৌঁছে গেলো গন্তব্যে।
গিয়ে যা দেখলো সে, তা কোনো ভাবেই কোনো কল্প কাহিনির সাথে যায় না।

নিজ চোখকে কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। ভাবতেই পারছে না, সাধুজিকে কখনো এমন পরিস্থিতে দেখবে। সাধুজি তাকে দেখেই সাথে থাকা মেয়েদেরকে সরে যেতে নির্দেশ দেয়, আর রেবেকাকে সেই স্থানে আসার জন্য অনুরোধ জানায়।

সাধুকে এই অবস্থায় দেখে রেবেকা রুম থেকে বের হতে চাইলে বন্দি হয়ে যায় রেবেকা। এরপরই তার উপর নেমে আসে অন্ধকার নীরব রজনীর ভয়াবহতা। চলতে থাকে তার উপর শারীরিক নির্যাতন। একে একে ডেরায় থাকা প্রত্যেকেই উপভোগ করে তার দেহের সুধা। নড়াচড়া করারও আর শক্তি পায়না রেবেকা। নিজ শরীর যেন আজ আর নিজের নেই, একটি নির্মম রাতেই জীবনের মানে বদলে যাবে ভাবেনি কখনো সে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পালাক্রমে চলে রেবেকার দেহভোগ। অনেকক্ষণ সহ্য করে অপারগ হয়ে ইহধম ত্যাগ করে সে রাতেই। সকালের খবরের কাগজে ছেপে ভাসে তার ধর্ষিত সেই চেহারা, পৃথিবীর আর কেউই জানতে পারলো না, কে রেবেকার খুনি। দেখলো না এ ধরার কেউ সেই খুনিকে। হাজারো তরুণ-তরুণীর ফেইসবুক নিউজ ফিডে তার ছবি ভেসে বেড়াচ্ছে। সবাই আজ তাকে চিনে, সবাই চায় এমন ঘটনার উপযুক্ত শাস্তি হোক। এর প্রতিবাদে অনেকেই মাঠে নেমে মাঠ গরম করছে আজ। রেবেকার চাওয়া আজ সফল হয়েছে, রেবেকা সেলিব্রেটি আজ।

কিছুদিন পর এই সাধুজিরাই রেবেকা হত্যা মামলার বিচার করে কোনো নিরপরাধী লোককে ফাঁসির দড়িতে ঝুলাবে। পৃথিবীর কেউ বুঝতেই পারবে না, কে প্রকৃত খুনী।

সকালে ঘুম থেকে পত্রিকায় চোখ বুলাতেই সংবাদ চোখে পড়লো রেবেকার সেই গোঁড়া স্বামীর। ছুটে গিয়ে নিজ স্ত্রীর মৃত দেহখানা অতিযতনে হাজার মানুষের ভীড় ঠেলে নিয়ে আসে, পরে দাফন কার্য সম্পাদন করে সিহাফ। আর খোদার দরবারে স্ত্রীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে কাঁদে আজও...

আজও সেই দুঃখে জর্জরিত সিহাফের বুক।

এমন সেলিব্রেটি হওয়ার মানে কি? আজও সিহাফ খুঁজে এ প্রশ্নের উত্তর। সব মা-ই সন্তানের মঙ্গল চায়, তবে অনেক মা সন্তানের মঙ্গল করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে ফেলে। তাই নিজে একটু ঠান্ডা মাথায় নিরপেক্ষ চিন্তা করতে হবে, আমার কী করা উচিত? যদি মায়ের সিদ্ধান্তই ঠিক মনে হয় তবে রাজি, অন্যথায় মাকে সুন্দর ভাষায় বুঝিয়ে দিতে হবে বিষয়টি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

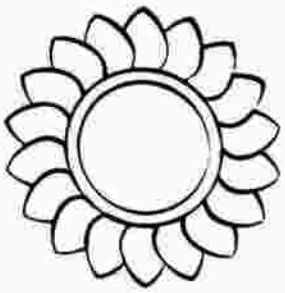

হুজুরের বউ

আজ আমার বিয়ে। মা বাবার ইচ্ছেতেই বিয়েটা হচ্ছে। আমি ছেলেকে দেখিনি আগে কখনো! কথাও হয়নি কোনো সময়। শুধু শুনেছি, ছেলেটা নাকি একজন হুজুর। বাবা মায়ের ভাষ্যমতে, এমন ছেলে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাওয়া নাকি অনেক ভাগ্যের ব্যাপার; কিন্তু আমি তো এমন ছেলে কখনোই পছন্দ করিনি, তবে কী করে আমি মেনে নেই বাবা মায়ের কথা?

আমি তো চেয়েছিলাম এমন একজনকে, যে আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে জানবে, হবে স্মার্ট ড্যাশিং। স্কুল জীবন থেকেই কত ছেলে আমার সাথে প্রেম করার জন্য লাইন দিয়েছে। আজ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও হাজারটা প্রেম প্রস্তাব রিজেক্ট করছি। তারা কত স্মার্ট, হ্যান্ডসাম।

আর এখন কিনা সেই আমার ভাগ্যেই এমন একটা আনস্মার্ট সেকেলে মাইন্ডের হুজুর! নিজেকে যেন আর চেপে রাখতে পারছিনা। ইচ্ছে করছে চিৎকার করে বলি, আমার এ ছেলে পছন্দ হয়নি; কিন্তু আমার পৃথিবী গড়তে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন যাঁরা, তাঁদের অবাধ্য হই

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কীভাবে? এটুকু চিন্তাই আজ আমায় বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য করেছে। তাদের মায়ামাখা মুখের ভাবনায় তাড়ার কিছু করতে গিয়েও কিছুই করতে পারিনি। আমি যদি কিছু করে বসি তাহলে তারা বাঁচবে কী করে?

এমনি কথাগুলো ভাবছি যখন, ঠিক তখনি আমার বান্ধবীরা বর এসেছে, বর এসেছে, বলে ছুটে চললো বাহিরে। কিছুক্ষণ পর একে একে সবাই হতাশাচ্ছন্ন গোমড়া মুখ নিয়ে ফিরে এসে বলতে লাগলো-

এই নিরুপমা! ছেলে তো দেখছি হুজুর! শেষমেস তোর কপালে আনস্মার্ট হুজুর জুটলো?

হাজারটা ড্যাশিং স্মার্ট ছেলের গোলাপ পদতলে পিষলি।

আজ তোর কপালে এমন বর? মুখ ভর্তি দাঁড়ি, ওয়াক.....!

এমন আনস্মার্ট গেঁয়ো মাইন্ডের হুজুরের সাথে সংসার করবি কীভাবে? ভাবতেই আমাদের হাড়-মাংস এক হয়ে যাচ্ছে।

ওদের কথা শুনে আমার পিত্তি জ্বলতে লাগলো। খুব রাগ হতে লাগলো বাবা মায়ের উপর। আর কোনো ছেলে চোখে পড়েনি? শেষ পর্যন্ত এই হুজুরই চোখে পড়লো? মনে হচ্ছে এখনই কাপড় গুছিয়ে দিই ছুট দু'চোখ যেদিকে যায় সেদিকে। তবুও এই বিয়ে মেনে নিতে পারছিলাম না মন থেকে। কী ক্ষতি করেছিলাম আমি তাদের? এমন ক্ষতি কেন করলো আমার?

বাবা মায়ের মায়াময় অবয়ব আবারো ভেসে উঠলো স্মৃতিপটে, কী করেননি তারা আমার জন্য? আমি কী এতটুকু মেনে নিতে পারবো না তাদের জন্য?

তবুও...

নিজেকে শান্ত করতে খুব বেগ পেতে হচ্ছে আমাকে। এক প্রকার ঘোরের মধ্যেই বিয়েটা হয়ে গেলো।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কন্যা বিদায় লগনে বাবা যখন আমার হাত তার হাতে সোপর্দ করলো, তখন মন চাইছিলো এক হিচকে টানে হাত সরিয়ে নিই; কিন্তু হাজার চেষ্টায়ও যেন হাতে বল আনতে পারলাম না। পারলাম না বাবার ভালোবাসা মাখা হাতটি থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিতে।

মাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলাম সেদিন। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলাম, পাশেই এসে বসলো আমার হুজুর স্বামী। ড্রাইভার গাড়ির চাবি মোচড় দিতেই ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেলো। গাড়ি চলতে শুরু করলো আমার শ্বশুর বাড়ির পথে।

আমি খুব ব্যস্ত সেদিন। না.. না, কোনো কাজ নিয়ে নয়, শুধু চিন্তা আর কান্না নিয়ে। যার কারণে এখন পর্যন্ত আমার স্বামীর নামটাই আমার জানা নেই। উড়ু উড়ু শব্দে শুনেছিলাম উনার নাম আবদুল্লাহ। তবে আমার এই উড়ু শব্দকে উড়িয়ে দিয়ে শ্বশুর মশাই যখন উনাকে হুজাইফ বলে ডাকলো, তখন আমি পুরোপুরি বুঝতে পারলাম যে, আসলে আমি যা জেনেছিলাম তা ভুল ছিলো। আবদুল্লাহ তো উনার চাচার নাম, যা আমি পরে জানতে পেরেছি। বিয়ের আগে তো আমি উনার পা ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।

শ্বশুর বাড়িতে এসে অনেক আনুষ্ঠানিকতার পর আমাকে একাকী ঘরে নেয়া হলো। যেটা সকলের নিকট বাসর ঘর নামেই পরিচিত। আর এই সময়টা নিয়ে প্রত্যেক মেয়েরই আলাদা অনুভূতি থাকে; কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কোনো অনুভূতিই নেই। মাথায় আমার একটাই কথা বার বার ঘুরপাক খাচ্ছিলো। এমন হুজুরের সাথে সারাটা জীবন কাটাবো কী করে? বেশ কিছুক্ষণ যাবত সাত-পাঁচ ভাবছিলাম আর উনার অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ! সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন আমার স্বামী.....

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি মনে মনেই সালামের উত্তর নিলাম আর আওয়াজ করে সালাম পুনঃরাবৃত্তি করলাম। তিনি সালামের উত্তর নিয়েই আমার মনের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া শুরু করলেন। কোনো ভাবেই আমি উনাকে আমার মনের প্রশ্নগুলো বুঝতে দেইনি। তবুও তিনি কী করে বুঝলেন আমার মনের সেই ভাষা? তা আজও আমার অজানা।

তিনি বললেন,

: দেখো তোমার কেমন ছেলে পছন্দ তা আমি জানি না। হয়তো আমার মত কেউ নয় সে, হয়তো সে খুব স্মার্ট বা হ্যান্ডসাম। তুমি কেমন ছেলে পছন্দ করতে তা নিয়েও আমার কোনো প্রশ্ন নেই। মানুষের পছন্দ ভিন্ন হতেই পারে; কিন্তু আল্লাহ চেয়েছেন বলেই আজ আমরা একসাথে। আল্লাহর ইচ্ছার বাহিরে কোনো কিছুই কখনো সম্ভব নয়। তোমার যদি আমাকে এখনি মেনে নিতে কষ্ট হয় তবে আমি অপেক্ষায় থাকবো। তোমার কোনো বিষয়ে তোমার অনুমতি ছাড়া আমি কখনোই জোর খাটাবো না।

তবে এটা সত্য যে, দেখতে অনেকের চেয়ে সুশ্রী নই আমি। অতটা সুন্দর করে গুছিয়ে কথাও বলতে পারি না, প্রচলিত স্টাইলে স্টাইলিশও নই।

তবুও তো পৃথিবীর সবচেয়ে অসুন্দর ব্যক্তিটিরও বিয়ে করার অধিকার রয়েছে। তারও তো অধিকার রয়েছে কারো স্বামী হবার। তারও আছে স্ত্রীর সাথে বসে কিছু সময় গাল-গপ্পো করার অধিকার।
এখানে আমি কোনো অধিকার আদায়ের কথা বলছি এমনটা ভেবো না। কোনোদিন হয়তো আইফেল টাওয়ার ভেঙে পড়বে, হয়তো টুইনটাওয়ার আবার নিজ অস্তিত্ব ফিরে পাবে। তবে আমি আজীবন চেষ্টা করে যাবো আমাদের এই সম্পর্ক যেন অটুট থাকে। আর দোয়া করে যাবো এ সম্পর্কের তরে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এটুকু বলে নিজ আসনের এক কোণে গুটিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে আমিও তার পাশে শুয়ে পড়লাম, আর ভাবতে লাগলাম, তিনি এসব কথা কোথায় পেলেন? ভাবান্তে কখন যে ঘুমের কোলে হারিয়েছি জানা নেই আমার।

সকালে কুরআন তিলাওয়াতের শব্দে ঘুম ভাঙলো। চোখ মেলতেই দেখি উনি তিলাওয়াত করছেন মধুর কণ্ঠে। কত জনের মুখেই তো তিলাওয়াত শুনেছি আগে, উনার তিলাওয়াত সবার চেয়ে মিষ্টি মনে হতে লাগলো আজ। যেন চুম্বুকের মত করে অকর্ষিত হচ্ছিলাম সে বাণীতে। চুপ মেরে বেশ কিছুক্ষণ তিলাওয়াত শুনলাম। সর্বশেষ কবে তিলাওয়াত করেছি ভুলে গেছি নিজেই। আজ উনার তিলাওয়াত শুনে আবার নতুন করে তিলাওয়াতের আগ্রহ জাগছে মনে। বাবা মায়ের উপর যে ক্ষোভ ছিলো মুহূর্তেই উবে গেলো সব। এখন মনে হচ্ছে বাবা মার সিদ্ধান্তই সঠিক।

শরীরে জড়ানো চাদর সরিয়ে উঠে বসলাম, পাশেই কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন ছিলেন তিনি। এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। ভাবলাম খোদার প্রেমে মগ্ন মানুষ বুঝি এমনই হয়? তার সাথে ঘটে যাওয়া গতরাতের কোনো কথাই কী তার মনে নেই? সে বিষয়ে তার মনে কোনো আফসোস কী হলো না? এমনি ভাবমনে তারদিকে তাকিয়ে হারিয়ে গেছি যেন ভানার এক অন্য কক্ষপথে। ভাবনায় ফাটল ধরলে বুঝতে পারলাম, তিনি আমাকে কিছু একটা বলছেন। মনকে টেনে ফিরিয়ে আনলে শুনতে পেলাম, তিনি আমাকে বলছেন,

তোমাকে অনেক ডাকলাম, উঠোনি। অনেক ক্লান্তিতে ছিলে, তাই হয়তো ঘুম ভাঙেনি। আমি শুধু শুনলাম তার কথাগুলো। ভালো মন্দ কোনো কিছুই বলতে চাইলাম না। যদিও তার তিলাওয়াত আমাকে অনেকটা আপ্লুত করেছিলো। তবুও আমি আমার ভালো লাগা তাকে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বুঝতে না দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে নামাজের জন্য প্রস্তুত হই। নামাজ শেষ করতেই দেখি বাবা হাজির। রীতি অনুযায়ী আমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছেন তিনি। বাবার সাথে সেদিন আমি আমাদের বাড়িতে চলে আসি।

বাড়ি ফিরলে হাসি মুখে মা জিজ্ঞেস করলেন, শ্বশুর বাড়ি কেমন? মায়ের এই হাসি মুখ দেখে আমি কী করে আমার মনের কথাগুলো বলি? তাই বেশি কিছু বুঝতে না দিয়েই ছোট্ট বাক্যেই উত্তর দিলাম, হুম... ভালো।

কিন্তু মা তো মা-ই। বললেন তোর মুখ দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। কত সহজেই ধরে ফেললেন তিনি। একদিন তো তিনিও আমার অবস্থানে ছিলেন। তাই হয়তো আমার মুখ দেখে মনের ভাষাটি বুঝে নিতে সময় লাগেনি তার। মা আমার বাঁ হাতটি ধরে রান্না ঘরে নিয়ে গেলেন। আর একটি পাতিলে গাজর, পানি আর কফি ঢেলে জাল দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর পানি ফুটতে লাগলো। মা তখন বললেন, যদি তুই পানির মত তাপের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে চাস, তবে তাপে এই বাষ্পের মত উড়ে যাবি। আর যদি গাজরের মত শক্ত হোস, তবে তুই তাপে নরম হয়ে যাবি। আগুনের তাপ তোকে নরম করে ফেলবে। আর যদি কফির মত সবার সাথে মিশে যাস, তবে দেখবি সবাই তোকে আপন করে নিয়েছে। কফির সুবাসের মত তোর জীবনটাও হবে সুবাসিত।

মা ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা আমি বুঝিনি সেদিন। সারা দিন মা বাবা, ভাই-বোনদের সাথে সময় পার করার ক্ষণেও কেন যেন মনটা উনার কথাই ভাবছিলো। তাকে তো আমি পছন্দ করিনা! তবুও মন কেন তাকে ভেবে এত শূণ্যতা অনুভব করে? কী যেন রেখে এসেছি দূরে! বহু দূরে... মন তাই ছুটছে আবারও সে পথে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কয়েকদিন পর আবার শ্বশুর বাড়ি ফিরলাম। কিছু দিনেই বুঝতে পারলাম কতগুলো ময়ূরের মাঝে আমি একা কাক। এখানে সবাই নিয়মিত নামাজ আদায় করে। কুরআন পাঠে থাকে মশগুল। আমার স্বামী আমায় সবসময় ইসলাম সম্পর্কে বোঝান। নানা ধরণের বই কিনেছেন তিনি আমার জন্য।

আজ আমার বিয়ের বয়স তিন বছর হতে চললো, আমার বিয়ের পর অল্প কিছু দিনের মাঝেই নুসাইবা, নাদিয়া, মাহমুদা ও মীমের বিয়ে হয়ে যায়। প্রত্যেকেরই এখন সন্তান আছে; কিন্তু আমার নেই। আমার স্বামী আমাকে প্রথম রাতে যে কথা দিয়েছিলেন আজ তিন বছর হতে চললো, তা তিনি রক্ষা করে চলেছেন। তিনি আমার কোনো ব্যাপারে এখন পর্যন্ত আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো চাপ প্রয়োগ করেননি। আজ এত বছরেও আমাদের বাসর ঘর যেন এখনো সাজানোই হয়নি।

সেদিন আমার ফোনে মাহমুদার কল আসে, মাহমুদা আমায় জানায়, বান্ধবীদের মধ্যে অধিকাংশেরই তো বিয়ে হয়ে গেছে। তাই বিবাহিত অবিবাহিত বান্ধবীরা মিলে একসাথে সাক্ষাত করতে চায়। সেখানে খাওয়া দাওয়ার আয়োজনও থাকবে। সকলেই নিজ স্বামীদের নিয়ে উপস্থিত হবে অনুষ্ঠানে, আমাকেও যেতে হবে। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হলো ওরা চারজন। সকলেই সেখানে থাকবে এবং টাকাও দিতে হবে সকলের।

কত লাগবে জানতে চাইলে বললো, প্রতি পরিবারের জন্য পাঁচ হাজার করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

আমার স্বামী তো হুজুর, তার বেতন তো সাত হাজার টাকা। তবে কী করে একটি পার্টির জন্য পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করবে ভাবছিলাম আমি।

তিনি রাতে যখন বাসায় ফিরলেন, তখন উনাকে আমি বিষয়টা জানালাম। উনি খুব সহজেই উত্তর দিলেন,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

: এমন তো আর সব সময় খরচ হবে না, সমস্যা নেই আল্লাহ্ ভরসা, আল্লাহ্ ব্যবস্থা করবেন।

আমি ভাবনায় ডুবে গেলাম। এমন একটা বিষয় জানার পর যে কেউ চিন্তিত হয়ে পড়বে; কিন্তু তিনি খুব স্বাভাবিক ভাবে আমায় অনুমতি দিয়ে দিলেন।

অনুমতি পেয়ে আমি মাহমুদাকে আমাদের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিলাম, বলে দিলাম আমরা সময় মত উপস্থিত থাকবো।

নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানের আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত হলাম। আমার বিবাহিত সকল বান্ধবীরা সেখানে নিজেদের ড্যাশিং স্মার্ট বরদের নিয়ে উপস্থিত হলো, সেখানে আমি আমার সেকেলে মাইন্ডের হুজুর বর নিয়ে হাজির।

অবিবাহিত বান্ধবীরা সেই ড্যাশিং স্মার্ট বরদের সাথে হাসি তামাশা আর গায়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। অবিবাহিত বান্ধবীদের জন্য নিজেদের স্বামীদের ধারে কাছেও ভিড়তে পারছেনা তারা। অবিবাহিত বান্ধবীদের ভাষ্য হলো, তোমরা তো সব সময় তোমাদের স্বামীদের সাথে থাকো, আজ এক উসিলায় আমরা তাদের সাথে কিছুক্ষণ থাকতে সমস্যা কি? এমন ড্যাশিং হ্যান্ডসামদের ভিড়ে আমার হুজুর বরকে কেউ গুনতে চাচ্ছিলো না যেন।

আমি তো বোরকাবৃত শরীরে, তাই কেউ আমায় চিনতে পারছেনা। তবে অন্য স্বামীদের মত আমার স্বামী হারিয়ে যায়নি অন্য নারীদের মাঝে, তিনি ছিলেন আমার খুব কাছেই ছায়ার মত। যখন হ্যান্ডসাম স্বামীরা নিজ স্ত্রীদের ছেড়ে অন্য মেয়েদের নিয়ে খোশ গল্পে ব্যস্ত তখন আমার স্বামী আমার পাশেই। এমন অস্থিতিশীল দৃশ্যগুলো দেখতেই তিনি নারাজ।

সময় পেরলো ...

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ, বান্ধবীরা মিলে হল রুমে একসাথে আড্ডা দিবে এখন। যেখানে পুরুষ গমন নিষেধ। হল রুমের বাহিরে নিজেদের মত আড্ডা দিবে পুরুষগণ। হল রুমের ভিতরে আড্ডা চললেও বাহিরের দৃশ্য ছিল এমন, আমার স্বামী ব্যতীত সকলের হাতে দামি ব্রান্ডের সিগারেটে জ্বলছিলো আগুন; আর অন্য হাতে বিয়ারের বোতল। এমন পরিবেশ যেন হুজুরদের সাথে একেবারেই বেমানান। তাই তিনি সেখানে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলেন না বেশিক্ষণ। বেরিয়ে পড়লেন খোলা আকাশের খোঁজে। যখন হল রুমে বান্ধবীরা আড্ডায় মহা মশগুল, তিনি একাকি রাস্তার ধারের ফুটপাতে স্ত্রীর অপেক্ষায়।

খাওয়া-দাওয়া তো মাত্রই শেষ হলো, ভেতরের আড্ডাতো সবে মাত্র শুরু ...

মেয়েদের আড্ডার বিষয় ছিলো বহু রূপী, আড্ডায় চলছিলো কে কেমন জামাই পেয়েছে বা কার স্বামী কেমন?

আরও বিভিন্ন দিক নিয়ে চলছিল খোশ আলোচনা। আড্ডার এক পর্যায়ে আলোচনার বিষয় আসলো,

সাংসারিক জীবনে স্বামীদের সমস্যা ও সাংসারিক সুখ। বিবাহিত অবিবাহিত মিলে মোট মেয়েদের সংখ্যা ছিল বিয়াল্লিশ জন। যার মধ্যে একত্রিশ জন বিবাহিত, একে একে সবাই নিজেদের পারিবারিক সমস্যাগুলো উত্থাপন করছিলো, সাথে চলছিলো স্বামীকে নিয়ে কতটুকু সুখী নিজ সংসার তার বয়ানও। প্রত্যেকের স্বামীদের মাঝে একটা বিষয় কমন ছিল। তারা প্রত্যেকেই ধুমপায়ী, সাথে কেউ কেউ আবার ড্রাগও নেয়। আবার কেউ বারে গিয়ে মাতাল হয়ে রাত করে বাড়ি ফিরে স্ত্রীদের গায়ে হাত তুলে তবেই ঘুমায়। তবে প্রত্যেকের স্বামী অনেক উচ্চ ডিগ্রিধারী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, তবুও তাদের প্রত্যেকের সংসারে ভাঙ্গন বন্যা বইছে। যেকোনো মুহূর্তেই ঝড়ো দমকা হাওয়ায়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঝরে যেতে পারে যে কারো সংসার। গত কয়েক মাস আগে মাহির সংসারের উপর দিয়ে সেই ঝড় বয়ে গেছে। তাই তো আজ সে এখানে অনুপস্থিত।

তার স্বামী নামী এক ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিল। প্রতি রাতেই মদ ও নারী নিয়ে বাসায় ফিরতো, সাথে থাকতো তারই মত আরো বান্ধব।

এ কারণেই মাহির সংসার আজ টিকলোনা।

সবার এমন বক্তব্য শুনে নিরুপমার মনে পড়লো তার বরের কথা, দুনিয়ার চিত্র ভেসে উঠলো কল্পনার চিত্রে, সবাই সংসার নিয়ে কত সমস্যায় আর সে কত সুখে....!

সংসারগুলো নষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে, স্বামীগুলো দ্বীনদার না হওয়া। স্বামী যদি দ্বীনদার হতো তবে সংসারগুলো এভাবে ভাঙতোনা। দ্বীনদার স্বামী তো আর যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। দ্বীনদারী তো দ্বীনদারের মাঝেই থাকে। নিজেকে এখন মহা পাপী মনে হচ্ছে তার। স্বামীকে আজ কতগুলো বছর কত কষ্টেই না রেখেছে সে, তবুও স্বামী তাকে কোনো যন্ত্রণার মুখ দেখায়নি কখনো। গায়ে হাত তো দূর, কখনো কোনো কথাও শোনায়নি। এর একমাত্র কারণ, তিনি দ্বীনদার ব্যক্তি।

এমন একজন মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েও এভাবে অবহেলায় হারিয়ে যেতে দেয়া যায় না।

সভাকক্ষ ছেড়ে ছুটে বের হয় নিরুপমা।

বেরিয়ে স্বামীকে না পেয়ে হতাশা নিয়ে ছুটতে থাকে পুরো রেস্টুরেন্ট। ভিতরে কোথাও না দেখে বাহিরে এসে ফুটপাতের পাশে দাঁড়ানো দেখে ছুটে যায় স্বামীর কাছে।

: আপনি এখানে?

: হুম ভিতরে যেই অবস্থা!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিজেকে তাদের সাথে বড্ড বে-মানান মনে হচ্ছিলো। তাই বেরিয়ে তোমার অপেক্ষায় আছি।

: চলুন, এখানে না আসলে হয়তো আমি আমাকে চিনতে পারতাম না। বুঝতে পারতাম না আমার সৌভাগ্যের পাওয়াকে। বাসায় ফিরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নিরুপমা, যে করেই হোক নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে দ্বীনের সাথে, দ্বীনদার স্বামীর সাথে। তাই সে স্বামীর দ্বীনি কথাগুলোতে মনোযোগী হতে লাগলো আর দ্বীনি বইগুলো পড়ে সেই মতো চলতে শুরু করলো।

কিছুদিন পর দ্বীন মানতে আর কষ্ট লাগে না নিরুপমার। অনেক ময়ূরের মাঝে নিজেকে আর কাক মনে হয় না এখন।

ভোরে উঠার অভ্যাস ছিলো না, তাই প্রথম প্রথম ফজরের নামাজ পড়তে উঠতে পারতাম না। পন করে ভোরে উঠার অভ্যাস করে নিয়েছি এখন। শ্বশুরবাড়ি তো আর শ্বশুরের নয়, এটা তো আমারই বাড়ি। আস্তে আস্তে নিজেকে মানিয়ে নিলাম নিজ সংসারের জন্য। তাইতো সবাই খুব সহজেই আপন করে নিয়েছে আমায়। খুব সহজেই তখন বুঝে আসলো, মায়ের সেদিনের কথাটির মর্ম। অনুধাবন করতে পারলাম আজ এই সময়ে "তুমি কফির মত সবার সাথে মিশে যাও"। কফি যেভাবে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে নিজেকে অস্তিত্ববান করে, সবার সাথে মিশে নিজেকে বিজয়ী করে, ঠিক সেভাবে বিজয়ী হতে হবে আমাকে। আয়নায় দাঁড়িয়ে মানুষ যা করে তারই প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে। এখন আমার নিজেকে আর কাক মনে হয় না। এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময় মত আদায় করি। শাশুড়ির সাথে সার্বক্ষণিক থাকি। এ সংসারের দায়িত্ব যে আমার আর আমার শাশুড়ির হাতেই অর্পিত। আমি যা কিছু না পারি তা উনার থেকে শিখে নিই। আর আমার স্বামীই এখন আমার সব। আমার সকল বান্ধবীর সংসার যখন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঝঞ্ঝাচ্ছন্ন, যখন তাদের সংসার প্রদিপটি নিভু নিভু করছে, ঠিক তখনি আমার সংসার একটি জান্নাতের টুকরো। আজ আমার এই হুজুর স্বামী আমায় জানিয়েছেন পৃথিবীর আসল মানে। আমি আজ তার চোখেই আমার সাজানো পৃথিবী দেখি। এতেই আমার আত্মতৃপ্তি। আজ তারা আফসোসের সাথে বলে থাকে, হায়! তোর মত কপাল নিয়ে যদি পৃথিবীতে আসতাম।

আসলেই পৃথিবীর দৃশ্যপটে চলতে হাজারো সুন্দর কিছু চোখে পড়বে। তবে সব বাহ্যিক সুন্দরই ভেতরের সুন্দর নয়। ইসলামই সর্বাবস্থায় নারীর মর্যাদা সুরক্ষিত করেছে, সৌন্দর্যকে মেলে ধরেছে। "ইসলামকে জড়িয়ে ইসলামিক হওয়া কতটা জরুরি বিষয়" আজ যখন তাদের সংসার প্রদীপটা নিভু নিভু করছে তখন তারা সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছে। আজ তারা আফসোস করছে যে, তোর মত কপাল নিয়ে যদি পৃথিবীতে আসতাম? আসলেই অনেক ভাগ্যবান না হলে কোনো নারী হুজুর স্বামী পায়না। যা এখন আমার মত আমার বান্ধবীরাও বুঝে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

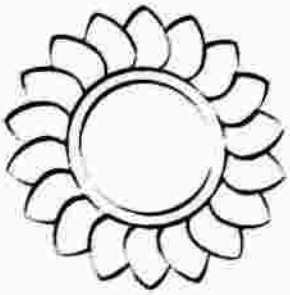

ভালোবাসা

খুব দ্রুত গতিতে ব্যাগ গুছাচ্ছে জারা। মনে হচ্ছে ওর কোথাও যাওয়ার প্ল্যান মিস হয়ে যাচ্ছে। তাই দ্রুতই সেখানে পৌছাতে হবে জারাকে, মা দূর থেকেই ডাক দিলো,

: জারা! এত হুড়োহুড়ি কেন রে! ধীরে সুস্থে কর। তাৎক্ষণিক জারার উত্তর,

: মা আজ অতিরিক্ত ক্লাস আছে, তাই দ্রুত না গেলে ক্লাসটা মিস করবো। ফোনটা হাতে নিলো জারা, স্ক্রিনে নজর দিতেই ইফতির ম্যাসেজ চোখে পড়লো "ঠিক আর আধাঘন্টা পর বাস্ট্যান্ডে থেকো"

ওরা দুজন পালাচ্ছে আজ....!

ইফতি আর জারা দুজন দুজনকে ভীষণ ভালোবাসে। জারার মা বাবা কেউই মেনে নেয়নি ইফতিকে। অনেক বুঝিয়েছে জারা, আর কোনো উপায় না পেয়ে আজ জারার এমন পদক্ষেপ। জারার জন্য চলছে পাত্র খোঁজা।

জারা রেডি হয়ে নিলো, সবকিছু ঠিক আছে কিনা চেক করে নিলো আরেকবার।

মায়ের ডাক আবার,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

: কিরে! খেয়ে যাবি না?

: না মা খিদে নেই। খিদে লাগলে ক্যান্টিন থেকে খেয়ে নেবো।

: তাড়াতাড়ি ফিরিস।

: আচ্ছা।

বুক ফেটে কান্না আসছে জারার; কিন্তু কিছুই করার নেই। জারা নিরুপায় হয়েই বের হয়েছে বাড়ি থেকে। বাসা থেকে বেরিয়ে জারা হাঁটতে লাগলো। এখান থেকে বাস্ট্যান্ড হেঁটে গেলে আধ ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগবে। রিকশায় বিশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। এই দুপুরের কড়া রোদে রিকশা পাওয়া মুশকিল। জারা কিছু দূর পায়ে হেঁটে সামনে এগুলো, একটু দূরেই একটি রিকশা চোখে পড়লো তার। রিকশা চালক একজন মধ্যবয়সী, ঠিক জারার বাবার মতো।

দুপুরের এই কড়া রোদে ঘাম ঝরা শরীর নিয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে রিক্সা চালক।

: মামা যাবেন? জারার প্রশ্ন।

: কই যাবেন?

: বাসস্ট্যান্ড।

: হ, যামু।

: ভাড়া বলে নেওয়া ভালো, কত দিতে হবে আপনাকে?

: আপনে যা দেন হেইডা চলবো, উডেন।

জারা রিকশায় উঠে বসলো, এই মুহূর্তে বাবার কথা মনে পড়ছে জারার, যে কখনো তাকে ছাড়া খায় না। বাবা তাকে কখনো জারা বলে ডাকেননি। সবসময় মা বলেই ডাকেন। জারার বিয়ে নিয়ে তার কত স্বপ্ন! ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বাবার জন্য। কোনোরকমে সামলে নিলো নিজেকে। এমনি সময় জারার ফোনে রিংটোন বেজে উঠলো, ইফতি কল করেছে।

: হ্যালো, জারা..!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

: হুম, বলো। হালকা কান্না জড়ানো কণ্ঠে উত্তর দিলো জারা।

: তোমার কণ্ঠ এমন শোনাচ্ছে কেন? বাসায় কোনো ঝামেলা হয়েছে?

: নাহ, কিছু হয়নি।

: জানি অনেক খারাপ লাগছে, তবুও কিছু করার নেই। কয়েকটা দিন যাক, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

:হুম।

: তুমি কোথায় এখন?

: রিকসায়।

: আচ্ছা আসো। আমিও আসছি।

: ঠিক আছে বলে কল কেটে দিলো জারা।

রিকশা চালকটা কিছুক্ষণ পর পর পেছন ফিরে দেখছে জারাকে। অস্বস্তি লাগছে বিষয়টি জারার কাছে। নিজের বিরক্তি ভাবটা চেহারায় ফুটিয়ে তুলছে নিজেই।

: কিছু মনে করবেন না, আফনেরে একটা কথা জিগাই আফা? রিকশা চালকের প্রশ্ন জারার উদ্দেশ্যে। জারা ভীষণ বিরক্ত নিয়ে বললো,

: বলেন।

: আফা আপনের লাহান আমার একটা মাইয়া আছিলো। ঠিক আফনের বয়সী হইবো। জারা নিশ্চুপ শুনছে।

আপনে কী বাড়ি থেইক্যা পালাইয়া জাইতাছেন?

হঠাৎ যারা চমকে উঠলো, মুখে কিছু বললো না।

: আপনার ভাব-সাবেই বুঝা জাইতাছে, এমনটা কইরেন না। বাবা মা অনেক দুঃখ পাইবো। আফনেরে তারা অনেক ভালোবাসে, আফনেরা তো চইল্যা যান নিজেগো ভবিষ্যতের চিন্তা কইরা; কিন্তু এত বছর যারা আফনাগো লইগ্যা নিজের জীবন-যৌবন সব শেষ করলো তাগো চিন্তা তো করেন না একবারও। আফনেরা যাওনের পরে তাগো কী হইবো? সমাজের মানুষ তাগো লগে কী ব্যবহার করবো? তারা ঐ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অপমানগুলা সহ্য করতে পারবো কি-না? একবারও কী ভাইবা দেখছেন বিষয়গুলা?

জারা নিঃস্তব্দ মনে শুনে যাচ্ছে রিকশাওয়ালার কথাগুলো। রিকশা চালক বলে যাচ্ছে।

আমার যেই মাইয়াডার কথা কইলাম আফনারে, ওর ঘটনাটা কী শুনবেন আফা?

আগ্রহ ভরা কণ্ঠে এখন যারার উত্তর,

: অবশ্যই, কী হয়েছিলো আপনার মেয়ের?

: আইচ্ছা তাইলে শুনেন।

ভালোই চলতাছিলো আমগো তিন সদস্যের সংসার। আমি, আমার বউ, আর আমার মাইয়্যা ফাতেমা। আমি সারাদিন অনেক খাটা খাটুনি কইরা বাসায় যাই রাইতে, মাইয়াডাও রোজ স্কুলে যায়। সারাদিন ওর মা ঘরের কাম নিয়া ব্যস্ত থাকে। মাইয়াডা পড়া লেহায় ফার্স্ট সবসময়। আমারে রোজ আইয়া কয়,

বাবা! তোমার কয়েকদিন পর থেইক্যা আর কাম করতে হইবো না, তোমার মাইয়া বড় হইয়্যা ডাক্তার হইবো।

এমন কইরা কথা যেই মাইয়া কয় কোনো বাপ কী এই মাইয়ারে ভালো না বাইসা পারে কন আপা? আমি আমার মাইয়ারে ভীষণ ভালোবাসতাম। স্কুলে পুরা জেলায় মেধা তালিকায় প্রথম হইলো মাইয়াডা। বৃত্তি পাইয়া কলেজে ভর্তি হইলো। পড়া লেহার আগ্রহ দেইখ্যা আমিও আর না করতে পারি নাই।

কলেজে উইডা মাইডা আমার কেমন জানি বদলাইয়া যাইতে লাগলো। আগের মতন কথাবার্তা কয় না, চাল-চলনে অনেক পরিবর্তন দেখা যাইতেছিলো। মাইয়ার মায়রে বিষয়টা জিগাইলাম, মাইয়ার মাও বিষয়টা লক্ষ্য করছে। মাইয়ারে জিগাইলে কিছু হয় নাই কয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কয়েকদিন পর এলাকার মাদবররে রিকসায় কইরা ঘাটে নামাইতে যামু, ওই সময় উনি কইলো,

তোমার মাইয়াডারে কলেজে ভর্তি করলা? মাইয়াতো দেহি পোলাগো লগে ঘুরে, কার লগে বলে প্রেম করে।

কথাটা শুইনা আমি ঘাবরাইয়া গেলাম। বিশ্বাস করলাম না তার কথা। তয় বিশ্বাস করলাম, যখন নিজের চোখে দেখলাম। আমগো বাড়ির থেইক্যা বেশ দূরে একটা পার্ক আছলো, ওই পার্কে একটা পোলার লগে মাইডারে দেখলাম। ঐ দেখা আছলো আমার মাইডারে সুস্থ অবস্থায় শেষ দেখা। মাইডা আমগো মুখে চুনকালি দিয়া আর ঘরে ফিরলো না। যেই আমরা ছোট বেলা থেইক্যা মাইয়াডার জন্য নিজেগো সব সুখ-শান্তি বিসর্জন দিলাম আর আইজকা কোন খানের কে তার কাছে বড় হইয়্যা গেলো? আমরা কী এই আঠারো বছর তারে কোনো ভালোই বাসি নাই? সারা জীবন যে এত খাটুনি করলাম, কার লাইগ্যা? আইজকা দুই কলম শিইক্ষা আমগোরে এভাবে ছাইড়া চইলা যাইবো, আমরা ভাবতে পারি নাই। মাইয়াডা যাওনের পরে আমগো লগে গ্রামের সবাই কথা বন্ধ কইরা দেয়। দেখা হইলেই যা তা ভাষায় গালাগালি করে। সারা গ্রাম হাইট্যাও কোনো কামের ব্যবস্থা হয় না। আমি তো সারাদিন বাহিরেই থাকতাম কামের খোঁজে; কিন্তু যে ঘরে থাকতো তার লগে যে লোকজন কী ভাষায় কথা কইতো সেটা আপনেরে আমি বইলা বুঝাইতে ফারুমনা আফা।

সেদিন রাইতে অন্য দিনের মতোই খালি হাতে বাড়ি ফিরলাম, ঘরে যাইয়া দেহি যে, আমার মাইয়াডা উডানে খাড়াইয়া আছে। আইজকা তেরো মাস পরে আইলো বাপ মায়েরে দেখতে এইডা ভাবলাম আমি। মাইয়াডার হাত ধইরা যখন ঘরে ঢুকলাম আমার ভাবনাটার উপরই আকাশ ভাইংগা পড়লো। চোখরে বিশ্বাস করাইতে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারতাছিনা, এটা কী আমার সামনে.....? এ বলেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো রিকসা চালক।

পিঠে হাত বুলিয়ে জারা বললো,

: কী দেখলেন চাচা?

: দেহি যে আমার মাইয়ার মা ঘরের পাংখার লগে ঝুইল্যা আছে। ঝুইল্যা আছে তার দেহটাই; কিন্তু পরাণ তো অনেক আগেই গেছে গা।

কথাগুলো বলতে পারছিলো না কান্নার জন্য। অনেক কষ্টে পরের কথাগুলো বলা শুরু করলো আবার।

ওইদিন সকালে আমি বাহিরে যাওনের পরে মাইয়াডা বাড়িতে আইছে, মাইয়াডার পেটে সাত মাসের সন্তান আছলো। ওর প্রেমিক ওরে একটা ঘরে রাইখা আর আসে নাই। ওরা নাকি বিয়া করছিলো। এই বিয়ার কী দাম কন তো? যে বউরে এমন অবস্থায় রাইখা আর আইলো না। গ্রামের মানুষ যখন জড়ো হইয়া বাজে বাজে কথা বলা শুরু করলো তখন মাইয়ার মা আর সহ্য করতে না পাইরা এই কাম করলো। মাইয়াডা আর যদি না আইতো তাইলে হয়তো আমার বউডা আইজ পৃথিবীতে থাকতো।

সমাজ এখন আমগো লগে আর ভালো কথা কয় না, এল্যাইগ্যা শেষ সম্বল মাইডারে লইয়া গ্রাম ছাইড়া এখানে চইলা আইলাম। মাইডার অসুখ, মনও ভালা না। জানি না ভবিষ্যতে কী লেখা আছে কপালে...!

টানা কথাগুলো বলে নিঃশ্বাস ছাড়লো রিকসা চালক।

চোখে জল মুছতে মুছতে আবার বলতে লাগলো,

: আফা একটা কথা কই?

: জ্বি বলেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপনে যাইবেন, যাইয়া হয়তো বিয়াও করবেন, আবার যখন সমস্যা হইবো তখন ফিরা আসবেন এটাই স্বাভাবিক। আপনের প্রেমিক আপনের ক্ষতি কইরা চইল্যা গেলে তার কিছুই হইবো না; কিন্তু আফনের বাপ-মায়ের অনেক লস হইয়্যা যাইবো। তবুও বাপ-মা তখন কিছু কইতে পারবো না। কারণ আপনিও তখন অপরাধী থাকবেন। আর যদি বাপ-মার মতে বিয়ে করেন, তাইলে যে কোনো সমস্যায় আপনের বাপ, মা, সমাজ সবাই আপনের পক্ষেই থাকবো। অকালে হয়তো আর কারো মা আত্মহত্যা করবো না। বাইচ্চা যাইবো হয়তো আপনের মায়ের জীবন। আপনে যাইয়েন না আপা, আফনের বাপ মারে প্রেমিকের কথা জানান। উনারা ভালো মনে করলে অবশ্যই এই ছেলের সাথেই আপনার বিয়ে দিবো। উনারা কখনোই আপনের খারাপ চাইবো না।

: রিকসাটা থামান চাচা, দৃঢ় কণ্ঠে বললো জারা। ভ্যানেটি ব্যাগ থেকে ফোনটা বের করলো সে, ডায়াল লিস্টের প্রথম নামটিই ইফতির। আরেকবার ডায়াল বাটনে চাপতেই কল চলে গেলো ইফতির কাছে।

ওপাশ থেকে,

: কই তুমি জারা? আমি তো পনের মিনিট যাবত তোমার জন্য অপেক্ষা করছি স্টেশনে।

: ইফতি! আমি পালাতে পারবো না। আমি মা বাবাকে কষ্ট দিতে পারবো না। বাবা মাকে কষ্ট দিয়ে আমি সুখী হতে পারবো বলে আমার মনে হচ্ছে না। আমি বাসায় ফিরে যাচ্ছি, তুমিও বাসায় যাও।

: কী বলছো এসব? তোমার মাথা ঠিক আছে তো?

: যা বলছি ঠিকই বলছি। মাথাও আমার ঠিক আছে।

: তাহলে কী তোমার বাবার ঠিক করা ছেলেকেই বিয়ে করবে?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

: আমি সেটা বলিনি, বাবা মাকে বোঝাবো, অনেক বোঝাবো যদি তারা ভালো মনে করেন তবে। অন্যথায় তারা যা ভালো মনে করবেন, বলে ফোন রেখে দিলো জারা। ফোনটা রেখে রিকসা চালকের দিকে তাকালো, বুড়ো লোকটা অবাক হয়েছে।

: চাচা আবার উল্টো দিকে যান। বাসায় যাবো।

উল্টো পথে রিকসা থামে একটি দোকানের সামনে।

: চাচা নেন (পাঁচশত টাকার নোট)

: ভাড়া তো এত না মা!

: পুরোটাই রাখেন, শেষ সম্বলের চিকিৎসায় কাজে লাগবে কিছুটা।

: জারা ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলো, ঢুকেই দেখলো নাস্তার টেবিল সাজিয়ে বাবা জারার অপেক্ষায় বসে আছে। মেয়েকে দেখে বাবার ভালোবাসা মাখা কণ্ঠে,

: কোথায় গিয়েছিলি মা? আমি সেই কখন থেকে বসে আছি তোর অপেক্ষায়।

বাবাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলো জারা, বাবা বুঝতে পারলো না কেন মেয়ে কাঁদছে? মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, খেয়ে নে মা। যা হয়েছে সব ঠিক হয়ে যাবে। আয় একসাথে খেয়ে নিই।

হাজার লোকের ভালোবাসা একপাশে রাখলে আর মা-বাবারটা অপরপ্রান্তে রাখলে কোনোভাবেই মা-বাবার সমান হওয়া সম্ভব নয়। বিয়ের আগের ভালোবাসা যতই পবিত্র মনে হোক না কেন, বিয়ের পরের ভালোবাসার সমান কখনোই নয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

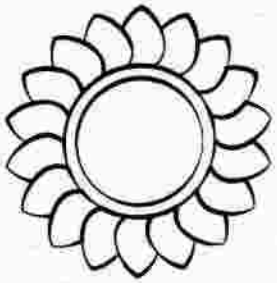

স্বামী বিদ্বেষী

ঘটনাটি এশিয়ার, যেখানে হরহামেশা গোলযোগ লেগেই থাকে, চলে জমি দস্যুদের জমি দখলের মহড়া। এক দেশ অন্য দেশকে কীভাবে নিজের অধিনস্থ রাখবে সেই প্রচেষ্টাই চলছে দিনরাত। এখানে সূর্য ওঠে হাজার দেশরক্ষীর লাল রক্ত নিয়ে। এখানে তারা বোমা ফাটিয়ে হাজার মানুষের লাশ বিছিয়ে জানান দেয় নিজেদের অস্তিত্ব। তেমনই একটি দেশের দেশরক্ষীর গল্প বলবো আজ।

যিনি নিজের জান কোরবান করেছেন নিজের মাতৃভূমির জমি রক্ষায়। কোনো টাকা বা বড় কোনো সম্মাননা অর্জনের জন্য নয়। টাকা বা সম্মানের জন্য হলে দেশরক্ষী বাহিনীতে যোগ দিতো না কোনো নওজোয়ান। তারা ভাবে প্রতিটি নাগরিকের কথা। নিজের জীবনকে মৃত্যুকূপে ঢেলে নিশ্চয়তা দেয় প্রতিটি নাগরিকের। সেই নওজোয়ানদের জন্য আমাদের শির উঁচু সম্মান।

রাহেলা বেগমের (ছদ্মনাম) স্বামী দেশরক্ষী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো অনেক আগেই। তাদের বিয়ের বয়সও প্রায় দশ পেরিয়েছে; কিন্তু গত কিছু দিন আগে জমি দস্যু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একটি গন্তব্যহীন বুলেট

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার স্বামীর বুক পিঠ ছিদ্র করে দিয়েছে। কোনোভাবেই সে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড মেনে নিতে পারছেনা। সে তার স্বামীকে এতটাই ভালোবাসে যে, এখন সেই শোকে সে পাগলপ্রায়, স্বামী ছাড়া যেন কিছুই বুঝতোনা রাহেলা বেগম। কারণ তাদের ভালোবাসা তো আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত ছিলো। আল্লাহ যেভাবে স্বামীকে ভালোবাসতে বলেছেন, ঠিক সেভাবেই নিজ স্বামীকে রাহেলা বেগম ভালোবাসতেন। কত সইকে যে সে স্বামীর প্রতি আনুগত্যতা আনতে সচেষ্ট করেছেন তা গননাতীত; কিন্তু সে জীবনে একমাত্র একজনকেই বোঝাতে পারেনি। রাহেলা বেগম যে কত কষ্ট করেছেন তার জন্য! সে তো আর পাঁচটা সইয়ের মতো নয়। সে তো তার ঘনিষ্ট ও একমাত্র ছোটবেলার সই। স্বামীর অবাধ্য হয়ে সই জাহান্নামি হবে এটা ভাবতে পারেনি রাহেলা বেগম, তাইতো বারে বারে ছুটে গেছেন সইয়ের বাড়ি আর বুঝিয়েছেন দ্বীনের কথাগুলো। বুঝিয়েছেন স্বামীর অবাধ্য না হয়ে আনুগত্যের কথা। বলেছেন স্বামীর বাবা মাকে সম্মান করতে, স্বামীর ছোট ভাই বোনকে নিজের ভাই বোনের মতো দেখতে, স্বামীর উপর জোর খাটাতে না। কোনো বিষয়ে স্বামীর মতের সাথে মত না মিললে চুপ থাকতে হবে, তার সাথে ঝগড়া বা তার কথার উপর কথা বলা যাবে না, এতে পরিবারের ক্ষতি হবে। কিন্তু কে শুনে কার কথা। সারাক্ষণ তার অতিবাহিত হয় স্বামীর বদনামে, সন্তানদের নিয়ে তার কোনো কেয়ার নেই। একবারও ভাবেনা যে, এসব কিছুই সন্তানেরা শিখবে, যা সে করছে।

সন্তানদের নিয়ে তার কোনো দুশ্চিন্তা নেই, সন্তানেরা তার মত হলেই চলবে আর কোনো চাওয়া নেই তার। সামনে যাকে পায় তাকেই স্বামী-স্ত্রীর সকল বিষয় বলতে থাকে, স্বামীর ব্যাপারে হাজারটা অভিযোগ তার কাছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই তো সেদিনও নিজ স্বামী সন্তান রেখে পনেরো বছরের সংসার ভেঙে চলে যেতে চেয়েছিলো। কী হবে তার সংসারের আল্লাহই ভালো জানেন। স্বামীর মা-বাবা, ভাই-বোন যেন তার সর্বকালের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তাদের সংসারটা যেন জাহান্নামের একটি অংশ। স্বামীর সাথে ঝগড়া হলে স্বামীর গায়ে হাত তুলতেও সে দ্বিধাবোধ করে না। সন্তানদের সামনেই কখনো কখনো স্বামীর সাথে এমন অসভ্য আচরণ করে। তার স্বামীর ব্যাপারে তার অনেক বিদ্বেষ অথচ স্বামী ছাড়া মেয়েদের সৌন্দর্য্যই ফুটে ওঠে না। রাহেলা বেগম এমন হাজারটা পরিবারের ঘটনা তাকে বলেছেন, যারা স্বামী বিদ্বেষী হয় তাদের সাথে আল্লাহ কেমন আচরণ করেছেন; কিন্তু কোনো কিছুতেই কাজ হয়নি। গত কিছুদিন আগে সে রাহেলার শোকে শোকাহত হয়ে তাকে দেখতে আসে। রাহেলা বেগমকে নিজের মত করেও বোঝায়, যা হবার তাতো হয়েছে, দুঃখ করে লাভ কি? আরো বিভিন্ন কথার এক পর্যায়ে সে প্রশ্ন করলো, যারা মারা গেছে সরকার তাদের জন্য কী কিছুই বরাদ্দ দেয়নি? রাহেলা বেগমের উত্তর ছিল, একটি মেডেল আর প্রতি পরিবারকে দশ লক্ষ টাকা করে দেয়া হয়েছে।

রাহেলার সইয়ের চোখ ছানা ভরা হয়ে গেলো, দশ লক্ষ টাকা!!?

শান্ত কণ্ঠে রাহেলা বেগম বললো, শুধু টাকাটাই দেখলে? স্বামীটা যে হারালাম? সই তখন বললো, তাহলে তো আমার স্বামীটাও মরে গেলে ভালো হতো। রাহেলা যেন নিজ কানকে বিশ্বাস করতে পারছেনা। একজন মহিলা কী পরিমাণ স্বামী বিদ্বেষী হলে নিজ স্বামীর মৃত্যু কামনা করতে পারে। এই প্রথম রাহেলা অনুভব করলো যে, তার সই একটা জাহান্নামি নারী। হাজার কিছু হলেও, সারা বিশ্বের বিনিময়েও কোনো নারী তার স্বামীর মৃত্যু কামনা করতে পারেনা। একজন জাহান্নামি নারী কখনোই একজন আদর্শবান স্ত্রী বা একজন আদর্শবান

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মা হতে পারে না। সন্তানদের উত্তম আদর্শে আদর্শিত করার লক্ষ্যে বাবা মা কত ত্যাগ করে আমরা জানি; কিন্তু সইয়ের মাঝে কোনোটা রাহেলা বেগম দেখেনা।

একজন স্বামী বিদ্বেষী নারী তার মেয়েদের স্বামী বিদ্বেষ ছাড়া আর কি-ই শিক্ষা দিতে পারে?

কথাটা শুনে রাহেলা বেগম সইকে বললো, আল্লাহর জন্য আজ থেকে তোমার আর আমার সম্পর্ক শেষ। তুমি আর আমার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করোনা। যে নিজের স্বামীকে সম্মান করতে জানেনা সে কীভাবে অন্যে কাউকে সম্মান করবে?

সইয়ের কথায় কান্নায় ভেঙে পড়লো মহিলাটি। হাতে পায়ে ধরে বলতে লাগলো, সই! আমি তোমার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে থাকতে পারবোনা। তুমি এমন কথা বলোনা দয়া করে। রাহেলা বেগম বললো, তোমার স্বামীর সাথে সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলতে চাও, আর বাহিরের মানুষ আমি, তুমি আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাও? তুমি সবার সাথে মিশে চলতে জানো, শুধু তোমার শাশুড়ি, তোমার স্বামীর পরিবারের সাথে মিশে চলতে জানোনা? আমার কিছুই বলার নেই, তুমি চলে যাও।

রাহেলার বান্ধবীর আজ খুব মন খারাপ। আজ ত্রিশ বছরের সম্পর্কের সমাপ্তি হলো, হাজার চেষ্টায়ও সম্পর্ক টেকাতে পারলো না সে। গতরাতে রাহেলা স্বপ্নে দেখলো তার ধারণা করা সেই কথাটি সত্য প্রমাণ হয়েছে। তার একমাত্র ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে স্বপ্নে দেখেছে রাহেলা বেগম। স্বপ্নে তার বান্ধবীকে হাতের আঙ্গুলগুলো কর্তিত অবস্থায় ফেরেশতারা তাকে জাহান্নামের দিকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিবস্ত্র অবস্থায় সারা শরীরের চামড়াবিহীন মাংশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আগুনের লীলা-শিখায় ঘূর্ণি পাকের মত ঘুরপাক খাচ্ছে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সই। চুলগুলো প্রত্যেকটি যেন আগুনের একটি রশিতে পরিণত হয়েছে। বারে বারে একই রকম দৃশ্য স্বপ্নে ভেসে বেড়াচ্ছিলো, এমনি ক্ষণে কর্ণকুহরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি বেজে উঠলো। মুয়াজ্জিন গলা ছেড়ে সকল মুমিনকে আল্লাহর ঘরে ডাকছেন। ঘুম ভাঙতেই স্বপ্নের দৃশ্যগুলো ভাবনার স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে বারে বার। কী করবে এখন রাহেলা? নামাজ শেষে আল্লাহর দরবারে দীর্ঘ মোনাজাতে সইয়ের জন্য দোয়া করলো রাহেলা, আল্লাহ যেন বান্ধবীকে আগত জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করে সেই দোয়াই করলো। এছাড়া আর কি-ই-বা করার আছে তার?

বিয়ে করানোর পূর্বে মেয়ের মায়ের ব্যাপারে খবর নেয়া অতীব জরুরি। এমন যেন না হয় যে, সন্তানকে বিয়ে করিয়ে জাহান্নামির হাতে তুলে দিলেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

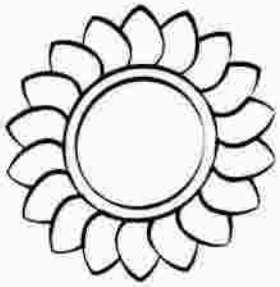

খোদাভীরু নারীমন

বসেছিলাম একাই। এক অজানা রহস্যের চিন্তায় মাথাটা খুব ভার হয়ে আছে। কিছু দিনের মধ্যেই আমাকে ছেলেপক্ষ দেখতে আসবে। অজানা এক গন্তব্যের পথিক হয়ে যাবো আমি। চেনা মানুষগুলো কেমন যেন অচেনা হয়ে যাবে, অপরিচিত মুখগুলোকে করে নিতে হবে অতি আপন। জীবনের এই বেলায় সব মেয়েরাই কিছু ভালো লাগা আর কিছু দুশ্চিন্তায় দিন গুজরান করে। না জানি সেই পরিবারটা কেমন হবে? কেমন হবে পরিবারের অচেনা মানুষগুলো? আমাকে কীভাবে গ্রহণ করবে তারা? যদি নিজের মনের সাথে না মিলে তবে কী করবো? বা নিজেকে যদি তাদের সাথে খাপ খাইয়ে না নিতে পারি? এমন হাজারটা প্রশ্ন এসে এক সঙ্গে ভিড় জমিয়েছে মাথায়। ছোট্ট এই মাথারই বা কী দোষ? মাথা তো ভার হবে এটাই স্বাভাবিক। মাথাটার ভারে অসহ্য হয়ে কিছু সময়ের জন্য ক্লাস ছেড়ে পাশেই শুয়ে পড়লাম। এমনই মুহূর্তে বারান্দায় নজর পড়লো, দেখতে পেলাম বুশরা আপা আমাদের ক্লাসের দিকেই আসছেন। আপাকে দেখে আবারো ক্লাসে এসে নিজ আসন গ্রহণ করলাম।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি নাবিলা। এই বছর আমার দাওরা হাদিস শেষ হবে। আমরা ক্লাসের নয়জন ছাত্রী, সবাই বেফাকে অংশগ্রহণ করবো। তাই মাদ্রাসার পক্ষ থেকে আমাদের দিকে আলাদা নজরদারি করা হচ্ছে। বুশরা আপা আমায় বিষন্ন দেখে কাছে ডাকলেন, মমতাময়ী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছে মা? বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন তোমায়? কী হয়েছে আমায় বলো। সান্ত্বনা অনুভব করলাম নিজের ভেতর। বুশরা আপা অনেক ভালো, ছাত্রীদের নিজের মেয়ের মতই দেখেন। উনার কোনো মেয়ে নেই; তাই সব ছাত্রীকে সব সময় মা বলেই ডাকেন। উনার এই মায়ামাখা কণ্ঠের প্রশ্ন আমার কলিজা-মন ঠান্ডা করে দিলো। আমি প্রকাশ করতে লাগলাম আমার অভিব্যক্তিগুলো, উপস্থাপন করলাম আমার ভাবনাগুলোর কথা। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার ভাবনার মাঝের প্রশ্নগুলো শুনছেন। জীবনের এমন সময় কী করা উচিত? কী ভাবা উচিত আমি সেটা জানিনা, আর কখনো কারো কাছ থেকে জানতেও চেষ্টা করিনি। কেউ কখনো নিজ থেকেও বলেনি। হয়তো আমার মা সেই কাজটি করতে পারতেন, জানাতে পারতেন স্বামী-সন্তানের সংসারে কী করণীয়। বলে দিতে পারতেন স্বামীর সাথে কী আচরণ বা কীভাবে কথা বলতে হবে; কিন্তু আমি তো মা হারা মেয়ে। জীবনের এই শিক্ষা কোথা হতে পাবো? আজ আমাদের সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থায় এটা কোনো বিষয়ই নয়। আমার তো মনে হচ্ছে মেয়েদের শিক্ষার জন্য এর থেকে বড় কোনো বিষয়ই নেই। কারণ হাদিসের ভাষায় তো পড়েছি, মেয়েদের জন্য জান্নাত পাওয়া অতি সহজ, শুধু হালাল পন্থায় স্বামীকে খুশি রাখা; আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক মত আদায় করলেই জান্নাত নিশ্চিত। তবুও নারীরাই জাহান্নামি হবে বেশি এই দুশ্চিন্তায়ই আমার মাথা বেশি ভার হয়ে আছে। শুধুমাত্র স্বামীর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নাফরমানির কারণে মেয়েরা জাহান্নামী হবে বেশী। আল্লাহর রাসূলের হাদিসে আমরা এও পড়েছি, পৃথিবীতে মানুষের জন্য আল্লাহর পর কাউকে যদি সেজদা করার অনুমতি থাকতো; তবে মেয়েদেরকে নিজের স্বামীকে সেজদা করতে বলা হতো। অথচ মেয়েরা নিজ স্বামীগণের কাছে অসৎ আচরণের কারণেই বেশি জাহান্নামি হবে। কী করবো আপা আমি? আর ভাবতে পারছিনা, আমি কী পারবো? এই ভয়ে আমার সারদিন পড়ার মন বসেছেনা। কী হবে হাদীস পড়ে জ্ঞানীগুণী হয়ে? যদি শেষ বেলায় জাহান্নামী হতে হয়? আমায় বলে দিন আপা আমার কী করা উচিত?

এতক্ষণ বুশরা আপা দৃঢ়তীক্ষ্ণ নজরে আমায় দেখছিলেন; আর আমার কথাগুলো এতটাই মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন যা তার চেহারায় ফুটে উঠেছে। বুশরা আপা আমার কথাগুলো শুনে আমায় বললেন,

দেখো! প্রতিটা মানুষ নিজেকে আয়নার সাথে তুলনা করতে পারে, তুমিও করে দেখো। ভেবে নাও তুমি একটা খেলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি যেভাবে অঙ্গভঙ্গি করবে আয়নায় তোমার প্রতিচ্ছবি ঠিক সেভাবেই তোমার সামনে দেখা দিবে। তুমি যদি তাকে থাপ্পর দেখাও, তবে সেও তোমায় থাপ্পর দেখাবে। তুমি যদি পা তুলো, তবে সেও তাই করবে।

তোমার বিয়ের পর তোমার স্বামীর পরিবার ঠিক আয়নার মতই আচরণ করবে তোমার সাথে। তুমি বা তোমার পরিবার তাদের সাথে যেমন আচরণ করবে, তারাও তোমাদের সাথে ঠিক তেমনই আচরণ করবে। তুমি চাইলেই শুধু হবে না, তোমার পরিবারকেও চাইতে হবে। এমন কোনো আচরণ তাদের সাথে করা যাবেনা, যাতে সেই আচরণটা তোমার উপর ফেরত আসে। যদি এমন মনে হয় যে,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তোমার পরিবার তোমার স্বামী বা তার পরিবারের কারো সাথে খারাপ ব্যবহার বা কটু আচরণ করতে চাচ্ছে তবে তাদেরকে সতর্ক করো, তাদেরকে বুঝাও, তাদেরকে বলো যে, আমি এখন আমার স্বামীর বাড়ির সদস্য। তাদের সাথে কটু আচরণ করা মানে আমার সাথেই কটু আচরণ করা। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তোমার পরিবারের লোকজন তোমার স্বামীর পরিবারকে হ্যারেজমেন্ট করে চলে যাবে; কিন্তু তুমি তাদের ঘরেই থাকবে। আর যদি কখনো এমন হয় যে, অকারণে তারাই তোমার পরিবারের ব্যাপারে শেকায়াতে আছে তবে ধৈর্য ধরো, ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরো যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা না আসে। আর মনে রেখো, ধৈর্যের ফল আজ হোক কাল হোক তুমিই ভোগ করবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন। তোমার স্বামী যদি ভালো হয়, শাশুড়ি যদি তোমার মন মত না হয় তবুও ধৈর্য্য ধরো, কারণ আল্লাহ চাইলে তোমার স্বামীর উসিলায় শাশুড়িকে হেদায়াত দিতে পারেন। মনে সবসময় শাশুড়ির প্রতি ভালোবাসা আনার চেষ্টা করো, কারণ তোমার এই স্বামীর জন্ম হয়েছে তোমার এই শাশুড়ির গর্ভেই। তোমার শাশুড়ি না থাকলে তুমি তোমার স্বামীকে কোথায় পেতে? এই জান্নাত তো হয়তো তোমার ভাগ্যেই জুটতোনা। শাশুড়ির প্রতি কোনো বিদ্বেষ রেখো না। কারণ তোমার বিদ্বেষের কারণে হয়তো তোমার জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। আর স্বামীই তো তোমার জান্নাত, একথা সব সময় মনে রাখবে। স্বামীই প্রতিটি নারীর মুকুট। মুখে হাসি ভরা ভালোবাসা মিশ্রিত ভাষায় স্বামীর সাথে কথা বলবে। যখন স্বামী তোমার উপর রেগে থাকবে তখনও তুমি তার সাথে ভালোবাসাময় মার্জিত ভাষায় কথা বলবে। কারণ মেয়েরা তাদের ব্যঙ্গ বচনভঙ্গির কারনেই জাহান্নামি হয়ে থাকে। স্বামীর জন্য নিজের সব কিছু উজার করার মন-মানসিকতা তৈরী

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পুরুষদেরকে মহিলাদের থেকে উঁচু করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষদেরকে সম্মান করেছেন নারীদের উপর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই জানেন এর মূল রহস্য। তিনি যেহেতু সম্মান করেছেন তবে আমরা কারা যে তাদেরকে নিচু করবো? তিনি প্রত্যেককেই নিজ স্থান অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাকে সম্মান দিয়ে চলবে। একজন নবীপত্নী নিজ মেয়েকে এইভাবে বুঝিয়েছিলেন, পুরুষরা হচ্ছে বন্য ঘোড়ার মত, যদি রেগে যায় তবে সংসার উলট পালট করে দিবে। যদি তুমি তোমার সংসারে শান্তি চাও তবে কখনোও তাদের উপর হুকুম চালানোর চেষ্টা করোনা, কারণ হুকুমের দাস হয়ে থাকার জন্য তার জন্মই হয়নি। তার সাথে সব সময় ছায়ার মত থাকার চেষ্টা করো। তার সকল প্রয়োজনের প্রতি নজর রেখো। তার দেখাশোনার কোনো অবহেলা করোনা। তাহলে দেখবে সে কেমন সোজা ঘোড়ার মত তোমার কথায় চলে, যা তুমি জোর করে কখনোই করাতে পারবেনা। যদি এই কায়দায় চলতে না পারো; তবে কখনোই তার মনে জায়গা করতে পারবেনা। তখনই সংসারে অশান্তি বাড়তে থাকবে আর সে সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য যেখানে এগুলো পাবে সেদিকে ছুটবে। মৃত্যুর পূর্বেই নিজের জান্নাত গুছিয়ে নিও। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যার সৃষ্টির তরেই সৃষ্টকুল সৃষ্ট, তিনিও নিজের কলিজা ফাতেমা (রাঃ) কে একই তালিম দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "দেখো ফাতেমা! তোমার বাবা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাই বলে যে তুমি জান্নাতী এমন নয়। তোমাকেই তোমার জান্নাত নিশ্চিত করতে হবে। তুমি যদি তোমার জান্নাত পৃথিবীতে নষ্ট করে যাও তবে পরোপারে তোমার পিতা তোমার জন্য কিছুই করতে পারবেনা"। এটা কোনো ছোট কথা নয়, প্রিয় নবীজি যদি নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে এমন কথা বলতে পারেন, তবে আমরা কে?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা যদি পৃথিবীতে আমাদের জান্নাত নষ্ট করি তবে কীভাবে আমরা জান্নাতের আশা করবো? মনে রাখবে, আম গাছকে আমের জন্যই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আম গাছে কাঁঠাল আনতে পারবেনা, আর তোমাকে আল্লাহ হরিনীর মতো বানিয়েছেন, যদি তুমি নিজেকে সিংহ মনে করে ঘর থেকে বের হয়ে যাও আর সত্যিকারের সিংহের সামনে পড়ে যাও তবে তোমার নিস্তার থাকবেনা। মেয়েদেরকে আল্লাহ ঘরের সৌন্দর্য হিসেবেই বানিয়েছেন। যখন মেয়েরা পুরুষদের সাথে নিজেদের তুলনা করতে শুরু করবে তখন তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে।

এতক্ষণ আমি আপার কথাগুলো শুনে নিজেকে অনেকটা আশ্বস্ত করলাম যে, আপার বলা প্রত্যেকটা কথা আমি আমার জীবনে জড়িয়ে নেবো ইনশাল্লাহ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাথেয়

ইদানিং রাস্তাঘাটে বের হলে মনে হয় চোখ বন্ধ করে রাখতে পারলে ভালো হতো। তাহলে অপ্রীতিকর ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডগুলো চোখে পড়তো না। কিন্ত যাদের দৃষ্টি শক্তি নেই তাদের কথা ভিন্ন, তবে দৃষ্টিশক্তিমানরা কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে চলবে? তবুও উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েরা যেভাবে চলাফেরা করে তাতে চোখ বন্ধ না করে কোনো উপায় আছে কি? তাদের ভাব-সাব দেখলে মনে হয়, আমরা যারা খোদাভীতির পথে চলি তারা যেন ভুল করে ভীন গ্রহে চলে এসেছি। যে গ্রহের নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণই আমাদের থেকে আলাদা। ছেলেরা হাতে চুড়ি, ব্যাজ, কানে দুল, গলায় বড় বড় মোটা মালা আর মেয়েরা টাইট জিন্স যা টাকনুর বহু উপরে উঠানো, সেন্টু গেঞ্জি পরিহিতা। এ যেন উভয়েরই ছেলেকে মেয়ে আর মেয়েকে ছেলে হতে চাওয়ার আমরণ প্রচেষ্টা। মাত্র কয়েক বছরে দেশ এতটা অগ্রগতি লাভ করেছে ভাবতেই অবাক লাগে। আসলে এসব কী পরিবেশ ও যুগের দোষ? নাকি ছেলে মেয়েদের দোষ? নাকি পিতা মাতাই এর জন্য দায়ি? নাকি আমাদের কথিত শিক্ষাব্যবস্থা? সামাজিক অবক্ষয় কেন হচ্ছে? এর রোধ করার কী কোনোই উপায় নেই? এমন হাজারটা প্রশ্ন আমাদের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সামনে লেকচারার হিসেবে উপবিষ্ট অধ্যাপক বিলাকিস আক্তারের মনে। তিনি শুনিয়ে চলেছেন আমাদের, তুলে ধরছেন এ বিষয়ের উপর নিজের রিসার্চ করা বিষয়গুলো। যাতে শিক্ষার্থীদের এই উষ্ণ জীবন ব্যবস্থায় কিছুটা শীথিলতা আসে। আমাদের ক্লাসের একজন আজ ম্যামের সামনে এমন পরিস্থিতিতে ধরা পড়ায় ম্যাম রেগে গেছেন। তাই আজ লেকচারে এ বিষয়েই আলোচনা হচ্ছে। ম্যাম বলছেন আমরা নির্বাক শুনে যাচ্ছি।

আজ ওলিতে গলিতে, পার্কে, স্কুল-কলেজে, ভার্সিটি সর্বত্রই যেন প্রেমের ছড়াছড়ি। তারপরও কী সমাজে সত্যিকার ভালোবাসা আছে? যে ভালোবাসার টানে দীর্ঘ রক্তের সম্পর্ককে অস্বীকার করে বেরিয়ে যাচ্ছে অল্প পরিচিত মানুষটার হাত ধরে, সেখানেই কী বা নিজেকে পারছে সুখী করতে? মরীচিকার মতো ছুটেই চলেছে ভালোবাসা নামের অলীক বস্তুকে আপন করে পাওয়ার জন্য। ছেলে-মেয়েরা আজ অব্যর্থভাবে চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হচ্ছে ভালোবাসার রঙিন প্রজাপতিকে ধরতে। আজ সমাজে "ভুল পথে ভালোবাসা খোঁজার ভুল প্রচেষ্টা" কে কেন্দ্র করেই আমার আজকের লেকচার।

প্রেম কী?

নারী ও পুরুষের মাঝে যে সম্পর্ক তার নামই প্রেম? অথবা বিপরীতধর্মী লিঙ্গ একজন আরেকজনের জন্য নিজের জান, নিজের বিশ্বাস ও অস্তিত্ব স্বপে দেয়ার নামই প্রেম বা ভালোবাসা? আল্লাহ সোবাহানাহু তা'লা পবিত্র কুরআন মাজিদে এভাবে ইরশাদ করেছেন, "এবং তার নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন"।[১]

[১] (সূরা রুম ২১)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"প্রেমের সংজ্ঞায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো বলেছেন, তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে জোড়া হিসেবে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা একে অপর থেকে শান্তি ও আরাম পাও"[২]।

দেখতে হবে আল্লাহ কুরআনে সাথীকে "আযওয়াজ" নামে অভিহিত করেছেন। বহু কবি সাহিত্যিকরা তুলিতে প্রেমের বহু সংজ্ঞা দাড় করিয়েছে; কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার চেয়ে কী কোনোটা উত্তম হয়েছে?

কখন হয় এই প্রেম? প্রেমের কোনো বয়স নাই, নাই কোনো রং। সব বয়সই প্রেমে পড়ার সময়, হ্যাঁ ঠিক তাই। সাদা-কালো, ভালো-মন্দ কোনো কিছুই প্রেম নির্বাচন করতে পারে না। যে কেউ যে কোনো বয়সেই আজকাল যার তার সাথে প্রেমে পড়তে দেখা যাচ্ছে। এক দশক থেকে দেখা অবিবাহিত ছেলেরা ২-৩ বাচ্চার মায়েদের প্রেমে উন্মাদ হয়ে প্রায় নিজেদের সব বিলিয়ে দিচ্ছে। মহিলারা নিজ স্বামীদের ছেড়ে পর-পুরুষের হাত ধরে নিরুদ্দেশ হচ্ছে। বালেগ হতে না হতেই প্রেমের সেঞ্চুরি পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

আজকের সমাজের অবক্ষয়ের কারণগুলো বিলকিস ম্যাম আমাদের সামনে তুলে ধরছেন।

প্রেমের সামাজিক অবক্ষয়: প্রেম সমাজের ক্রটি বিষাক্ত দাহ্য পদার্থ, যা একটি পরিবারে অনুপস্থিত থাকলে পরিবারটি হয় বিষাক্ত। স্বামী স্ত্রীর প্রেমই একমাত্র ইসলাম অনুমোদিত, আর ইসলামের বিপরীত প্রেমের ফলে দেশ, সমাজ, ও জাতি হয়ে উঠে বিষাক্ত। ইসলামের বিপরীত প্রেমের সয়লাবে আমাদের সমাজ আজ মাতোয়ারা, ফলে নৈতিকতার দিক থেকে ধীরে ধীরে আমরা হয়ে পড়ছি মেরুদণ্ডহীন কেঁচোর মতো এক প্রাণী। প্রেমের কারণে ভেঙে যাচ্ছে সংসার,

---

[২] (সূরা কাহাফ ১৮৯)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সন্তানরা হচ্ছে দিশেহারা। পরিবারের অন্য সদস্যগণ হচ্ছে হেয়প্রতিপন্ন, লজ্জায় অপমানের শিকলে অনেক পরিবারকে সামাজিকভাবে করা হচ্ছে বয়কট। তোমাদের সামনে আরো কিছু পয়েন্ট তুলে ধরছি। বলে চলেছেন বিলকিস ম্যাম। আজ তার লেকচারে সকলেই যেন প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। সকলেই তাকিয়ে আছে ম্যামের দিকে। আর শুনে চলছে ম্যামের ভাষ্য।

অবাধ মেলামেশা: ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার ফলে প্রেমের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। আজকের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাই এর প্রধান আসামী। একসাথে চলাফেরা করতে উদ্বুদ্ধ করাই যেন এর মূল আকাঙ্খা। একসাথে চলাফেরা না করলে আবার তথাকথিত মুক্ত-চিন্তাবিদদের ভাষায় ছেলে মেয়েরা ব্যাকডেটেড হয়ে যায়, তাই তারা নিজেদের মত করে সমাজটাকে সাজাতে গিয়েই আজকে ছেলে-মেয়েদের এই অধঃপতন। বিবাহ পূর্ব প্রেমের হার দিন দিন বেড়েই চলছে।

অবাধ নারী স্বাধীনতা: কথাটা শুনলে মনে হয় নারীরা আগে পরাধীন ছিল। এখন তারা বহু রক্তের বিনিময়ে, বহু মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে নারীরা স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আসলে কিন্তু তা নয়। নারী পুরুষের সমান অধিকারের যেই দাবি এখন চলছে তা কিন্তু পুরুষের কল-কাঠি নাড়ানোর কারণেই। নেপথ্যে থেকে পুরুষরাই নারীদেরকে স্বাধীনতা আদায়ের নামে বের করে এনেছে ঘর থেকে। বোকা নারীরা সেই সমস্ত পুরুষের হাতে নিজের সতীত্ব হারাচ্ছে। সব হারিয়ে যখন নিঃস্ব হয় তখনই বেহায়ার মত পুরুষের মন খুশী করতে বলে বেড়ায়, "নারীরা ঘরে থেকোনা, বেরিয়ে এসো ঘর থেকে"। আসলে লেজ কাটা শিয়াল কখনোই চায়না অন্য সব শিয়ালের লেজ থাকুক। সে চায় তার লেজ নেই বলে সকলের লেজ কেটে দলটি বড় করতে আর এটাই শয়তানের রূপ। এসকল নারীদের দিয়ে কুরুচির বহিঃপ্রকাশ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করছে সেই সমস্ত পুরুষরা। কোমলমতি নারী সমাজকে করে তুলেছে স্বৈরাচারীনি রূপে। যখন নারীদের থেকে নিজেদের প্রয়োজন মিটে যায় তখন তারা নারীকে ছুড়ে ফেলে। যৌবনের মৌ মৌ ঘ্রানে হাজার মৌমাছির দেখা পায় সেই নারী; কিন্তু জীবন সায়াহ্নে এসে কাছে দূরে আর কারোই দেখা পায় না। তখন সব মৌমাছিরা অন্য কোনো ফুলের সন্ধানে ছুটেছে অন্য পথে। জীবনের শেষ কালে থাকেনা কোনো স্বামী-সন্তান, থাকেনা কোনো স্বজন। একা একা শেষ সময়টা হাজারও দুঃখের পাহাড় মাথায় নিয়ে কালের স্বাক্ষী হয়ে দুনিয়া ছাড়ে তারা। মৃত্যুর সময় তার সেই কথিত মৌমাছিরাও ছিঃ ছিঃ করে জানাযায় লোকজনকে শরীক হওয়া থেকে বিরত রাখে। এই হচ্ছে নারী স্বাধীনতার সত্যিকার রূপ।

আজাকল পত্রিকা খুললেই নারী নির্যাতন, হত্যা খুন ধর্ষণের খবরই পত্রিকা জুড়ে অথচ আমাদের মা-চাচীদের আমলে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, নারী স্বাধীনতা কী তা উনারা জানতেনই না। এখনো জানার চেষ্টা করেন না। অথচ উনাদের জীবনগুলো কত সুন্দর! ভালোবাসায় ভরপুর তাদের সংসারগুলো। তখন ছিলোনা নারী নির্যাতন, ছিলোনা হত্যা, ধর্ষণ। ফলে প্রেমের নামে কলংক মোচন করে তথাকথিত নারীরা কোন স্বাধীনতা অর্জন করতে চায় তা কী আদৌ বোধগম্য?

পরিবার থেকে অনেক দূরে...

বহু পিতা-মাতা আছেন, যারা নিজেদের সন্তানদের সঠিক যত্ন নেয়ার কথা কখনোই ভাবেন না। ফলে সন্তানরা নিজেদের চাহিদামত সঙ্গী খুঁজে থাকে। আর বিপরীত লিঙ্গের দিকে স্বভাবতই আকর্ষণ বেশী। তাই তারা অধিক ভালো আশ্রয়ের খোঁজে একটু শান্তির আশায় অনৈসলামিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। আর ধীরে ধীরে সমাজের অসামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে নেয়। এমন পরিস্থিতিতে বাবা মা যখন জানতে পারে, তখন প্রেমে বাঁধা পড়া এটাই স্বাভাবিক। আর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তখন সন্তানেরা হয়ে পড়ে বখাটে-মাস্তান, ড্রাগ এডিক্টেড। সমস্ত নিষিদ্ধ কাজে তখন তারা হয়ে ওঠে মত্ত। তখনই ঘটে হাকুন বা ঐশীর মত ঘটনাগুলো। সন্তানের হাতে পিতা-মাতা খুন! এমন নির্বিকারতাময় জীবনের মূল্য পশুর থেকে কম কীসে?

যত্রতত্র যাতায়াত অনুমোদন: বিভিন্ন সময়ে সন্তানরা বন্ধু-বান্ধবের বাসার নাম করে অথবা কোচিংয়ের কিংবা প্রাইভেট পড়ার নাম করে সন্তানদেরকে যত্রতত্র যাওয়ার অনুমতি দেয়, ফলে তাদের বাড়ন্ত বয়সটা হয়ে পড়ছে হুমকির সম্মুখীন। তাই বয়ঃসন্ধি কালটাতে পিতামাতার উচিৎ সন্তানের সঠিক পরিচর্যায় মনোনিবেশ করা।

কবি, কবিতা, উপন্যাস: আজ কালকার ঔপন্যাসিকগণ নিজেদের উপন্যাসের মাধ্যমে প্রেমের যেই চিত্র মনের রংতুলি দিয়ে সাজিয়ে তোলে তা আসলে ইসলামের ধারে কাছেও নেই। গল্পগুলোতে কুরুচি শিক্ষা ছাড়া উঠতি বয়সের কোমলমতি যুবক-যুবতীদের জন্য আর কিছুই তুলে ধরা হয় না। সেখানে খোদাভীতি বা ইসলামি শিক্ষার মূল্যবোধ সম্পর্কে কিছুই পাওয়া যায়না। পাওয়া যায় শুধু অবৈধ প্রেম ভালোবাসা আর পরকিয়া শেখার গল্প।

বিলকিস ম্যামের কথাগুলো আজ দীপান্বিতার খারাপ লাগছে না। যদিও আজকের লেকচারটা তারই উদ্দেশ্যে। কারণ আজ সে-ই তো বিলকিস ম্যামের নজরবন্দি হয়েছিলো সিনিয়র এক যুবকের সাথে প্রেমালাপকালে। তবুও তার কাছে কথাগুলো যাদুর মতো মনে হচ্ছে। কথাগুলো তো আসলেই বাস্তব সম্মত। নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হচ্ছে এখন। বিলকিস ম্যাম থেমে নেই। অনবরত বলে যাচ্ছেন।

বিবাহপূর্ব প্রেমের কুফল বলে শেষ করা যাবে না। যতই দিন যাচ্ছে নিত্য-নতুন দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে মানুষ। বিবাহপূর্ব প্রেমের কুফল সম্পর্কে একটি ঘটনা না বললেই নয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদের পাশের গ্রামের বিনি, অল্প বয়সেই প্রেমে পড়লো মানিক নামের একটি ছেলের। একদিন অতি ভালোবাসার দায়ে মানিক বিনির গায়ে হাত দেয়। কিছুদিন পর বিনি বুঝতে পারে, তার শরীরে অন্য কারো অস্তিত্ব বিরাজ করছে। মাকে না জানাতে চাইলেও মা টের পেয়ে যায়। বিনির মা মানিক ও তার বাবা-মায়ের সাথে যোগাযোগ করে। মানিকের পরিবার নিজেদের সামাজিক অবস্থানের কথা চিন্তা করে। তখন মানিকের পরিবারের পক্ষ থেকে বিনির পরিবারের জন্য আসে হুমকি। বিনির মাকে অপমান করে বের করে দেয় মানিকের পরিবার। উপায়ান্তর না দেখে মরনের পথ বেছে নেয় বিনি। অকালেই ঝরে পড়ে মাতৃত্বের প্রথম আহ্লাদ। অবৈধ এই প্রেমের কারণে ঝরে পড়ছে শিক্ষার হার। একই কারণে আত্মহত্যার হার ক্রমেই বেড়ে চলছে। বিবাহপূর্ব প্রেমের পরিণতি শতভাগ খারাপ। এতে হাজার পরিবার হারাচ্ছে নিজেদের আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ। অনেক পরিবারকে হতে হয় নিঃস্ব পথ হারা। স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির ছেলেমেয়েরা প্রেমের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে প্রেমের বালাখানা তৈরী করেছে, তাতে তারা নিজেদের চরিত্র ও সম্ভ্রমকে কলংক কালিমা থেকে হেফাযত করতে পারছে কি? প্রেমের নামে বর্তমানে পাশ্চাত্য অসভ্যতার অনুকরণে লাগামহীনভাবে তরুণ-তরুণীরা মেলামেশা করছে ঝোপের আড়ালে। রাস্তা বা পার্কে প্রকাশ্যে ঘনিষ্ঠভাবে বসে আপত্তিকর আচরণ করছে। প্রেমিক-প্রেমিকারা একত্রে ইচ্ছে মত যেখানে সেখানে চলে যাচ্ছে। একসাথে ক্লাব, হোটেল বা বন্ধুর বাসায় রাত কাটাচ্ছে। বেগানা দু'জন নারী-পুরুষ একত্রিত হলে শয়তান সেখানে তৃতীয়জন হিসেবে উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য, শয়তানের কাজ-ই হলো মানুষের মাঝে কুচিন্তা সৃষ্টি করা। এখন এর অনিবার্য কারণ হিসেবে রাস্তা-ঘাটে, ডাস্টবিনে নবজাতক পাওয়া যাচ্ছে। নার্সিং

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হোমে গিয়ে গর্ভপাত ঘটাচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েরা। আর এগুলোই মোটা কালি দিয়ে পত্রিকাতে শিরোনাম করছে সাংবাদিকরা।

আজ এসবের প্রধান কারণ হচ্ছে নারী স্বাধীনতার কথায় চলা। বর্তমান প্রচার মাধ্যম, টিভি চ্যানেলগুলোও তার জন্য দায়ী। নায়ক নায়িকারা দু'জন হাত ধরাধরি, মুলাকাত আরো কতো কি! এসব দৃশ্য দেখে উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা প্রেমের আরো নানা রকম কায়দা শিখছে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই দুরবস্থা থেকে রক্ষায় আমাদেরকেই ভূমিকা রাখতে হবে। প্রথমে আমাকে এগিয়ে আসতে হবে আমার পরিবারের জন্য। "আমার ঘর আমার বেহেশত" এই ফর্মুলা নিয়ে নিজ পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সপ্তাহের অন্তত দুই দিন পরিবারের সকল সদস্য একসাথে বসে সকলের খোঁজ-খবর করতে হবে। পিতা-মাতা হিসেবে সন্তানদের জন্য এটুকু করা চাই। সন্তান যেন বিগড়ে না যায়, অবাধ্য যেন না হয় সেই জন্য আল্লাহর শিখিয়ে দেয়া দোয়াটি বেশী বেশী পাঠ করতে হবে। **"রাব্বি হাবলি মিনলাদুনকা যুর্‌রিয়াতান তায়্যিবাহ ইন্নাকা সামিউদদুয়া"**। পিতা মাতা হিসেবে সন্তানের প্রতি যথেষ্টে নজর রাখতে হবে। সমাজের প্রত্যেকটি লোককে সচেষ্ট হতে হবে। কোথাও কাউকে এমন অপ্রীতিকর অবস্থায় দেখা গেলে তা শক্ত হাতে দমন করতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকার যেই বিজাতীয় সংস্কৃতিগুলো দেশে প্রবেশ করিয়েছে তা পুরোপুরি বন্ধ করাতে হবে। পহেলা বৈশাখ, থার্টি ফার্স্ট নাইটের মত কালো, হিংস্র দিনগুলোর খারাপি থেকে জনগণকে মুক্ত করতে সরকারকেই পদক্ষেপ নিতে হবে। দেখো শিক্ষার্থীরা, আমি চাই না তোমাদের মাঝে কাউকে যেন শেষ বিচারের দিন আল্লাহর সেই ভয়াবহ জাহান্নাম গ্রাস করে। তাই কে কী করলো তা না দেখে নিজেকে শুধরে নিও। দুনিয়ায় এই কিছু সময়ের আরামের কথা না ভেবে পরোপারের অসীম আরামের কথা ভাবো।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিলকিস বেগমের আজকের এই লেকচারে দীপান্বিতাসহ আরো অনেক পথ ভোলা যাত্রী হয়তো পথ খুঁজে পাবে; আবার অনেকেই হয়তো নিছকই বেমতলবী এক লেকচার হিসেবে ভেবে নিবে। বিলকিস ম্যাম ক্লাস থেকে বের হয়ে অন্য ক্লাসের দিকে যাচ্ছেন, তখন পথে দীপান্বিতা ম্যামের সাথে দেখা করে বললো,

: ম্যাম, জানি আজকের লেকচার আমাকে উদ্দেশ্য করেই ছিল। আমি আজ থেকে আর কোনো পর-পুরুষের সাথে দেখা তো করবই না, কথাও বলবো না। দিপান্বিতার কথা শুনে বিলকিস ম্যাম যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত অবস্থা। দিপান্বিতার মাথায় হাত রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাসে আলহামদুল্লিাহ পড়লেন তিনি, আবার হাঁটতে শুরু করলেন গন্তব্যের দিকে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

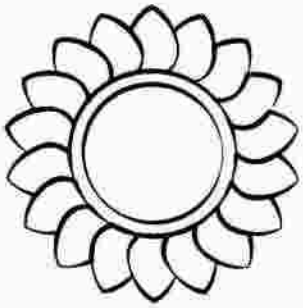

প্রচলিত প্রেম

এই গল্প মাহমুদ আর সায়মার প্রেমের। মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। দেখতে তেমন সুদর্শন না হলেও মেয়ে পটাতে তার জুড়ি নেই। কোমল ভাষায় মেয়ে পটিয়ে যখন দেখা করে, মেয়েরা তখন তাকে আর অপছন্দ করতে পারে না। সে মেয়েদেরকে নিজের কথার জালে ফাঁসিয়ে এভাবে অনেক মেয়ের সাথেই প্রেম করেছে। প্রতিটা মেয়েকেই মন থেকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যেই প্রেম করে মাহমুদ।

মাহমুদের হলের ছেলেরা একদিন শুনতে পেলো মাহমুদ নতুন একটি মেয়ের সাথে প্রেম করছে। বিষয়টি মাহমুদের জন্য ছিল খুবই আনন্দের, তবে তার বন্ধুদের জন্য মোটেই আনন্দের ছিলো না। প্রত্যেকের একই ভাষ্য। মাহমুদ থেকে তারা সবাই হ্যান্ডসাম তবে মাহমুদই খুব সহজে কেন প্রেমিকা পায়। নিজেদেরকে মনে হতে লাগলো বিশাল কোনো এক প্রতিযোগিতায় মাহমুদ তাদেরকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বসে আছে। আর তারা চৌদ্দজন মানুষ পরাজিত হয়ে তার বিজয়োচ্ছ্বাস দেখছে। মাহমুদের মনেও যেন বিজয়ী বিজয়ী ভাব চলে এসেছে। চান্স পেলেই তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে কী মিষ্টি কথা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়েছে বন্ধুদের তা শুনিয়ে দেয়। বন্ধুরা বিষন্ন মন ও মুখ ভর্তি হাসি নিয়ে তার গল্প শোনে আর মনে মনে বলে, তোর মত হাড়কিপ্টারে কী দেখে যে মেয়েরা পছন্দ করে বুঝিনা। আমাকে পায়না খুঁজে? বিরাট আফসোস!

তো মাহমুদের প্রেমের গতি দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর সাথে বেড়েছে প্রচুর পরিমাণে বন্ধুদের মনের হাহাকার। কিছু না পাওয়ার বেদনায় সকলের মন ভেঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এমনি সময় ঘটলো এক ঘটনা, শুধু ঘটনা বললে ভুল হবে মহা অঘটনই বলা চলে। এই ঘটনার একমাত্র নেতা তাদেরই চৌদ্দজনের একজন। অঘটন ঘটানোর মূল নায়ক মাহমুদের সেল ফোনের ডায়ালে থাকা সায়মা নামের এক মেয়ের নাম্বার পায়। তখনই সে নাম্বারটি নিজ সংগ্রহে রেখে দেয়। দু-এক দিন পরই তার সাথে কথা বলতে শুরু করে দেয় সে। মেয়েটিও তার সাথে মাহমুদের মতই কথা বলতে শুরু করে। কিছুদিন পর মাহমুদ বিষয়টা টের পেয়ে খুব ভাব দেখিয়ে তার প্রেমের শক্তি জাহির করতে আসে; আর বলতে শুরু করে দেয় প্রচলিত সিনেমার ডায়ালগগুলো। তার প্রেম কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, চন্দ্র সূর্য যতদিন থাকবে ততদিন তার প্রেম থাকবে। আরো হাজারটা মুখস্থ করা ডায়ালগ আওড়াতে থাকে, সাথে হুমকি ধমকিও দিতে লাগলো। ওই চৌদ্দজনের একজনের মনে ইচ্ছা ছিল, একটু চেষ্টা করে দেখার। মেয়েটা যেহেতু কথা বলতে চাচ্ছে তাই তার মনেও আলগা ভাবের সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক। তাই সেও মাহমুদের হুমকি ধমকিগুলোর পাল্টা উত্তর দিতে লাগলো। পাল্টা পাল্টি উত্তর চালা চালিতে বিষয়টা অতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। এর মাঝে মাহমুদ কয়েকবার মারমুখী হওয়ার চেষ্টা করলে তখনকার মত সবাই মিলে বিষয়টি সামলে নেয়; কিন্তু কিছুদিন পরের ঘটনাটি ছিল আরো মারাত্মক।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মেয়েটি নিয়ে খুব তোড়জোড় চলছে। কেউই কারো প্রেমিকাকে ছাড়বে না, যদিও উভয়ের প্রেমিকা একজনই।

হঠাৎ একদিন বন্ধুটি সেদিন কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলো, হঠাৎ ধুম করে শব্দ হলে সকলেই চোখ ফেলে সেদিকে। নজর রেখা কাটতে না কাটতেই চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুমিন মাহমুদ। তার চোখ দুটো টকটকে লাল, রাগে কাঁপছে এরকম অবস্থা। মাহমুদ সরাসরি বললো, তুই আর ওই নাম্বারে কল দিবি না। এমন আদেশ শুনে দমে যাবার পাত্র নয় সে। যথা সম্ভব হাসিমুখে রহস্য ভরে বললো, যদি দেই তবে? কী করবি তুই? দিবো আমি। বলা মাত্রই মাহমুদ ওর উপর ঝাপিয়ে পড়লো।

হোস্টেলে সবাই এমন ঝাপাঝাপি করলেও কেউ কখনোও সিরিয়াস হয়ে একে অপরের উপরে এভাবে ঝাপিয়ে পড়েনি। এবারই প্রথম মাহমুদের মত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র অপরিণিত প্রেমের শক্তিতে ঝাপিয়ে পড়লো কারো উপর। সকলেই দৌড়ে মাহমুদকে ঠান্ডা করতে লাগলো।

প্রচন্ড রাগে উত্তপ্ত মাহমুদ। চার পাঁচ জনের আটকানো শক্তির বাঁধ উপেক্ষা করে বারে বারে ছুটে গিয়ে পড়তে চাইলো তার উপর। টানা-হেঁচড়া করে সকলেই মাহমুদকে অন্য রুমে নিয়ে গেলো।

মাহমুদকে সঙ্গে নিয়ে সবাই পরামর্শ করলো, যেন মাহমুদ ছাড়া এই মেয়ের সাথে আর কেউ কথা না বলে, এর উপরই সিদ্ধান্ত হলো।

কিছুদিন পর টেস্ট পরীক্ষা। তাই সকলেই মাহমুদকে পরীক্ষার প্রতি নজর দিতে পরামর্শ দিয়ে বিদায় হলো।

সেই ছেলেটি এখন আর সায়মাকে ফোন দেয় না। অনেকদিন পর তার মোবাইলে সায়মার কল আসে, সে সায়মার ফোন রিসিভ করে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কথা বলে। সায়মা তার কাছে কল না করার কারণ জানতে চায়। ছেলেটি কথার মোড় ঘুরিয়ে ভিন্ন দিকে নিয়ে যায়। কথা শেষ করে বিষয়টা সে মাহমুদকে জানায়। মাহমুদের কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিলো না তার কথা। ছেলেটি যখন মোবাইল দেখায়, মাহমুদের তখন বিশ্বাস হয়।

বিষয়টি মাহমুদকে প্রচণ্ড ভাবিয়ে তোলে। তাই মাহমুদ তাকে বলে, তুমি এখন থেকে কথা চালিয়ে যাও, আমিও কথা চালিয়ে যাবো।

এখন দুজনই কথা বলে। দুজনের সাথেই প্রেম চলে সায়মার। মাহমুদ বিষয়টি মেনে নিতে পারছেনা। তাই আরো কয়েকজনকে সায়মার নাম্বার দেয়। সায়মা সবার সাথে প্রেমের অভিনয় করতে থাকে। সবার কাছ থেকেই গিফটসামগ্রী ও ফোনে রিচার্জ নেয়। সবার সাথে সায়মা দেখা করেছে; কিন্তু মাহমুদ এখনো করেনি। মাহমুদ অনেক আগেই বলে রেখেছে, সে ভালোবাসা দিবসেই নিজের ভালোবাসার মানুষের চেহারা দেখবে, এর আগে নয়। যাদেরকে মাহমুদ নাম্বার দিয়েছে সবাইকে কথা বলতে বলেছে, দেখাও করতে বলেছে। আর এও বলে দিয়েছে, সলিড লাভ যেন না করে; কারণ মেয়েটা সবার সাথেই প্রেমের নাটক করছে।

সাধারণত ছেলেরা মেয়েদের সাথে দেখা করতে বেশী আগ্রহী থাকে। সায়মা যতগুলো ছেলের সাথে কথা বলেছে সব ছেলেদেরকেই এমন দেখেছে; কিন্তু মাহমুদের বেলায় দেখছে ভিন্ন। কারণ মাহমুদ প্রেমকে পুরোপুরি গভীর না করে কোনো মেয়ের সাথে দেখা করে না; কিন্তু সায়মা তো তাকে ভালোই বাসে না এটা তো মাহমুদ জানে। তাই সে প্রেমের মাঝে ভিন্ন রূপ আনতে চাইলো। মাহমুদ যাদেরকে নাম্বার দিয়েছে সবাইকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে নিজের বাসায়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দাওয়াত দিয়েছে। আর সবাইকে নিজের সাজানো প্রাণের কথাগুলো খুব ভালো ভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছে।

সেদিন ছিল ১৩ই ফেব্রুয়ারি। পূর্ব কমিটম্যান্ট অনুযায়ী আগামীকাল ১৪ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে মাহমুদ ও সায়মার প্রথম সাক্ষাত হবে। রাতে মাহমুদ সায়মাকে কল দিয়ে নিজের শারিরীক অসুস্থতার কথা জানিয়ে দেখা করতে পারবে না বলে দেয়। সায়মা তো রেগে-মেগে আগুন।

মাহমুদ পরিস্থিতি সামাল দিয়ে বলে,

দেখো জানু! আমি তোমার জন্য কী পরিমাণ গিফট কিনেছি তার বর্ণনা ফোনে দিতে অনেক সময় লাগবে। তোমার জন্য একভরি স্বর্ণ দিয়ে এমন একটা চেইন বানিয়েছি, যা তোমাকে কাল পরিয়ে দেয়ার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু শরীরের এই অবস্থায় কী করে দেখা করবো বলো? আমি তো বিছানা থেকেই উঠতে পারছিনা।

স্বর্ণের লোভ নাকি মেয়েরা সামলাতে পারে না, কথাটা মাহমুদের বেশ ভালোই জানা।

সায়মা তখন মায়া ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো, তোমার বাসায় আমি আসি তবে? মেঘ না চাইতেই যেন বৃষ্টির হাতছানি পেলো মাহমুদ।

উত্তর করলো মাহমুদ, যদি তোমার সমস্যা না হয় তবে আসো। সে তখন বাসার ঠিকানা দিয়ে দিলো সায়মাকে।

সায়মা মনে মনে ভাবলো, অপরিচিত একটা ছেলের বাসায় একা যাওয়া ঠিক হবে না। তাই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী রিতাকেও সঙ্গে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফুল হাতে পর দিন দুই বান্ধবী একসাথে পাঁছে গেলো মাহমুদের বাসায়। গিয়ে যা দেখলো তার জন্য কোনোভাবেই সায়মা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রস্তুত ছিলো না। যাদের সাথে সে ফোনালাপ করেছে সবাইকে একসাথে সেখানে উপস্থিত দেখে নির্বাক সায়মা।

সবাই শুধুমাত্র সায়মার অপেক্ষায় ছিলো; কিন্তু দুজনকে দেখে সবাই যেন মহা আনন্দিত। সাতজন পুরুষ দুজন মেয়ের সাথে ইচ্ছেমতো প্রেম দেখালো সেদিন।

নিজের দোষ ও লোভে নিজের সম্ভ্রম খোয়ালো সায়মা। সঙ্গ দেয়া রিতাও হারালো সতিত্ব।

কি লাভ হলো তাতে?

সঙ্গ দিলেও জালে ফাঁসতে হয় তারই একটি প্রমাণ রেখে গেলো রিতা। তারা নিজেদের সতিত্ব বিসর্জন দিয়ে পুলিশের দরবারে হাজির।

নিজেদের এই নির্মম ঘটনার বর্ণনা কীভাবে দিয়েছে তারা?

পুলিশ যখন সেই বাসায় আসলো, সেখানে তাদের আর পাওয়া গেলো না, কারণ সেই বাসাটি একটি আবাসিক বাসা।

সায়মার মত মেয়েরা নিজেদেরকে বানায় দৈনিক পত্রিকাগুলোর একটি শিরোনাম। তখন সমাজ তাদেরকেই ছি ছি করে যায় আজীবন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

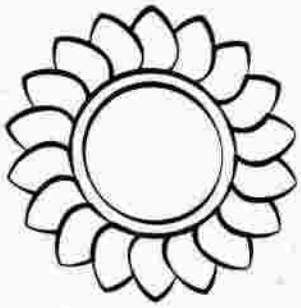

অবহেলিত বাবার চিঠি

মারে! শুরুটা কীভাবে করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। যেদিন তুই তোর মায়ের অস্তিত্ব ছেড়ে ভূমিষ্ট হয়েছিলি, সেদিন থেকেই তোকে মা বলে ডাকতে শুরু করেছি। তোকে মা ডাকতে ডাকতে নিজের গর্ভধারিনী মাকে হারানোর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তোর মাকেও মা ছাড়া অন্য নামে ডাকতে শুনিনি কখনো। বিদ্যালয়ে প্রথম দিন শিক্ষক আমাকে তোর নাম জিজ্ঞেস করেছিলো, তোকে মা বলে ডাকতে ডাকতে তোর নামটাও ভুলে গিয়েছিলাম। তোর নাম বলতে না পারায় সবাই আমাকে নিয়ে হাসতে থাকে। আজো তোর নামের জায়গায় মা লিখলাম। হঠাৎ করে তুই এভাবে চলে যাবি আমি তা বুঝতেই পারিনি। ছেলেটা যেদিন বাহিরে ব্যাগ হাতে তোর জন্য অপেক্ষা করছিলো, কখন তুই দরজা খুলে বের হয়ে আসবি, আমি তখন আল্লাহর দরবারে মুনাজাতে।

আর কতটা ভালোবাসলে তুই আমায় ছেড়ে যাবি না। তুই ঘরে বসে ভাবছিলি, আজ না গেলে তুই ছেলেটার কাছে ছোট হয়ে যাবি; আর আমি ভাবছিলাম, তুই চলে গেলে সমস্ত পিতৃজাতীর কাছে আমি কী করে মুখ দেখাবো?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জানিস মা! তুই তিন বছরেই তোর ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছিস; আর আমার জীবনের বিশ বছরের ভালোবাসা হারিয়ে গেছে। মারে প্রতিটা বাবাই জানে নিজের রক্ত পানি বিসর্জিত মেয়েটি একদিন অন্যের ঘরে চলে যাবে। অন্যের ঘর আলোকিত করার জন্যই নিজের মেয়েকে প্রতিটা বাবা নিজের সর্বস্ব শেষ করে মানুষ করার চেষ্টা চালায়। তবুও মেয়ের জন্য একটুও কৃপণতা থাকেনা বাবাদের মনে। বাবাদের ভালোবাসা শামুকের খোলসের মতরে মা! বাহিরটা শক্ত হলেও ভেতরটা অনেক নরম। বাবারা সন্তানদের কেমন ভালোবাসে তা বুঝাতে পারেনা, শুধু ভালোবাসতে পারে।

জানি মা, আমার লেখাগুলো পড়ে তোর খারাপ লাগতে পারে, কী করবো বল? তোরা তো যৌবনে পা রাখার পর চোখ, কান, নাক, চেহারা, উচ্চতা সবকিছু দেখে তারপর প্রেম করিস কিন্তু; তোরা যখন মায়ের গর্ভে অবস্থান করিস তখন প্রতিটা বাবাই সেদিন থেকে তোদের ভালোবাসতে শুরু করে। অথচ তারা জানেই না তুই কী ছেলে নাকি মেয়ে, কালো নাকি ফর্সা হবি, ল্যাংড়া হবি নাকি বোবা হবি। কোনো কিছুর অপেক্ষা না করেই তোদের ভালোবাসতে শুরু করে। সেই বাবার ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে কিছু সময়ের পরিচিত কথিত প্রেমিকের হাত ধরে চলে যাস।

আমি জানি মা! তোদের সবার মনে একটা প্রশ্ন যে, বাবারা কেন তোদের পছন্দকে সহজে মানতে চায় না? উত্তরটা তোদের ঘাড়েই তোলা থাকলো। তোরা যখন মা হবি তখন নিজেই উত্তরটা পেয়ে যাবি। তোরা যখন একটা ছেলের হাত ধরে পালিয়ে যাস, তখন ঐ ছেলে ছাড়া জীবনে আর কারো প্রয়োজন বোধ করিসনা। কিন্তু প্রতিটা বাবাই জানে নিজের জীবনে সন্তানকে কতটা প্রয়োজন। যেদিন তোর দাদুর কাছ থেকে তোর মাকে গ্রহণ করেছিলাম সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, নিজের কন্যা সন্তান হলে এভাবেই তার স্বামীর হাতে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাকে তুলে দেবো; কিন্তু তোরা পালিয়ে গিয়ে বাবাদেরকে সেই আহ্লাদ থেকেও বঞ্চিত করিস। তাই তো তোর প্রতি অভিমান ভরে চিঠিটা লিখলাম। তোরা যদি অল্প দিনের ভালোবাসার কারণে ঘর থেকে পালিয়ে যেতে পারিস তবে বাবারা তাদের বিশ বছরের ভালোবাসা হারিয়ে কীভাবে ভালো থাকতে পারে মা? তুই বল? প্রতিটা বাবাই কন্যা সন্তানের জন্মের পর থেকে ভাবতে শুরু করে, সন্তানকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলে একজন খোদাভীরু সুপুত্রের হাতে তুলে দিতে পারবো তো? আর মেয়ে যখন বড় হয় তখন দোয়া করে আল্লাহ আমার মেয়ে যেন কোনো অসুখি পরিবারে না যায়। যাতে কোনো প্রতারণার ফাঁদে না পড়ে। তাই তো প্রতিটি বাবারই ছেলের তুলনায় মেয়ের প্রতি বেশী নজরদারি চলে। এজন্য আমার উপর রাগ করিস না মা।

যদি চিঠিটা পড়ে তোর বাবার জন্য এতটুকু মন কাঁদে তবে এই হতভাগা বাবাকে এভাবে একা করে যাসনে মা। হয়তো তোর মায়ের মতো তোকে পেটে ধরিনি, তবে তোকে পিঠে চড়ানোর যন্ত্রনা সহ্য করতে পারবো কিনা জানি না ।

ইতি

তোর জন্মদাতা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

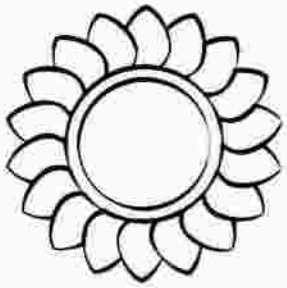

নির্জন এক রাত

যত্তোসব থার্ডক্লাস আচার আচরণ, তোমায় আর কতোদিন বলবো নির্জনা? আমার জন্য রাত জেগে অপেক্ষা করতে হবে না, কথাটা বলেই ধপাস করে বসার জায়গায় বসে পড়লো মুয়াজ। ভক্তি আর ভালোবাসা মিশ্রিত ভাষায় কাচুমাচু স্বরে নির্জনা বললো, ইয়ে মানে আপনি সারাটা দিন মাদরাসায় দরস দিয়ে ক্লান্তি নিয়ে বাসায় ফিরেন, একা একা খাবার নিয়ে খেতে পারবেন কিনা তাই আরকি। সারাদিন কী খান সেটা তো আমি দেখিনা তাই..... কথাটা শেষ হওয়ার আগেই মুয়াজ প্রচণ্ড রেগে বললো, আমি কচি খোকা নাকি যে, খাবারটা নিয়ে খেতে পারবোনা। আর রাত-বিরাতে এত সাজ-গোজ কিসের? আগেও অনেকবার বলেছি আজ আবারো বলছি, আমার জন্য এত রং ঢংয়ের কৃত্রিম ভালোবাসা দেখাতে হবে না। এসব বাড়াবাড়ি আমার আর সহ্য হচ্ছে না। কথাগুলো রাগে ভরা কণ্ঠে এক নিঃশ্বাসে বলে খাবার না খেয়েই হন হন করে বেড রুমে চলে গেলো মুয়াজ। অতিরিক্ত রাগের ফলশ্রুতিতে রাতের খাবারটুকু পেটে জুটলো না, সাথে নির্জনার পেটও অনাহারী থাকল সারারাত। নির্জনা সেই সন্ধ্যা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকেই স্বামীর পথ চেয়ে বসেছিলো স্বামী মাদ্রাসা থেকে ফিরলে একসাথে খাবে বলে; কিন্তু এমন ব্যবহারের পর খাবার কী কারো গলা দিয়ে নীচে নামে? এমন ঘটনা এক দিনের হলে কথা ছিল, প্রতিদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কী সহ্য করা যায়? তবুও স্বামীকে আপন করে নিতে, একান্ত নিজের বানিয়ে নিতে হাজারো কষ্ট বুকে চাপা দিয়ে ধৈর্যের পাহাড়সম নির্জনা। বিয়ের বয়স প্রায় তিন মাস হতে চললো; কিন্তু এ দিনগুলোতে একদিনও মুয়াজ তার হাতটা পর্যন্ত ছুয়ে দেখেনি। গোসলের পরে খোলা চুলে স্বামীর সামনে দাঁড়ালেও কোনোদিন তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেনি। চুলের নদীতে নাক ডুবিয়ে ভেজা চুলের মাদকতার গন্ধে মাতাল হয়নি কখনো। মাদ্রাসা কামাই দিয়ে বাড়ি ফিরে কখনোই বলেনি, মাদ্রাসায় একটুও মন বসছিলোনা, তোমায় খুব দেখতে ইচ্ছে করছিলো। এর মধ্যে কত রাতেই নির্জনা হালকা আসমানী রঙ্গা শাড়ী পরে চোখের পাড়ে কাজল এঁকে দিয়ে মুয়াজের অপেক্ষায় ছিল, শুধুমাত্র স্বামীর একটু ভালোবাসা পাওয়ার আশায়। ভেবেছে আজ হয়তো মুয়াজ তার দিকে একটু তাকাবে, চোখে চোখ রেখে মনের অব্যক্ত কথাগুলো পড়বে। অবাক দৃষ্টিতে হেসে বলবে,

ও হে আসমানী মেয়ে,
তব হলদে শরীরে এ কোন গন্ধ?
জড়ানোর আকুলতা।
পাঁজড়ে পাঁজড় ভেঙে যেন
মিশে থাকার মাদকতা,
এ কোন ঘোড় কাজল চোখে
রহস্যে ঘন রেখা
এত অপরূপ মায়ামন্ত্র তোর
কোথা হতে শেখা?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু এসব তো দূরের কথা, এ যাবৎ কাল পর্যন্ত মুয়াজ তো তার দিকে সুন্দর একটি দৃষ্টিও দেয়নি। তাইতো নির্জনার আজ বড্ড বেশী কষ্ট হচ্ছে। সে খুব কাঁদছে। চক্ষুদ্বয়ে যেন অশ্রুবার্ণাসিক্ত সারাবেলা। অশ্রু ঝরা চোখেই বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো নির্জনা। কারণ সে জানে, মুয়াজের কাছে তার এই কান্নার কোনো মূল্য নেই। মুয়াজ তার মাথায় হাত বুলিয়ে চোখ মুছে দিয়ে বলবে না, থাক হয়েছে আর কেঁদো না। তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে নিঃশ্বাসের শব্দ অনুভব করবেনা, দুটো শরীরকে উষ্ম করে কপুরের মত তার দুঃখগুলোকে হাওয়ায় মিলিয়ে দেবে না।

মধ্যরাত এখন। নির্জনার কান্নার শব্দ এখন আর শোনা যাচ্ছে না। কাঁদতে কাঁদতে নির্জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে নির্জনা। হাজারটা অনুভূতি তাড়া করে ফিরে মুয়াজকে। শোয়া থেকে উঠে কিচেনে যায় মুয়াজ, এক গ্লাস গরম কফি হাতে ফিরে আসে রুমের বেলকুনিতে। কফির গ্লাস হাতে ইজি চেয়ারে গা হেলিয়ে দেয় মুয়াজ। বাহিরে পূর্ণিমার পূর্ণ উজ্জ্বল চাঁদ দেখতে থাকে; আর হাতে থাকা গরম কফির গ্লাসে চুমুক দিয়ে ভাবনার অথৈ সাগরে হারিয়ে যায়।

আচ্ছা, নির্জনার সাথে কী এমন করা ঠিক হচ্ছে? মেয়েটার তো কোনো দোষ নেই। শুধু শুধু তাকে কেন কষ্ট দিচ্ছি আমি? অতীতের গায়ে চোরা কাটার মত বিধে থাকা স্মৃতিগুলোর কষ্ট নিজেকে মানুষ থেকে পশু বানিয়ে দিচ্ছে না তো? ধ্যাত! নিজেকে অপরাধী ভাবতে ইচ্ছে করছেনা। রুপার কথা ভাবলে কেমন হয়? হ্যা, রুপার কথা ভাবা যেতে পারে। আহ রুপা! সে কী অদ্ভুত রূপবতী মেয়ে, রকমের সাধারণ অসাধারণ । সমস্ত সরল চেহারা জুড়ে যেন মায়াপুরীর সবটুকু মায়া মাখানো। মেয়েটা কখনোই খুব বেশী সাজতোনা। চেহারায় হালকা ফেয়ার এণ্ড লাভলি আর চোখে কাজল, ব্যাস

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এতটুকুই। হালকা সাজে কাউকে এত বাড়াবাড়ি রকমের সুন্দর লাগতে পারে সেটা তো রূপার রূপ না দেখলে বুঝতোই না কখনো মুয়াজ। রুপাদের বাসায় রুপাকে প্রথম দেখে মুয়াজ। বাবা মা ভাই বোন আর মুয়াজ গিয়েছিলো তাদের বাড়িতে। অনেক তোড়-জোড়ের পরই সবাই মিলে বিয়ের জন্য রাজি করিয়েছে মুয়াজকে। রুপাকে দেখলে যে তার এতটা ভালো লাগবে ভাবতেও পারেনি। তাই সকলের মতের সাথে গড়মিল করতে পারেনি আর। ডেট অনুযায়ী বিয়ে হয়ে গেলো তাদের।

রুপা মুয়াজকে খুব ভালোবাসে। মুয়াজের প্রতিটা বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ নজরদারী চলে রুপার। রুপাকে ঘীরেই এখন মুয়াজের সকাল হয়, আবার দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। স্বামীর চাহিদাগুলো কীভাবে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত বুঝে নিতো রুপা। আর সেগুলো বলার আগেই পূর্ণ করে ফেলতো। কীভাবে হয় এমন? হয়তো প্রচন্ড ভালোবাসার শক্তিতে এমনটা সম্ভব, এতটা ভালোবাসে কীভাবে? কতই না রঙিন মুহূর্ত একসাথে কাটিয়েছে তারা। নিজের সীমাবদ্ধতার কারণে হয়তো অনেক কিছুই জীবনে দিতে পারেনি তাকে, তবুও সেই স্মৃতিগুলো আজো মনে পড়ে। রুপার হাতে হাত রেখে রিকশায় চড়ে বেড়ানো, দিন চুক্তিতে নৌকা ভ্রমণ আর বাদাম হাতে সারাদিন পার করা। বাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে দুষ্ট মিষ্টি কথন। ভরা জোৎস্নায় হাতে হাত রেখে বেলকুনির সময়গুলো কী করে ভুলবে মুয়াজ? এই সুখ যেন বেশি দিনের নয়। মাত্র ছয় মাসের মাথায় সুখগুলো এক ঝটকা দুঃসংবাদে নিঃশেষ হয়ে গেলো।

সেদিন ছিল বারোই রবিউল আউয়াল। রাতের ইবাদত-বন্দেগি শেষে হঠাৎ রুপার প্রচন্ড মাথা ব্যথা শুরু হলো। কাছেই হসপিটাল থাকায় দেরী না করে হসপিটালে ভর্তি করানো হলো রুপাকে। ডাক্তার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কতগুলো টেস্ট লিখে দিলেন, সবগুলো এখুনি করিয়ে ইমার্জেন্সি দেখাতে বললেন। মুয়াজের যেন শরীর চলছেনা আর, ভাবতে পারছেনা কী হচ্ছে এসব। সে জানে না কিছুক্ষণ পর তার জন্য কী সংবাদ অপেক্ষা করছে।

সব টেস্ট করে ডাক্তারকে দেখানো হলো, ডাক্তার বিচলিত কণ্ঠে বলেই ফেললেন, ব্রেইন ক্যান্সার। শুনে ডাক্তারকেই মিথ্যুক বলে ফেললো মুয়াজ। নিজের কানকে অবিশ্বাসের পাথরে ঢেকে নিলো। আর সহ্য করতে পারছে না নিজেকে, আকাশচুম্বী অন্তর যন্ত্রনায় দৌড়ে আকাশের খুব কাছাকাছি হসপিটালের তেরো তলার ছাদে চলে যায়; আর সেখানেই চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে মুয়াজ।

পরের সকালে যখন স্ত্রী রুপার সামনে গিয়ে ফোলা চোখ নিয়ে দাঁড়ায়, তখন স্বামীর চেহারা দেখে রুপার বুঝতে বাকী নেই যে, তার স্বামী সারা রাত কেঁদেছে। তখন রুপা মুয়াজকে বললো, আপনি আপনার তাহাজ্জুদে আমার মুক্তির দোয়া করবেন। আমার মনে হচ্ছে, আমার শেষ সময় সন্নিকটে এসে পড়েছে। এ সময় আপনি আমায় একটা কথা দিবেন? মুয়াজ অশ্রুসজল নয়নে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেয় রুপার দিকে।
: আমি মারা যাওয়ার পর মিষ্টি একটা মেয়ে দেখে বিয়ে করবেন, যে আপনাকে আমার থেকেও বেশী ভালোবাসবে, যে আপনাকে পার্থিব জীবনে সুখী করে অনন্ত-অসীমের দরবারে আপনার সঙ্গী হবে। আপনি তার সাথে সংসার করবেন। ঠিক সেভাবে তাকে ভালোবাসবেন, যেভাবে আমায় বেসেছেন।

রুপার মুখ থেকে এসব কথা শোনার পর মুয়াজ আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। হাত ধরে বললো,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

: এমন কথা বলো না। এমন কিছুই হবে না, ধৈর্য ধরো সব ঠিক হয়ে যাবে। তবুও বারে বার রুপার প্রশ্নে মুয়াজ বলেছিলো, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমার কথা রাখার চেষ্টা করবো; বলেই রুপার কাছ থেকে চোখ মুছতে মুছতে বাহিরে চলে এলো। আর এটাই ছিলো রুপার সাথে মুয়াজের শেষ কথা।

রুপা মারা যাওয়ার পর প্রায় দু'মাস মুয়াজ অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিলো। কারো সাথে কথা বলতো না, ঠিক মত খাবার খেতো না। বাবা-মা ছেলের এই করুণ দশা সহ্য করতে না পেরে ছেলেকে পুনঃরায় বিয়ে করানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছেলেকে বিয়ে করানো হয়। যদিও মুয়াজের বিন্দু পরিমাণও ইচ্ছে ছিলোনা; কিন্তু রুপাকে দেয়া সেদিনের কথা রাখতে গিয়ে তাকে বিয়ে করতে হলো; কিন্তু সে কী রুপাকে দেয়া কথাগুলা পুরোপুরি রাখতে পেরেছে? মনে হয় না। রুপার মতো নির্জনাও তো তাকে অসম্ভব রকমের ভালোবাসে, এত্তো খারাপ ব্যবহার করার পরও রোজই খাবার নিয়ে অপেক্ষা করে আর প্রহর গুনতে থাকে, কখন স্বামী ফিরবে। মুয়াজ খাবার পরই সে খাবার পাতে হাত দেয়, মুয়াজ না খেলে সেও অনাহারী থাকে। এগুলোকে কী বলবে মুয়াজ? এগুলো ভালোবাসা নয়তো কি? স্বামীকে একটু খুশি করার জন্য মুয়াজের মার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে মুয়াজের পছন্দের খাবারগুলো রান্না করে বসে থাকে। মুয়াজের পছন্দের আসমানী রঙ্গা শাড়ি পরে চোখে কাজল এঁকে সেজে-গুজে বসে থাকে। এগুলোকে ভালোবাসা ছাড়া কি-ই-বা নাম দিতে পারে মুয়াজ? আজ এখন কেন যেন মুয়াজের মনে হচ্ছে, সে একজন আলেম হয়েও নির্জনার সাথে অবিচার করছে। সে যা করছে তা ভুল। একজন হুজুর হিসেবে এমন ভুল করা কোনোভাবেই উচিৎ হচ্ছেনা। অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য মঙ্গলের ফয়সালা করে রেখেছেন। তাই এক রূপসীকে নিয়ে অন্য আরেক রূপসীকে তার জন্য নির্ধারণ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছেন। হয়তো এতেই পরম সুখ আর ভালোবাসা খুঁজে নেয়া যায়। তবে কেন নিরপরাধী মেয়েটিকে কষ্ট দিচ্ছে মুয়াজ? নাহ, আর ভাবা যাচ্ছে না। এখন থেকে আল্লাহর জন্য নিজ স্ত্রীকে আপন করে নিতে হবে। আল্লাহর দেয়া নিয়ম অনুসারেই স্ত্রীর হক্ব পরিপূর্ণ আদায়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুয়াজ। পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশনা মত পরিচালিত, তবে কেন মেনে নিতে এত সমস্যা? আল্লাহই তো রুপার পরিবর্তে অন্য আরেক রুপাকে দিয়েছেন তার জীবনে। নাহ নিজের অবহেলায় এই রুপাকে সে হারাতে চায়না। নিজেকে এখন কেমন যেন অপরিচিত মনে হচ্ছে। শরীর মন কেমন যেন হালকা অনুভব হচ্ছে মুয়াজের। এই মুহূর্তে নির্জনাকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কে তুমি হে? কোন চারু পুষ্প
অপরিচিতার বেশে?
আজ তোমায় চিনেছি আমি
স্মৃতি রোমন্থন শেষে।
তুমি সেই, তুমিই তো সেই
যে মোর অনন্তকালের চেনা
অতিশুদ্ধ প্রেয়সী আমার
হৃদয় মুদ্রায় কেনা।
তুমিই সেই যারে খুঁজেছি আমি
বহুকাল, দূরদেশ
শুধু দেখিনি খুঁজে
বুক পাঁজোরে
যেথা ছিলে তুমি
অপরিচিতার বেশে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুয়াজ ভোঁ দৌড়ে বেলকুনি থেকে বেডরুমে চলে যায়। অবুঝ শিশুটির মত যেন সারা দিনের ঘুম চোখে নির্জনা। মনে হচ্ছে, দুই বছরের খুকিটি তার মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। জানালার ফাঁকে ফিনকি দিয়ে নির্জনার মুখে জোৎস্না এসে পড়ছে। আহা কী পবিত্র রূপে যেন চেহারা ঢেকে আছে, নিজের প্রতি বড্ড রাগ উঠছে মুয়াজের। এমন স্ত্রীর সাথে এত্তো খারাপ ব্যবহার কীভাবে করলো সে? আস্তে আস্তে সে নির্জনার পাশে গিয়ে বসলো। আলতো হাতে নির্জনার মাথায় হাত বুলাতেই ঘুম ভেঙে গেলো তার। মুয়াজকে এত্তো কাছে দেখে লজ্জায় রক্তজবার মত লাল হয়ে বললো,

: আপনি ঘুমান নি এখনো?

বোকার মত মুয়াজ বললো,

: কী করে ঘুমাই বলো? পেটে ক্ষুধা নিয়ে কী কারো ঘুম আসে? চলো খাবার খাবো। কথাটা বলেই সে নির্জনার হাত ধরে টানতে টানতে খাবার টেবিলে নিয়ে গেলো। নির্জনা তখনও হিসেব মেলাতে পারছেনা, একেবারেই মিলছেনা কিছু। সবকিছু তার কাছে স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হচ্ছে। মুয়াজ নির্জনাকে উদ্দেশ্য করে বললো, বসো।

সাধু মেয়ের মত বসে পড়লো নির্জনা। এতো দূরে কেন? পাশে এসে বসো। হুকুম তামিল করলো নির্জনা। মুয়াজ তার নিজের হাতে ভাত মাখিয়ে লুকমা তুলে স্ত্রীর মুখের সামনে নিয়ে বললো, নাও হা করো। নির্জনার মুখে ভাতের লুকমা ঠেলে দিলো মুয়াজ। নির্জনা ভাত খাচ্ছে আর স্বামী তাকে খাইয়ে দিচ্ছে। আল্লাহর কাছে কতই না আহাজারি করেছে নির্জনা, তার স্বামীকে আল্লাহ যেন আগের মত করে দেন। তবে কী আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেছেন? আলহামদুলিল্লাহ এতেই হাজার শুকরিয়া। শুকরিয়া আদায়ে নেয়ামত বাড়ে তা নির্জনার অজানা

নয়। স্বামীর ভাতের তুলে দেয়া ভাত চিবুচ্ছে নির্জনা আর নয়ন জলে ভাসছে তার আঁখিদ্বয়। আজ তার কান্নায় তার স্বামী আবেগাপ্লুত, মুছে দিয়েছে তার চোখ, বলছে, কেঁদোনা, বিসর্জন দিওনা তোমার এই ভালোবাসার অশ্রু। শুধু ভালোবেসে যাও আমায়। নির্জনাও নিজ হাতে ভাতের লোকমা বানিয়ে খাইয়ে দিলো স্বামীকে।

আহ! এ যেন জান্নাতের এক টুকরো ঝরে পড়া দৃশ্য, দুজনই দুজনার জন্য কাঁদছে। মুহূর্তেই ভালোবাসায় মিশে গেলো তাদের অশ্রু। ভালোবাসায় ভরে উঠলো তাদের দাম্পত্য জীবন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভালোবাসা দিবস

শাহবাগ মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালের লাল বাতিটি জলে উঠলো, ব্রেক কষে কালো রঙের বিলাশবহুল গাড়িটি থেমে গেলো। ড্রাইভারকে এসি অন করতে বলে হাতে থাকা আইফোন ব্রান্ডের দামি ফোনটির স্ক্রিনে চোখ দিলো সোহান। ফেসবুক এ্যাপটিতে হাতের আঙ্গুলের টানে সারা বিশ্বের খবর মুহূর্তেই পাওয়া সম্ভব এখন। গাড়ির সামনের রোডটি মিনিমাম চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার জ্যাম। সোহান খেয়াল করলো, চারদিকে অদৃশ্য রঙিন দুনিয়ার স্বাদ নেয়া জুটিরা একে অপরের বাহু ডোরে হাত রেখে ফুটপাত ধরে হেটে চলেছে। বর্তমানে এদেশে প্রেমিক-প্রেমিকাদের এভাবে উগ্র চলাফেরা করা কোনো ব্যাপার না। তবে আজ ভীড়টা একটু বেশিই মনে হচ্ছে সোহানের কাছে।

হঠাৎই মনে পড়লো, আজতো ১৪ই ফেব্রুয়ারী, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। এই দিনেই তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে সোহানের সাথে অন্তরার প্রথম দেখা হয়েছিলো। তারপর কথা বলা, ধীরে ধীরে ভালো লাগা, তারপর এভাবেই হাতে হাত রেখে পথ চলা শুরু হয় তাদের। অন্তরাকে ভালোবাসার লাল গোলাপটি দিতে সোহানের এক বছর সময় লেগেছিলো। যে বছর ভ্যালেন্টাইন ডে তে দেখা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়েছিলো, তার ঠিক পরের বছর ভ্যালেন্টাইন ডে তে ভালোবাসার লাল গোলাপটি দেয়ার সাহস হয় সোহানের। কিছুদিন পরই এ সম্পর্ক বিয়েতে গড়ায়। "সবাই সবার জন্য" এ গতিতে তাদের দাম্পত্য জীবন এগোচ্ছে এ যাবত কাল পর্যন্ত।

বিয়ের আগে সোহানের সংসারে সোহানের মা-ই ছিলেন আর বিয়ের পর তখন অন্তরা তাদের সংসারের নতুন সদস্য। সোহানের বড় বোন রুবিনার বিয়ে হয়েছে অস্ট্রেলিয়ান প্রবাসী এক ধনকুবের সাথে। বিয়ের পর প্রবাসী দুলাভাই তার বোনকে নিয়ে উড়াল দিয়েছে দূরদেশে। আজ এগারো বছর প্রায় বোনের চেহারা দেখে না সোহান। সেখানেই বোনের সন্তান হয়েছে। স্কাইপ, ওয়াটসঅ্যাপের যুগে কাছের মানুষগুলোও দূরে চলে যায় মাঝে মাঝে, আবার দূরের জন যেন চলে আসে খুব কাছে।

সোহানের সংসারে এখন তিনজন সদস্য। সোহানের স্ত্রী বিয়ের আগে সোহানের মায়ের সবধরনের খোঁজ-খবর রাখবে বললেও এখন সে একজন পূর্ণ আধুনিকা বনে যাওয়া নারী। তার মায়ের ব্যাপারে অন্তরার এখন হাজারটা বানানো অভিযোগ। প্রথম প্রথম অভিযোগগুলো সোহান সামলে নিতো, তবে কিছুদিন পর হাজারটা অভিযোগের ভীড়ে কিছু কিছু অভিযোগ সোহানের যুক্তিসঙ্গত মনে হতে শুরু করে। এভাবে ধীরে ধীরে সোহানের কাছে অনেকগুলো অভিযোগ জমা হতে থাকে। সকল অভিযোগগুলোকে সামনে রেখে একদিন তার স্ত্রী অন্তরা বললো, তারা আলাদা থাকবে। সোহানের দ্বিমত করার কোনো যুক্তি নেই। যেভাবে বলা সেভাবেই কাজ। তারা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত মাকে জানিয়ে দিলো।

সময় বদলালো তারা আলাদা হয়ে গেলো। শয়তানের কাজ একে অপরের সাথে ঝগড়া লাগানো। যেই ভালোবাসার জন্য সোহান স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা হলো সেই স্ত্রীই আজ তার সাথে থাকতে চায় না। দু

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আঙুলেই তো আজকাল সারা বিশ্বের সংবাদ পাওয়া যায়। সেথায় পাওয়া যায় হাজারটা বন্ধু; কিন্তু মা তো আর পাওয়া যায় না। সোহানের অফিসে থাকার সৎ ব্যবহারটা অন্তরা করেছে। আগে যখন সোহানের মায়ের সাথে থাকতো, ঘরে তখন দু'জন থাকতো। একে অপরের ভালো খারাপ দিকগুলো দেখতো, আর এখন তো সে একা। তাই নিজ ইচ্ছেমতোই যেভাবে খুশী সেভাবে চলেছে। সারাক্ষণ ফেসবুকে নতুন বন্ধু বানিয়ে তাকেই সঙ্গী করে নিয়েছে অন্তরা আজ। চলে গেছে আজ তাকে ছেড়ে। সেদিনের একটি ভুল সিদ্ধান্তই হয়তো আজ সোহানকে করে দিয়েছে একা। সারা জীবন ভালোবাসবে প্রতিশ্রুতি থাকলেও অন্তরার সেই ভালোবাসা মাত্র এক বছরেই শেষ হয়ে গেছে।

হঠাৎ গাড়ির গ্লাসে কারো টোকা দেয়ার শব্দে ভাবনার লম্বা দেয়ালে ফাটল ধরলো সোহানের। গ্লাসে চোখ ফেলতেই এক বৃদ্ধাকে দেখলো, ভিক্ষার ঝুড়ি কাঁধে কিছু পাওয়ার আশায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সোহানের দিকে। বৃদ্ধাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে অনেক দিনের অনাহারী। এমন শুকনোমুখো বৃদ্ধাকে দেখেই নিজের গর্ভধারিনীর কথা মনে পড়লো সোহানের। সোহান অন্তরাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর কয়েক মাস মায়ের সাথে যোগাযোগ ছিল। পরে কাজের চাপে আর যোগাযোগ করার সুযোগ হয়নি। অন্তরা চলে যাওয়ার পর মায়ের কথা স্মরণ হয় সোহানের। আজ তিন মাস যাবত মাকে খুঁজছে সোহান। যেখানে আগে থাকতো সেখানে ভাড়া পরিশোধ করতে না পারায় বাড়িওয়ালা বের করে দিয়েছে মাকে।

এই ক'দিন কোথায় না খুঁজেছে মাকে? কোথাও পায়নি। রাস্তা-ঘাট, লঞ্চ-টার্মিনালসহ সব জায়গায় খুঁজেছে। কোথাও দেখেনি। থাকতে মর্ম বুঝেনি তবে আজ হারিয়ে নিঃস্ব সোহান। মাকে নিয়ে ছোটবেলার হাজারটা স্মৃতি দৃশ্যপটে ভাসছে সোহানের। বৃদ্ধাকে দেখে ভাবছে,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়তো এরই মতো আমার মাও আজ ক্ষুধার্ত অনাহারী। একে খাওয়ালে হয়তো মাকে খাওয়ানো হবে, এই ভেবে গাড়ির গ্লাস না নামিয়ে গাড়ির ডালাটা খুলে দিলো। সোহান বৃদ্ধাকে টেনে নিলো গাড়িতে। কিছুটা এগিয়ে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে। বৃদ্ধাকে নিয়ে বসুন্ধরা সিটিতে প্রবেশ করলো সোহান। সেখান থেকে দামি ব্রান্ডের কিছু কাপড়-চোপড় কিনে দেয় বৃদ্ধাকে। ট্রায়াল রুমেই বৃদ্ধা একটা ড্রেস পরে বেরিয়ে আসে। এখন দেখে হুবহু মায়ের মতই মনে হচ্ছে মহিলাটিকে। হ্যাঁ, এতো দেখছি তারই জন্মধারিনি অভাগীনি। যে নিজের সব সুখ বিলিয়ে দিয়েছে সোহানের জীবনের উন্নতির লক্ষ্যে। যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিলো সন্তানের উন্নতি। আজ মায়ের এমন অবস্থা দেখে আর দাঁড়াতে পারছেনা সোহান। পায়ের নীচের মাটি যেন উপরে উঠে গেছে। দিগ্বিদিক চিন্তা না করেই ছুট দিলো সোহান মায়ের দিকে, জড়িয়ে ধরে নিজের সব দোষ অকপটে স্বীকার করে মুখ লুকালো মায়ের কোলে। ঢুকরে কাঁদতে কাঁদতে বললো, মাগো! সেদিন যদি তোমায় নিয়ে ভাবতাম তবে হয়তো তোমায় হারাতাম না, বউও হারাতাম না। বউকে নিয়ে ভেবেছি বলেই আমি নিঃস্ব হয়েছিলাম গো মা। মায়ের কোলে মুখ রেখে ঢুকরে কাঁদছে সোহান আর নিজের জীবনের অসমাপ্ত কথাগুলো বলে যাচ্ছে নিজের মায়ের কাছে। পাশে হাজার মানুষের ভীড় জমে গেছে। সবার চোখ অশ্রুসিক্ত। দেখছে মা ছেলেকে; কিন্তু কেউই কিছুই জানেনা তবুও কাঁদছে, কারণ মানুষ যে বড়ই আবেগী। প্রথম দেখাতেই মা সন্তানকে চিনতে পেরেছিলো; তবে তা প্রকাশ করেনি। দেখতে চেয়েছিলো যে, তার সন্তান এখনো কী তাকে আগের মতই ভালোবাসে কি-না। হুম, মা নিজের উত্তর পেয়েছে।

মাকে জড়িয়েই রেস্টুরেন্টে গেলো সোহান। খাওয়া দাওয়া শেষে হাজারটা গোলাপ কিনে লাখো মানুষের ভালোবাসার প্রেমিকা নয়,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভালোবাসার মাকে ভালোবাসা দিবসের উপহার দিলো সে। আর পৃথিবীর একজন সাক্ষী হিসেবে ইতিহাসের খাতায় নিজ নাম লিখিয়ে নিলো। হাজার মানুষকে শিখিয়ে দিলো, প্রেমিকা নয় ভালোবাসুন একমাত্র মাকে। কারণ আল্লাহ মাকে সৃষ্টিই করেছেন ভালোবাসার জন্য যা আমরা ভুলে যাই। সেদিন অন্ধ প্রেমের অনুরাগী হয়ে কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ভাবার সময় হয়নি সোহানের। একটি ভুল সিদ্ধান্তের কারণে সে এতদিন মায়ের থেকে এতদিন দূরে। প্রিয়তমা ও মা দু'জনেই হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। সেদিনের সিদ্ধান্তের মোড় একটু ভিন্ন হলে হয়তো তার সংসার ভেঙ্গে যেতো না। সোহানকে হতে হতো না নিঃস্ব একা। প্রিয়তমাকে নিয়ে আলাদা থাকার সিদ্ধান্তই ছিল তার ভুল, সে যদি বুঝিয়ে মায়ের সাথেই রাখতো তবে আজ সংসারের সদস্য কমতো না। ইসলামী শিক্ষার অপূর্ণতা আজ সোহান হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। তাই পরবর্তী সময়ে বিয়ের পাত্রী হিসেবে সবাইকে ইসলামে দীক্ষিত মেয়ে বিয়ে করতে সাজেস্ট করবে সোহান এমনই পন এঁকে নিয়েছে মনে। আর একজন ভালো আলেম থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেও ইসলামী হওয়ার চেষ্টা চালাবে। নিজে না শুধরে কী করে অন্যকে শুধরানো যায়?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

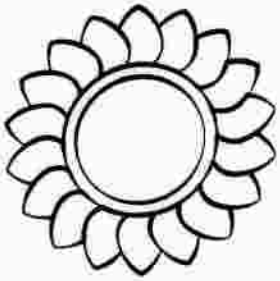

নেক বিবি

সাহেরা মধ্যবিত্ত সাধারণ একটি পরিবারের অতি সাধারণ ও নম্র একজন মেয়ে। খুব ভালোবেসে অতি যতনে মেয়েকে তার বাবা মা একজন উচ্চ শিক্ষিত ও ইঞ্জিনিয়ার ছেলে দেখে বিয়ে দেয়। মেয়ের সুখের জন্যই এমন পদক্ষেপ। কিন্তু বিয়ের সুখ তো আর ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার স্বামীর কাছে থাকে না। সুখ দেয়ার একমাত্র মালিক তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তিনি যাকে ইচ্ছে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা করে থাকেন। নিজ প্রয়োজন পূরণে একমাত্র তার কাছ থেকেই তো সুখ চেয়ে নিতে হয় সবাইকে।

বিয়ের পর থেকে আজব্দি ছয় বছর অতিবাহিত হলেও সাহেরার সংসারে আসেনি কোনো সুখ, নেই কোনো শান্তি। আজব্দি কোনোদিন শুনতে পায়নি স্বামীর মুখের কোনো আবেগ মাখানো বুলি। এই ছয় বছরের জীবনে সাহেরা পেয়েছে শুধু ইট পাটকেল ছোড়ার মতন হাজারটা দুঃখের ঝাড়ি, নির্যাতন আর দুটি সন্তান। দুটি সন্তান ছাড়া সাহেরার পাওয়ার মতো উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। বিয়ের পর দিন থেকেই স্বামী গায়ে হাত তুলতে শুরু করে। দোষে বিনেদোষেই চলছে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার উপর শারীরিক ও মানসীক নির্যাতন। তবে সাহেরা একজন ধৈর্য্যশীলা নেক নারী। সে জানে ধৈর্যের ফল অতি মিষ্টি। তাই অতি কষ্টেও ছ'বছর ধৈর্যর সাথেই পার করে দিলো। বিয়ের পর দিন যখন তার স্বামী প্রথম তার গায়ে হাত তুলেছিলো, তখনও সাহেরার মনে স্বামীর প্রতি কোনো অভিযোগ আসেনি। তার মনে সেদিন ভাবনা এসেছিলো, আমার গুনাহের কারণেই আজ আমার স্বামী আমার গায়ে হাত তুলেছে। তাই স্বামী গায়ে হাত তোলার পর জায়নামাজে দাঁড়িয়েছিলো সাহেরা; আর আল্লাহর দরবারে নিজ গুনাহ মাফ ও স্বামীর মঙ্গলের দোয়া করা শুরু করেছিলো। দীর্ঘ মোনাজাতে আল্লাহর দরবারে সংসারের উন্নতি ও স্বামীর আয়ে বরকতের দোয়া করে। স্বামী প্রতিনিয়তই এমনটা দেখে; তবে কখনো জিজ্ঞেস করেনি এর কারণ। আর কোনো দিন বুঝতেও পারেনি এর মূল রহস্য। স্বামীর কোনো কাজ সাহেরার অপছন্দ হলেও কখনো সাহেরা প্রতিবাদ করেনি; কারণ সে মানে স্বামীর প্রতিবাদ করা মানে আল্লাহরই প্রতিবাদ করা। সে ধৈর্য ধরেছে, প্রয়োজনে আজীবনই ধৈর্য ধরবে তবুও স্বামীর সাথে এমন আচরণ করবে না যাতে স্বামী অসন্তুষ্ট হয় তার উপর। তার স্বামীর অসাধু আচরণের জন্য যতবার না স্বামীকে বুঝিয়েছে তার থেকে বেশি আল্লাহর দরবারে কেঁদেছে সাহেরা, কারণ স্বামীকে সে পরিবর্তন করতে পারবেনা। একমাত্র আল্লাহই পারবেন তার স্বামীকে খোদাভীতির পথে আনতে। সাহেরার যেখানে বিয়ে হয়েছে চর অঞ্চল হওয়ায় সেখানে এখনো বৈদ্যুতিক সুবিধা চালু হয়নি। কোনো ফ্যান বা বাতির ব্যবস্থা নেই সেখানে।

গ্রীষ্মের কোনো একরাত। হঠাৎ চারিদিকে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়। ঝড়ের তীব্রতায় লন্ডভন্ড হয়ে যায় অনেকের বাড়ি ঘর। হাজার ফুট দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে অনেকের টিনের চাল। অনেক গাছ পালা ভেঙ্গে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চূর্ণ হয়ে যায়, বিলিন হয়ে যায় অনেকের হাঁস মুরগির পাল। কিন্তু সাহেরার শ্বশুর বাড়ির চিত্র ভিন্ন রকম। আল্লাহর কুদরত আল্লাহ প্রকাশ করলেন সাহেরার শ্বশুর বাড়ির উপর। রাতে তারা বুঝতেই পারেনি যে, গ্রামের উপর দিয়ে এত বড় ঝড় বইছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে তবেই জানতে পারে বিষয়টি। দুঃখের এসময়ে খবর নিতে ছুটে আসে আশপাশ থেকে হাজার মানুষ। সাহেরাদের ঘর-বাড়ি দেখে সবাই অবাক।

আল্লাহর কুদরত দেখে মানুষ তো অবাক হবেই। সাহেরার স্বামীর মনে বিষয়টি দাগ কাটে, কেন এমন হলো? সবার এহেন পরিস্থিতে আল্লাহ কেন একমাত্র তাকেই বাঁচিয়ে দিলেন? কেন একমাত্র তার বাড়িটি ছাড়া সারা গ্রাম লন্ড-ভন্ড আজ? আল্লাহ চাইলেই তার বাড়িটিও উড়িয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু কেন দিলেন না? প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে শুরু করে সাহেরার স্বামী। খুঁজে পায় খুব সহজেই, এর কারণ অবশ্যই সে নয়। সে কীভাবে নিজেকে আশা করতে পারে? সাপ্তাহিক জুমার নামাজটাওতো অনেক সময় মিস দেয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বহুত দূর কী বাত হায়। আল্লাহর এমন কারামাত প্রদর্শনের একমাত্র উসিলা তার স্ত্রীই, তার স্ত্রী সাহেরা মধ্যরাতে তাহাজ্জুদ পড়ে যা তার স্বামীর প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়ছে। আজ এমুহূর্তে সাহেরার স্বামীর মন যেন খুশীতে ভেসে বেড়াতে ইচ্ছে করছে। কারণ "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা পদভ্রষ্ট করেন"। আল্লাহ তার জন্য এমন স্ত্রী নির্ধারণ করায় সাহেরার স্বামী মন খুলে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে।

তখন সাহেরার স্বামীর স্মৃতিপটে ভেসে উঠে তিন মাস আগের একটি ঘটনা। মন পাড়ায় ভেসে উঠে সেই দৃশ্যপট। সাথে সাথেই শিউরে উঠে তার আপাদমস্তক। কী হয়েছিলো সেদিন?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেদিন ছিল শুক্রবার। সাহেরা স্বামীকে জুমু'আর নামাজে মসজিদে উপস্থিত হতে বলায় সন্তানদের সামনেই খুব প্রহার করেছিলো তাকে। প্রচন্ড হুমকি ধমকি আর তালাকের ভয়ও দেখিয়ে ছিল সাহেরাকে। সেদিনই প্রথম এবং শেষবারের মত সাহেরা কথা বলেছিলো স্বামীর উপর। সাহেরা কেঁদে কেঁদে বলেছিলো, আমি এখনই গিয়ে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো।

সাহেরার শরীরে তখন নির্যাতনের ছাপ। তাই তার স্বামী ভীত হয়ে গেলো; আর বললো, তোমাকে কে বললো যে, আমি তোমাকে এখন যেতে দেবো? সাহেরা উত্তর করে, আপনি দরজা বন্ধ করবেন, আপনি কী জানালাগুলোও বন্ধ করে দিবেন? তখন সে আশ্চর্য হয়ে বলেছিলো, তবে তুমি কী কররে? কীভাবে অভিযোগ করবে, যদি তুমি না যেতে পারো? জানালা দিয়ে তো আর বাহিরে যেতে পারবে না। সাহেরা প্রত্যুত্তরে বলেছিলো যে, আমি যোগাযোগ করবো।

সে তখন অট্টহাসির জাল মুখে টেনে বলেছিলো, তোমার ও ঘরের যতগুলো মোবাইল রয়েছে সবগুলোই এখন আমার হাতে। সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা করো। এরপর সাহেরা বাথরুমে প্রবেশ করে; আর তার স্বামী ভয়ে ভাবলো, হয়তো বাথরুমের কোথাও ফাঁকা আছে, যা দিয়ে সাহেরা বাহিরে বের হয়ে যেতে পারে। তাই সে বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে পাহাড়া দিচ্ছিলো। বেশ কিছুক্ষণ পর সাহেরা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। সাহেরার হাতে মুখে অজুর পানি চমকাচ্ছে। বাথরুম থেকে বের হয়ে সাহেরা তার স্বামীকে বলেছিলো, আমি এখনই তার কাছে অভিযোগ করবো যার জন্যই সৃষ্ট আমার এই প্রাণ। আপনার দরজা জানালা মোবাইল যা আপনি মুষ্টিমেয় করেছেন, এগুলোর কিছুই আমার লাগবেনা। তার দরজা হরহামেশাই খোলা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কথাগুলো শুনে সাহেরার স্বামী নিশ্চুপ বনে গিয়েছিলো সেদিন। সাহেরা জায়নামাজে নামাজ আদায়ে ব্যস্ত হয়ে গেলো।

সেদিন সে সিজদা অনেক দীর্ঘ করেছিলো। মুনাজাতে ঢেলে দিয়েছিলো খোদার দরবারে চক্ষুশ্রু। আজ সাহেরার স্বামীর স্মৃতিজুড়ে ভেসে উঠেছে সেই স্মৃতিপট। সেদিনের করা নিজ ভুল সংশোধনের জন্য দ্রুত পায়ে ঘরে গেলো সে, ঘরে প্রবেশের পর সাহেরাকে আজও সেদিনের মত মুনাজাতরত দেখলো। স্বামী সাহেরাকে এভাবে দেখে সাহেরার মুনাজাতরত হাত চেপে ধরে মুখে কান্নার গোঙ্গানো শব্দ জড়িয়ে বললো, এত বছর যে আমার জন্য বদ-দোয়া করেছো তাতে কী যথেষ্ট হয়নি? এভাবে আমার জন্য আর কত বদ-দোয়া করবে তুমি? সাহেরা প্রত্যুত্তরে বললো, আপনি এত বছর আমার সাথে যা করেছেন তা কী যথেষ্ট নয়? সাহেরার স্বামী বললো, খোদার কসম আমি এতদিন যা করেছি দ্বীন না বুঝার কারণেই করেছি, তবে আজ আল্লাহ আমার অন্তরে সেই বুঝ দিয়েছেন। তুমি কী আমায় দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য করবে? আর আমার জন্য বদ-দোয়া করা বন্ধ করবে?

স্বামীর এমন কথায় সাহেরার চোখের যেই পানি এতক্ষণ চোখের সীমানা পেরিয়ে বের হতে চাচ্ছিলো সেগুলোকে আর ধরে রাখা গেলো না। অশ্রুগুলো গলিত হীরার মত গড়িয়ে চোখের সীমানা পেরিয়ে গাল বেয়ে বুক পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। আজকের এই কান্না কোনো দুঃখের কান্না নয়, এ যেন স্বর্গসুখের কান্না। এ যেন হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার পূর্ণতা।

সাহেরা স্বামীকে বললো, আমি কী বোকা? যে আপনার জন্য বদ-দোয়া করবো? আমি তো উপর ওয়ালার নিকট এমনই একটি দিনের জন্য দোয়া করতাম। আল্লাহ হয়তো আমার দোয়া কবুল করে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপনাকে দ্বীন বুঝার মানসিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আমি কীভাবে আপনার জন্য বদ-দোয়া করি প্রিয় স্বামী আমার? আমি তো বদ-দোয়া করেছি শয়তানের জন্য। আপনিই তো আমার মাথার মুকুট, যেই মুকুট মাথায় রেখে আজ আমি রানী। আসুন আমরা একসাথে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিই।

কথাগুলো শুনে সাহেরার স্বামীর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করলো। উভয়ই কান্না ঝরা চোখ নিয়ে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে গেলো। পরক্ষণে দু'জন মিলে একসাথে আল্লাহর শুকরিয়ায় ব্যস্ত হয়ে গেলো।

"স্বামীকে শায়েস্তা করতে জোর করে নয় ভালোবেসে করুন। অতি সহজেই সফল হবেন।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সহশিক্ষা

বর্তমান সময় ধর্ষণ আমাদের ছোট বড় সকলের কাছেই খুব একটা অপরিচিত শব্দ নয়, সবাই আজ এই শব্দটির সাথে পরিচিত। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রের দুরাবস্থাই বুড়ো-লেদা সবাইকে এই শব্দের সাথে পরিচিত করে দিয়েছে। আজ ডিজিটাল বাংলার যেই নকশা আমাদের চোখে পড়ে, সেটা হয়তো আমাদের কারোরই কাম্য ছিলো না। বা হয়তো আমরা অনেকেই সেটা কখনো আশা করতে পারিনি। এমন ডিজিটাল সমাজের মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাজারো ধর্ষক, যাদের বিচার এই সমাজ বা রাষ্ট্র করছেনা; তবে কী এটিই ছিল দেশকে ডিজিটাল করার নেপথ্যে। অথচ ধর্ষিতার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রয়েছে লাঞ্চনার ব্যবস্থা। কোন নীল নকশা হাতে চলছে এ দেশ? আসলে ধর্ষণ খুবই ছোট শব্দ, তবে তার প্রতিক্রিয়া অনেক বড়। ধর্ষকের শাস্তি কুরআন মাফিক হলে অনেক আগেই সবাই এই শব্দকে ভুলে যেতো; কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র প্রধানদের নীল নকশাই তো এটা, তবে শাস্তি হবে কী করে? তিন বন্ধুর একত্রে বৈঠকে কথাগুলো বলছিলো আঃ রহমান। বৈঠকের অন্যান্য সদস্য দু-জন হচ্ছে সাঈদ ও

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাগীর। সাগীরের ছোট বোন ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। গত ২৪-শে জুন ঢাকার এক নামি-দামী কলেজে তাকে যৌন হেনস্থা করে তারই সহপাঠি ও উচ্চ পদস্থ সংসদ সদস্যের ছেলে মাহিন। আজ এক বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েগেছে। অদ্যবধি কোনো ধরনের আইনি সমস্যায় পড়েনি মাহিন। বাবার ক্ষমতার দাপটে আর আইনের এমন সুযোগ হাতে পেলে এমন অজন্মা সন্তানেরা যা করে থাকে তাই করছে মাহিনের মত অনেকে। সেটাই চলছে আজ এই সমাজে। বলার কেউ নেই কারো জন্য বা শোনারও সময় নেই কারো কথা। তার মধ্যে মেয়ে যদি চলে ফ্যাশন ডিজাইন অনুসরণ করে তবে তো হলোই।

আঃ রহমান অনেক আগ থেকেই সাগীরকে তার বোনের ব্যাপারে সাবধান করেছে। তার বোনের উগ্র পোশাক আর উদ্ভট চলাফেরা সর্বপ্রথম তার ধর্ষণের জন্য দায়ী, পর মুহূর্তে এর জন্য দায়ী হচ্ছে চলমান সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের আইনি ব্যবস্থা। অনেক নারীবাদী এর জন্য পুরুষ মানুষকে দোষারোপ করে থাকে। এমন কথাও বলতে শুনেছি আমি যে, পুরুষ মানুষ নিজেদের ন্যাচার কেন বদলায় না? অথচ আল্লাহ মেয়েদেরকে নিম্নমুখী হতে বলেছেন। রাস্তা ঘাটে আমেরিকান স্টাইলে চলাফেরা করে ধর্ষিতা হয়ে বিচার কামনা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? আমি পুরুষদেরকে একবাক্যে দোষ থেকে মুক্ত করবোনা। পুরুষদেরও দোষ রয়েছে, যা সমাজবাদী পুরুষদের বলা যেতে পারে। কারণ তারাই ধর্ষনের মূল হোতা। এক হুজুর শুধু মেয়েদেরকে তেতুলের সাথে তুলনা করায় যাদের শরীরের প্রতিটা পশমে কাটা বিঁধেছে সেসব পুরুষরাই এর জন্য দায়ী। ওইসব পুরুষরাই আজ সমাজে বন্দির হাওয়া ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনেকেই আবার বলে বেড়ায়, এখন তো আমরা দেখি ছোট শিশু, মাদ্রাসার ছাত্রী যারা হরহামেশা সারা শরীর ঢেকে রাখে তারাও ধর্ষিতা হচ্ছে। তাদের ব্যাপারে কী বলবো?

হুম, আসলেই তো! তাদের ব্যাপারটা কি?

আরে ভাই! বাঁধ যখন ভেঙ্গে যায় তখন সবখান দিয়েই পানি বের হতে থাকে। যখন সমাজে দেখা যায় এর কোনো বিচার হয় না, তখন তো এই নারীবাদী সমাজ যাকে যেভাবে ইচ্ছে সেভাবেই ব্যবহার করবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? উল্টো তারা বুঝতে পেরেছে, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সাথে এমন বিহ্যাভ করে আরো সহজেই পার পাওয়া যায়। ভেবে দেখুন বিষয়টি, পুরুষদের আল্লাহ বানিয়েছেনই উত্তেজনা দিয়ে। রাস্তায় উগ্রবাদী মেয়েদের দেখলে উত্তেজনা আসে; আর তখনই ধর্ষিতা হয় নারী। এখন নারীবাদীরা বলে ছেলেরা উত্তেজিত হয় কেন?

আরে ভাই! আল্লাহই তো ছেলেদেরকে সৃষ্টি করেছেন এভাবে। সেই বিষয়টা শফী হুজুর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, মেয়েরা যদি পর্দায় চলে আসে তবে ধর্ষণের হার কমবে আর বিচার বিভাগ যদি ঠিক মত বিচার করে তবে ধর্ষণের হার পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আগামী চার মাস পর সাগীরের বোন লিমার বিয়ের ডেট ফাইনাল ছিল। দামী সেন্টার বুকিং দেয়া হয়েছে আপ্যায়নের জন্য। এরই মধ্যে ঘটেছে এমন ঘটনা। কার্ড দিয়ে দেয়া হয়েছে কাছে দূরের সব স্বজনদের। এমন মুহূর্তে ছেলে পক্ষ ঘটনার সত্যতা যাচাই করে বিয়ে ক্যানসেল করে দিয়েছে। এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় সাগীরের বাবা মা। এমন পরিস্থিতির জন্য এখন ছেলের বাবা মাও মেয়ের এমন উগ্র চলাফেরাকেই দায়ী করছেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আহ! আমরা কোন গ্রহে আছি? যে ছেলেটি ধর্ষণ করেছে সে অল্প কিছুদিন পর অন্য আরেকজনের সাথে এমনই করবে, ভেঙ্গে যাবে তারও বিয়ে। তখন সমাজ সেই মেয়েকেই দুষবে, ছেলেটি থাকবে নিষ্পাপ। আবার ভুলে যাবে সবাই এই কীর্তকলাপ, হারিয়ে যাবে মেয়েটির জীবন। মা বাবা চাইলে হয়তো মেয়েদের এমন কুরুচিপূর্ণ শিক্ষা না দিয়ে ইসলামী শিক্ষা দিতে পারতেন; কিন্তু আমরা তো অন্যের দোষচর্চায় ব্যস্ত সময় পার করি, নিজের জন্য সময় কোথায়?

নিজেকে নিয়ে ভাবুন, সন্তানের জন্য ভাবুন, যেভাবে আপনাদের বাবা মা আপনাদের জন্য ভেবেছেন। সন্তানকে ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানী করুন, তবে দেখবেন সমাজ আবারো খলিফাদের যুগ হয়ে যাবে।

বিঃ দ্রঃ ঘটনাটি সত্য তবে নাম ও কাল কাল্পনিক। এর জন্য অন্যতম দায়ী বর্তমান সহশিক্ষা ব্যবস্থা, এই শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যই ছেলে মেয়েরা খুব সহজেই একে অপরের কাছাকাছি হতে পারছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

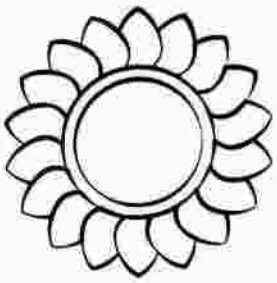

দ্বীনদার

সবেমাত্র ক'মাস হলো মারিয়ার বিয়ের। স্বামীর কাজের সুবাদে বছর পেরোনোর আগেই শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে স্বামীর কর্মস্থলের কাছাকাছি একটি বাসায় উঠে মারিয়ারা। শ্বশুর বাড়িতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হলেও এখন মারিয়ার সংসারে সে ও তার স্বামী ছাড়া আর কেউ নেই। এক কথায় টুনা টুনির সংসার বলা যেতে পারে। টুনা টুনির টুনটুন সংসারে মহব্বতের লেশ রয়েছে খুব। জীবন যেন উপভোগ্য হয়ে উঠছে অনেকটা, যা মারিয়া শ্বশুর বাড়িতে থাকতে বুঝতে পারেনি। তবুও কী যেন একটা শুণ্যতা নিজের মাঝে বিরাজ করছে সবসময় সে তা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেনা। ভাবতেও পারছে না, কী যেন নেই!! তারা যেই বাড়িতে উঠেছে সেই বাড়িওয়ালী খুব ভালো একজন ধার্মিক মহিলা। মারিয়াকে খুব সহজেই আপন করে নিয়েছেন। দেখছেনও নিজের মেয়েদের নজরে। সারা দিন মারিয়া একাই বাসায় থাকে, তাই বাড়িওয়ালী মহিলা নিজের মেয়েদের মত মারিয়ারও খোঁজ-খবর করেন। মারিয়ার বাড়িওয়ালীর মন-মানসিকতা ধার্মিক হওয়ায় সপ্তাহে একদিন তার বাড়িতে শুধু বাড়ির মহিলাদের নিয়ে তালিমের ব্যবস্থা করা হয়। মারিয়া তালিমে উপস্থিত হয়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিয়মিত। সেখানে গিয়ে অনেক নতুন বিষয় জানতে পেরেছে, যা সে এর আগে জানতো না।

সেদিন মারিয়া ও তার স্বামীর মাঝে কোনো এক বিষয় নিয়ে মনোমালিন্যতা হয়। যার দরুণ স্বামী বাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে সারা দিন তার মনটা ভীষণ ভার হয়ে আছে। বাড়ীওয়ালী মারিয়ার এহেন অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে মারিয়া তার কাছে তাদের মন-মালিন্যতার বিষয়টি জানায়। "দ্বীনদারের কথা হয় দিনের আলোর মত পরিষ্কার, আর বে-দ্বীনের ভাষা হয় অন্ধকার"। মহিলাটি মারিয়াকে বললো,

দেখো মা! তোমাদের কী ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্যতা হয়েছে তা আমি জানতে চাইবো না; তবে তুমি অনুমতি দিলে আমি তোমায় কিছু কথা বলতে চাই।

উৎসাহ ভরা কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করলো মারিয়া।

: অবশ্যই আন্টি, বলবেন না কেন? আমি তো আপনার মেয়েরই মত, তাই না? অনুমতি পেয়ে মহিলা বলতে শুরু করলো,

: মা রে! যদি কোনো সংসারে স্বামী দ্বীনদার আর স্ত্রী বে-দ্বীন হয় তবে দেখা যায় সেই সংসারে অশান্তি। যেমন, স্বামী-স্ত্রী কোথাও যাবে, স্বামী চাইছে স্ত্রী ধর্মীয় পোশাকে যাবে আর স্ত্রী চাইছে বিধর্মীদের অনুসরণ করতে, এমতাবস্থায় অশান্তি নিশ্চিত।

অনুরূপ স্বামী যদি বে-দ্বীন হয় আর স্ত্রী দ্বীনদার, তবে সমস্যা হবে একই রকম। আর যদি উভয়ই দুনিয়াদার হয়, তবে দুনিয়াদারদের মত কেউ কাউকে ছাড় দিবে না। কথার অমিল হলেই তর্কযুদ্ধ শুরু হবে স্বামী স্ত্রীর মাঝে। কারণ দুনিয়াদার মানুষ সব এমনই হয়ে থাকে। আর আল্লাহর অশেষ রহমতে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ই দ্বীনদার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়; তবে উভয়ের মাঝেই ছাড় দেওয়ার মানসিকতা থাকে। কখনো কোনো বিষয়ে মনের অমিল হলে স্ত্রীর ভালোবাসায় সূক্ষ্ম মন-মালিন্যতাগুলো ভালোবাসায় বদলে যায়।

ধরো, স্বামী-স্ত্রী কোথাও যাবে। উভয়ই যদি বে-দ্বীন হয় তবে তো স্ত্রী পর্দা করবে না। তাই ঘণ্টা সময় নিয়ে মেকআপ করবে সে। নিজেকে মেলে ধরবে পৃথিবীর দরবারে। সবাইকে দেখাবে নিজের রূপ লাবন্য। তারপর অর্নামেন্টস মেচ করে স্লিভলেস টপসের সাথে জিন্স পড়ে স্বামীকে বললো, চলো এবার বেরোই।

যেহেতু স্বামী দুনিয়াদার, তাই স্ত্রীর এমন সাজে মুগ্ধ হয়ে একটু রোমান্টিকতার ছলে বললো, বাহ! আজতো আমার বউটাকে পরীর মত লাগছে। এমন কমেন্ট শুনে দুনিয়াদার স্ত্রীর উত্তর দিলো, আমি ছোট থেকেই পরীর মত সুন্দরী, তোমার চৌদ্দ গোষ্ঠীর ভাগ্য যে, আমার মত সুন্দরী বউ পেয়েছো। স্বামী তখন উত্তেজিত স্বরে বললো, এই! তুমি আমার বংশ নিয়ে কথা বললা কেন? তোমার চৌদ্দ গোষ্ঠীর ভাগ্য যে আমার মত হ্যান্ডসাম ড্যাশিং বর পেয়েছে।

ব্যাস! বেধে গেলো ঝগড়া, এমন ছোট বিষয়গুলো দিয়ে কত হাজার পরিবার রয়েছে যাদের সংসারই ভেঙ্গে গেছে। সংসারের উভয়েই যদি দুনিয়াদার হয় তবে সেখানে আর যাই থাকুক শ্রদ্ধা বা সম্মান থাকে না। এরা দুনিয়ার কাছে আকর্ষণীয় হতে হতে একে অপরের কাছ থেকে বিকর্ষিত হয়ে যায়। আর যদি উভয়েই দ্বীনদার হয় তবে স্ত্রী রেডি হতে পাঁচ মিনিট সময় লাগে; কারণ তার তো পৃথিবীকে দেখানোর জন্য সাজতে হবে না। ঝটপট তৈরী হয়ে বের হয়ে যায় নিজেদের কাজে। উভয়েই উভয়ের প্রতি থাকে তীব্র শ্রদ্ধা ও পূর্ণ সম্মানবোধ।

মনে রেখো মা,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একজন নারী চাইলেই তার স্বামীকে জান্নাতি করতে পারে আবার জাহান্নামীও করতে পারে। যা একজন স্বামী চাইলে খুব সহজে পারবে না। তুমি যদি তোমার স্বামীকে জান্নাতী এবং পরিবারকে জান্নাতের টুকরো বানাতে চাও তবে কয়েকটি বিষয়ে যত্নবান হও।

তোমার যেসব বিষয় দেখলে তোমার স্বামীর দেহ-মন পরিবর্তিত হতে পারে, সেসব বিষয় নিজের দেহ-মন থেকে ঝেরে ফেলে দাও, সেগুলো পরিত্যাগ করো। তাকে বলো, সে একজন ভালো মানুষ। শুধুমাত্র এই কথাটি বলার কারণে তোমাদের মাঝে মনোমালিন্যতা হবে না। ছোট একটি কথা তোমার স্বামীর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিবে দ্বিগুন। তার দোষগুলো সরাসরি উপস্থাপন না করে কৌশলে বলো। প্রয়োজনে পরামর্শের ছলে বুঝাও। কোনো বিষয়েই তার উপর মানসিক চাপ দিও না। সময় পেলে কোনো ভালো বই তার হাতে তুলে দিয়ে পাশে বসে তুমি আরেকটি বই পড়ো, এতে সে বইটিতে নজর দিবে। তার হাতের কাছেই ভালো বইপত্র রাখো, তবে তাকে পড়তে বলবেনা। তোমার ভালোবাসাগুলো বলে নয়, কাজে প্রমাণ দাও। যেমন, সে টয়লেট থেকে বের হলে তার হাতে গামছা তুলে দেয়া, বাহির থেকে এলে তার হাতে পানির গ্লাস তুলে দেয়া। এগুলো অতি সাধারণ বিষয়; কিন্তু বিষয়গুলোর শক্তি অনেক। এর কারণে তোমার প্রতি তোমার স্বামীর সু-ধারণা বাড়বে। ঘরে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তাকেই সময় দাও, তাকে এড়িয়ে চলোনা। যদি সে তোমার সাথে খারাপ আচরণও করে তবুও হাসি মুখে তার সাথেই থাকো। তাকে বুঝাও, তাকে ছাড়া তোমার আর কিছুই ভালো লাগেনা। তার রাগের বিষয়গুলো বুঝতে চেষ্টা করো এবং সেই বিষয়গুলোতে সাবধান হও। এরপরও যদি কখনো মনোমালিন্যতা হয়েই যায় তবে আগে তুমিই ক্ষমা চেয়ে নাও, যদিও ভুলটা তারই হয়। গাল ফুলিয়ে দূরে গিয়ে বসে থেকো না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বামীকে দোষারোপ করো না। তবে মেজাজ ঠান্ডা হলে তখন বুঝিয়ে বলো।

মনে রাখবে, নারীকে সৃষ্টি করা হয়নি পুরুষের মাথার অংশ থেকে, যেন সে মর্যাদায় পুরুষকে ছাড়িয়ে না যায়। পুরুষের পায়ের অংশ থেকে সৃষ্টি করা হয়নি, যেন সে পুরুষের কাছে অবহেলার পাত্র না হয়। নারীকে বের করা হয়েছে পুরুষের বাঁ পাঁজরের অংশ থেকে, যেন সে থাকে পুরুষের বাহুতলে, হৃদয়ের কাছাকাছি। যাতে তার থেকে ভালোবাসা নিতেও পারে আবার খুব সহজে দিতেও পারে। নারীর সহ-মর্মিতা এমন এক ঝর্ণার উৎসরণ ঘটাতে পারে, যার পরশ পেলে অনায়াসে গলে যাবে পুরুষের মস্তিষ্ক। যেমন; পানির গভীরতা পাথরকেও নরম করে ফেলে এবং গলিয়ে দেয়। শুধু মাত্র একটু কোমল পরশেই জেগে উঠবে তোমার স্বামীর হৃদয়। তার বিবেক ঘুম ভাঙবে। তার চেতনা সচেতন হবে নিজ সম্পদ ও ভবিষ্যতের ভাবনায়। কথাগুলো মনে রেখো মা আর প্রয়োগ করে দেখো তোমার জীবনে। আল্লাহ চাহে তো অল্প সময়েই এর ফলাফল তুমি ভোগ করবে।

এতক্ষণ এক মনে মারিয়া কথাগুলো শুনেছে আর নিজের মাঝে চেতনা জাগিয়ে ভাবছে, আজ থেকে কথাগুলো পুরোপুরি মেনে চলবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

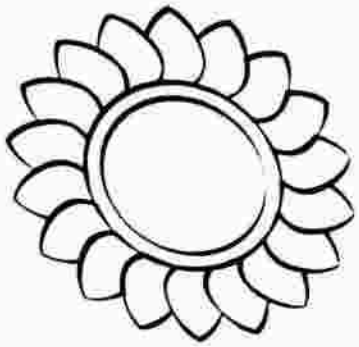

এক দিনের তাবলীগ

ফাহিম যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ড্যাশিং হ্যান্ডসাম হয়ে চলাফেরা করতে পছন্দ করে, সে চাইলেই তার মত কয়েকটা মেয়েকে একত্রে ডেট করতে পারে। তার শরীরের গঠন ও উচ্চতা যেন বর্তমান সময়ের বাছাই করা নায়কের মত, যুগোপযোগী হাজারটা মেয়ে তার সাথে প্রেম করতে প্রস্তুত, তবে তার বাবা মা একদিনই বলে দিয়েছেন, তুমি সারা জীবন তোমার মত চলেছো; কিন্তু বিয়ে তোমার ইচ্ছায় হবে না। আমরা দেখে-শুনে তবেই তোমায় বিয়ে করাবো। কিন্তু ফাহিম বুঝতে পারেনি যে, তার বাবা মা তার জন্য এমন বিদঘুটে একটি মেয়ে পছন্দ করবে।

বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে গেলো ফাহিম, কী আশ্চর্য ব্যাপার! বিয়ের আগে নাকি ফাহিমের বাবা ছেলের হবু বউকে দেখতে পারবে না। এটা কেমন কথা? ফাহিমের মা মেয়েকে পছন্দ করে ফেললো। ফাহিম কত করে বোঝালো মাকে, এমনকি তার বাবার কাছেও বিষয়টি কটু মনে হলো না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধ্যা.....ত! কাউকে সে বুঝাতেই পারলো না যে, এই মেয়েটা বেশীই পর্দানশীল।

আচ্ছা, সে যাই হোক, অনেক কাঠখোর পেরিয়ে বিয়ের দিন ঠিক হলো। বর যাত্রী গেলো হৈ হুল্লোড় করে, ফ্রেন্ডরা সব কত আশা করে ফাহিমের সাথে গেলো, যে কোনো ভাবেই হোক ফাহিমের বউকে দেখবে তারা, ফাহিম হাজার বার বোঝানোর পরও বন্ধুরা নাছোরবান্দা।

ফাহিম এও বললো, বন্ধুরা! আমার বাবা এখনো মেয়েকে দেখতে পারলো না, তোরা কী করে দেখবি?

কে শুনে কার কথা.....!

মেয়েপক্ষের কোনো কিছুই ফাহিম মেনে নিতে পারছিলো না। তবুও বাবা-মার কথা ফেলতে পারছে না। একমাত্র ছেলে বলে কথা। বিয়েও হয়ে গেলো। তাজ্জব ব্যাপার! মেয়ে নাকি বোরকা ছাড়া গাড়িতেই উঠবে না। এটাও কী মেনে নেওয়া যায়?

অবশেষে বোরকায় ঢেকে বউকে বাড়িতে নিয়ে এলো ফাহিম। বাড়াবাড়িগুলো ভালো লাগছেনা তার কাছে।

কয়েকদিন পরের ঘটনা।

এক সকালে স্বামীর জন্য চা বানিয়ে আনলো ফাহিমের নতুন বউ, বিরক্তিভরা চেহারা নিয়ে চায়ের কাপ হাতে নিলো ফাহিম। চায়ের কাপে ঠোঁট লাগিয়েই চেঁচিয়ে উঠলো,

এটা কী বানিয়েছিস? তোর মাথা?

শান্ত কণ্ঠে ফাহিমের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, চিনি কী বেশি হয়েছে নাকি কম?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তুই জানিস না চিনি বেশী হয়েছে নাকি কম? তোর বাবা-মা জীবনে চা বানানোও শিখায়নি? খালি এ ন্যাকামোই শিখিয়েছে? বলেই চায়ের কাপ ছুঁড়ে মারলো স্ত্রীর দিকে।

ফাহিমের স্ত্রী নিস্তব্দ দাঁড়িয়ে আছে, কোনো ভাষা নেই মুখে। ফাহিম আবার রেগে ফিরে বলছে,

চুপ মেরে গেলি যে? যা এখান থেকে, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ এক্ষুণি।

: আমাকে মাফ করে দিন, ভবিষ্যতে আর ভুল হবে না।

: এখান থেকে যেতে বলেছি তোকে, ফাহিমের সেদিনের এমন ব্যবহারে স্ত্রী চলে এলো সেখানে থেকে।

ফাহিম ভার্সিটি লাইফ শেষে ছোট একটি কোম্পানিতে জব পেয়েছে, তার ইচ্ছা ছিল, ভার্সিটির কোনো একজন সুন্দরী অবলাকে বিয়ে করবে সে। সেই মেয়ে সুন্দর করে সাজবে, দু'জনে মিলে পার্টিতে যাবে, ঘুরতে যাবে বটমুলে; কিন্তু কপালে যা থাকে আরকি, বাবা মায়ের রুচি এতটা ঘৃণিত হবে ভাবেনি ফাহিম কখনো।

দেখতে যে খারাপ তা নয়। দেখতে সুন্দরীদের চেয়েও সুন্দরী, তাতে কি? স্বামীর আদর সোহাগ তো জুটেনি কপালে। ফাহিমের স্ত্রীর এই নিয়ে কোনো আফসোস নেই। সে চায় স্বামীর একটু ভালোবাসা আর ভালো ব্যবহার। ফাহিমের স্ত্রীর দোষ এখানেই।

কোথাও বের হলে পর্দা করে বের হয় সে। বেশি সময় বাহিরে থাকতে চায় না। কোথাও কোনো পার্টি হলে সেখানে সবার স্ত্রীরা উপস্থিত হলেও সে যেতে চায় না। ফাহিম দেখে আসছে, কত স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা পার্কে আড্ডা দেয়, বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফাহিমেরও ইচ্ছে হয়; কিন্তু তার স্ত্রী কোথাও বেরোলে বাহিরে বেশী সময় থাকতে চায় না, আবার যেতেও চায় না। এখানেই ফাহিমের জেদ। তাই প্রতিনিয়ত স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে চলেছে ফাহিম। স্ত্রীকে তার একদমই সহ্য হয় না।

এক রাতে স্ত্রীকে বকাঝকা করার জন্য ঘরেই সিগারেট ধরালো। স্ত্রী এটা দেখে ফাহিমকে বললো, ঘরে সিগারেট টা না খেলে কী হয়? ফাহিমের উত্তর ছিলো,

: তোর টাকায় সিগারেট খাই? নাকি তোর বাপের টাকায় খাই?

: আমি তো আপনাকে সিগারেট খেতে বারণ করিনি, বলেছি একটু কষ্ট করে বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টা খেলে ভালো হতো, আমি সিগারেটের গন্ধ সহ্য করতে পারিনা।

: না সহ্য হলে ঘর থেকে বের হয়ে যা।

ফাহিমের স্ত্রী আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ে। সিগারেটের অসহ্য গন্ধ সহ্য করে স্বামীর সাথেই শুয়ে থাকে।

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় ফাহিমের স্ত্রীর। পাশের বালিশে তাকিয়ে দেখে ফাহিম নেই। মনের মধ্যে ধুক-ধুক করা শুরু করে দেয় তার, বিছানা ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দেখে ফাহিম কার সাথে যেন ফোনালাপে ব্যস্ত। মৃদু স্বরে পেছন থেকে ফাহিমকে জিজ্ঞেস করে,

: বিছানা ছেড়ে এখানে এত রাতে কার সাথে কথা বলছেন? ফাহিম কিছুটা হকচকিয়ে পিছনে ফিরে তাকালো। স্ত্রীকে দেখেই মেজাজ একদম হট হয়ে গেলো ফাহিমের।

গরম মেজাজে উঁচু স্বরে বললো ফাহিম,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

: কার সাথে কথা বলি তোকে বলতে বাধ্য নই আমি।

: আপনি বলতে বাধ্য; কারণ আমি আপনার স্ত্রী, এ বলে ফাহিমের মোবাইল নিতে চাইলে ফাহিম সজোরে একটি চড় বসিয়ে দিলো তার রুপালী গালে। চড় মেরে ফাহিম রুমে চলে এলো আর তার স্ত্রী বাকিটা রাত বারান্দায় বসে চোখের জলে বুক ভাসালো।

পরদিন অফিসে যাওয়ার আগে নাস্তার জন্য টেবিলে বসলো দু'জন, মেজাজ গরমে কোনটাই বা ভালো লাগে? তার উপর স্ত্রী যদি হয় চোখের বিষ। নাস্তার কিছুই পছন্দ হলো না ফাহিমের। তাই নাস্তাসহ নাস্তার পাত্রটি ছুঁড়ে মারলো মেঝেতে।

: কী রাধিস? তোর মাথা নাকি তোর বাপ-মার মাথা? স্ত্রী তরকারি মুখে দিয়ে দেখে লবণ বেশি তাই নিজেই নিজেকে দুষলো যে, সারা দিনের খাটুনির জন্য নাস্তাটা একটু ভালো বানানো উচিৎ ছিলো; কিন্তু তাতে সে অবহেলা করেছে।

স্বামী অফিসে চলে যাওয়ার পর সে বাবাকে ফোন করে আগের রাতের ঘটনাটি বলে। আর বাবার কাছে এর সমাধান চায়। বাবা হন্যে হয়ে জামাতার অফিসে যায়। সন্ধ্যার পর সেখানে গিয়ে জামাতার বসের হাত ধরে বলে, তাকে যেন একদিনের জন্য তাবলিগে যেতে সময় দেয়।

সন্ধ্যায় রুক্ষ মেজাজ নিয়েই বাসায় ফিরে ফাহিম, বাসায় ফেরার কিছুক্ষণ পরই অফিস থেকে বসের ফোন আসে।

হ্যাঁ স্যার, আর জি স্যার, বলতে বলতেই ফোন রাখে সে। ফোন রেখে ফাহিম তার স্ত্রীকে বললো, আমার কয়েকটি শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি আর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যাগে গুঁছিয়ে রাখো। এমন আদেশ শুনে স্ত্রী ফাহিমকে জিজ্ঞেস করলো,

: কোথাও যাবেন?

ফাহিমের শ্বাস ছাড়া উত্তর।

: হ্যাঁ অফিস থেকে বস ফোন করেছেন আর বলেছেন কাল যেন আমি তিন দিনের নিয়তে তাবলীগে যাই আর সেখানে একদিন অবস্থান করার পর যদি ভালো না লাগে তবে পরদিন অফিস করতে বললেন, আর যদি ভালো লাগে তবে তিন দিনই থাকতে বললেন। আমি তিন দিনই থাকবো, কারণ সেখানে থাকলে দিন শেষে অন্তত তোমার মুখটা দেখা লাগবে না।

স্ত্রী অনেক খুশি হয়ে বললো, তবুও তো আপনাকে আমি কোনোভাবে খুশি করতে পারলাম।

আদেশ মাফিক স্বামীর ব্যাগ সুন্দর করে গুঁছিয়ে রাখলো ফাহিমের স্ত্রী। পরদিন সকালে কিছু না বলেই হাঁটা ধরলো ফাহিম। পেছন থেকে স্ত্রীর ডাক শুনে দাঁড়ালো, অস্বস্তি ভরা কণ্ঠে,

: কী বলবে তাড়াতাড়ি বলো।

: আপনাদের যে আমির থাকবে তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন দয়া করে।

: আচ্ছা ঠিক আছে। বলেই আর পেছনে তাকানো নয়। ফাহিমরা বারোজন একটি মসজিদে গেলো। তাবলীগে গেলে মসজিদে কিন্তু একেকজন একেক বেলায় পাকের দায়িত্ব পায়। তো প্রথম দিনই ফাহিমের দায়িত্ব পড়ে, পারে তো না কিছুই তবুও সারলো রান্নার কাজ। ফাহিম তো জীবনে কখনোই রান্না করেনি, খাবারের কী অবস্থা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়েছে সে ভালো করেই জানে। এত পরিমাণে লবণ হয়েছে যে, খাবার মুখে দেয়ারই অযোগ্য, তবুও সবাই খাচ্ছে। ফাহিম সবার মুখের দিকে চোখ বুলাচ্ছে, সবাই আপন মনে খেয়ে চলেছে। কারো নজরে যেন খাবারের কোনো দোষই পড়ছে না।

তার মনে পড়ে গেলো সেদিনের কথা, যেদিন একটু লবণ বেশি হওয়ায় প্লেট ছুঁড়ে মেরেছিলো স্ত্রীর গায়ে; কিন্তু আজ সবাই নিশ্চুপ খেয়ে চলেছে। ভাবতেই তার চোখে পানি চলে আসে। তখন বুঝতে পারে, আসলেই তার স্ত্রী কতটা দামি, আর সে তার সাথে কী ব্যবহারটাই না করেছে এতদিন। এসব ভেবে নিজের প্রতি নিজের ঘৃণা আসে।

একটু আগেই তাদের আমির সাহেব বয়ানে বলেছিলেন, একজন নেককার স্ত্রী শতজন শহীদের সমান। যার ঘরে নেককার স্ত্রী আছে তার ঘরে রহমতের ফেরেশতা থাকে। এভাবেই ফাহিম অনেকগুলো ভালো কথা শুনতে থাকে রোজ। ধীরে ধীরে মনও পরিবর্তন হতে থাকে, আর সেসব কথা ছুঁয়ে যেতে থাকে তার মন-প্রান। তিন দিন যেন চোখের পাপড়ী ফেলার মত নিমিষেই শেষ হয়ে গেলো। তিন দিন শেষে সবাই যার যার বাসায় চলে গেলো। ফাহিমও নিজ বাসায় এলো। খুব ভোরেই বাসায় পৌঁছলো ফাহিম, দরজায় কলিং বেল চাপতেই সাথে সাথে দরজা খুলে গেলো।

কি আশ্চর্য! এত দ্রুত? কীভাবে সম্ভব? স্ত্রীকে দেখেই প্রশ্নটি করে ফেললো ফাহিম, ফাহিমের স্ত্রীর ভালোবাসা জড়ানো কণ্ঠে বেজে উঠলো,

: আসলে আপনার তিন দিন তো গতকাল শেষ হয়েছে, তাই আজ ফজর পড়েই দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। আপনি আসবেন, ক্লান্তি নিয়ে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দাঁড়িয়ে থাকবেন এটা হয় না। তাই দরজায় দাঁড়িয়ে আপনার অপেক্ষায় ছিলাম।

কথাগুলো শুনে ফাহিম স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিলো, স্বামীর কান্নায় স্ত্রীর চোখেও পানি চলে আসে। এ চোখের পানি তো আজ দুঃখের নয়, এ যেন স্বর্গীয় সুখের কান্না। কান্না জড়িয়েই ফাহিম বললো,

: তুমি আমায় মাফ করে দাও।

: আপনি তো কিছুই করেননি তবে মাফ করবো কেন?

: আমি তোমার সাথে অনেক অন্যায় করেছি।

: আমি তো কিছুই মনে করিনি। স্বামী কী কখনো স্ত্রীর কাছে মাফ চায় নাকি? আপনি আমার কাছে মাফ চেয়ে আমাকেই তো গুনাহগার বানাচ্ছেন। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

: হ্যাঁ করো,

সেই রাতে আপনি কার সাথে কথা বলেছিলেন?

: ওহ ওইটা? আমার এক ফ্রেন্ড। সিঙ্গাপুর থাকে, স্কলারশিপ পেয়ে সিঙ্গাপুর গেছে। ফাহিমের কথা শুনে স্ত্রী তাকে একটা চিমটি কাঁটল আর সাথে বললো,

: এটা আমাকে কষ্ট দেয়া আর সারারাত কাঁদানোর প্রতিশোধ স্বরূপ। আর মাফ চাইতে হবে, না সব শোধ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ থেমে ফাহিমের স্ত্রী বললো আবার, আপনার অনুমতি ছাড়া আমি একটা কাজ করেছি, এখন সেটা আপনাকে জানাতে চাই।

ফাহিম বললো

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

: কী সেটা?

: আপনি সেদিন অফিস যাওয়ার পর আমি বাবাকে ফোন করি, আমি আর বাবা মিলে আপনাকে তাবলীগে পাঠানোর প্ল্যান করি। আপনি তো আমাদের কথা মানবেন না, তাই আপনার বসের সাথে কথা বলে আপনাকে তাবলীগে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। এটা আমার অপরাধ ছিলো, আপনি চাইলে আমাকে শাস্তি দিতে পারেন।

: কি! তোমার প্ল্যানে আমার তাবলীগ? অবশ্যই তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। যাও এক্ষুণি তোমার সুভাসিত হাতে আমার জন্য এক গ্লাস শরবত বানিয়ে নিয়ে আসো, এটাই তোমার শাস্তি।

: শরবত তো নামাজ পড়েই বানিয়ে রেখেছি জনাব। তবে তো আর আপনি বলার আগেই আমি আমার শাস্তি মাথায় নিয়ে নিয়েছি।

" সেই পুরুষই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম"। (আল হাদিস)

আজ এগারো বছর পার হয়ে গেছে তাদের বিয়ের। এখন আর ফাহিম স্ত্রীর উপর রাগ করে না। তাদের সংসারের সদস্য এখন পাঁচজন, বড় ছেলে আব্দুল্লাহ, বয়স নয়। আব্দুল্লাহ পুরো কোরআনের একজন সংরক্ষক। নয় বছর বয়সেই কোরআনের উসিলায় বাবা মাকে নিয়ে হজ্ব করেছে আব্দুল্লাহ। ছোট সন্তানগুলোও তারই ধারাবাহিকতায় এগিয়ে চলছে।

"কিংবদন্তী নারী গর্ভে কিংবদন্তীরই জন্ম হয়" কথাটা পুরোপুরি সত্য।

(প্রমাণিত)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

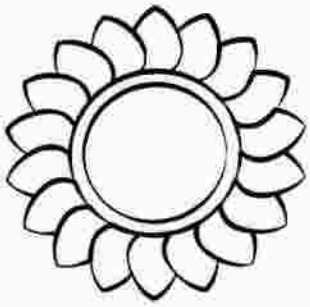

ইবাদাতে খোদা

টুম্পা ও মাহিন সেই ছেলে বেলা থেকেই একসাথে পড়া-শোনা করে আসছে। ক্লাস ফাইভের বৃত্তিতে উভয়েই অংশ গ্রহণ করেছিলো একসাথে, বৃত্তিও পেয়েছিলো দু'জনে। বৃত্তি পাওয়াকে কেন্দ্র করে উভয়ের মাঝে ভালো একটা রিলেশন তৈরী হয়, তারপর থেকে দু'জন সার্বক্ষণিক এক সাথেই থাকে, একে অপরকে ছাড়া যেন কিছুই ভাবতে পারে না তারা।

তাদের রিলেশনের বয়স এখন তেরো বছর। রিলেশনের রয়স তেরো হলেও তাদের বয়স কিন্তু এখন তেরো নেই। তারা এখন ম্যাচুয়েড। নিজেরা আজ নিজেদেরকে নিয়ে ভাবতে জানে, জানে তারা মানুষ কী করে রিলেশনকে বড় করে, আর কী করলে ভালোবাসা বাড়ে।

ওহ্ হ্যাঁ...বলাই তো হলো না,

তাদের সেই ছোট্ট বেলার বন্ধুত্বের সম্পর্কটি কোনো এক ফাগুন সন্ধ্যায় হাসনাহেনার সু-গন্ধিময় বাতাস গায়ে নিয়ে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেই সন্ধ্যায় হাসনাহেনা ফুল টুম্পার সামনে মেলে ধরে ভালোবাসার বর্হিঃপ্রকাশ করেছিলো মাহিন, সানন্দে গৃহীত হয়েছিলো টুম্পার পক্ষ থেকেও। জানান দিয়েছিলো উভয়েই নিজেদের ভালোবাসার কথা। তাদের ভালোবাসার বয়সও কম হবে না, সাত আট বছর তো হবেই। এমন পরিপক্ক প্রেমে তারা সেচ্ছায় একটি সত্যের সম্মুখীন হতে চায়। মাহিন অনেক হুজুরের বয়ান শুনেছে জীবনে, তবে গত জুমু'আয় খতিব সাহেবের বর্ণনায় কবর ও হাশর সম্পর্কে এত ভীতি আসে যে, সে তার কৃত প্রেমের ব্যাপারে অসহায় হয়ে পড়ে।

পরদিন মাহিন টুম্পাকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করে যে, তাদের এত দিনের সম্পর্কের কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হচ্ছে না।

আল্লাহ ও তাঁর আযাব সম্পর্কে ইমাম সাহেবের মুখ থেকে উচ্চারিত ভাষণের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরে টুম্পার সামনে।

এরপর টুম্পাকে জানায় যে, আজ থেকে আমরা আমাদের এই নাজায়েজি সম্পর্কটি আর রাখবো না। তাই সে সব শেষ করে দিতে চায়। অনেক বলা-কওয়ার পর টুম্পাও বিষয়টি মেনে নেয়। পর মুহূর্ত থেকে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ও যোগাযোগ চির তরে বন্ধ হয়ে যায়।

এভাবে কেটে যায় কয়েকটি বছর।

এই সময়ে মাহিন ওস্তাদের সান্নিধ্যে থেকে খোদা প্রেমে মনোনিবেশ করতে করতে কুরআন হিফজ থেকে শুরু করে দ্বীনের গভীর জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করে ফেলে; কিন্তু ফেলে আসা প্রিয়তমার প্রতি তার মধ্যে সবসময় এক অজানা বিয়োজী ব্যথা কাজ করতো।

সময়ের পরিবর্তনে তার মা তার বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজতে শুরু করেন। মাহিনকে বিষয়টি জানালে মাহিন মাকে সরাসরি বলে দেয়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে, মায়ের পছন্দই তার পছন্দ। সে মেয়েকে দেখার প্রয়োজন বোধ করে না।

সময় হলো মাহিনের বিয়ের, বিয়ে হয়ে গেলো নির্ধারিত ক্ষণে। বাসর ঘরে যখন মাহিন প্রবেশ করে, তখন সেই ঘরে মায়ের পছন্দ করা অপরিচিতা ছাড়া আর কেউই ছিলো না। মাহিন অপরিচিতার পাশে গিয়ে বসলো, আর নতুন বউয়ের মুখ দেখে অঝোড়ে কেঁদে ফেললো।

কারণ সে তো আর কেউ নয়, সে তো তারই বাঁ পাঁজরের অংশ। তার ছেড়ে আসা প্রিয়তমা, অতি আদরের টুম্পা। যে নিজেকে তৈরী করেছে খোদাপথের পথিক হিসেবে। আপদমস্তক পরিবর্তন করেছে একমাত্র আল্লাহর জন্য। খোদা প্রেমে ছেড়ে দিয়েছিলো নিজের সব আহ্লাদ, ছেড়ে ছিলো নিজ ভালোবাসার মানুষকে। তাই তো আজ তিনি পবিত্রতায় ভরিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন তাকে। এ ভালোবাসার যেন অন্ত নেই, নেই কোনো রেখা। আছে শুধু মাহিন আর তার বুক ভরা পবিত্র ভালোবাসা।

আজকের এই ভালোবাসাই তো পূত-পবিত্র। আল্লাহর প্রেমে নিজ প্রেম ত্যাগ করায় উভয়ের ভালোবাসাই পাওয়া যায়, আর শুধু দুনিয়ার ভালোবাসা চাইলে অনেক কষ্টে হয়তো দুনিয়ার ভালোবাসা পাওয়া যায়, নয়তো দুদিক থেকেই মাহরুম।

আজ আমাদের প্রজন্ম যাদের সাথে রিলেশনে জড়ায়, তাদের মন তো আল্লাহই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কোনো দিনও কী পাওয়া যায় কাঙ্ক্ষিত মানুষটির মন?

কারণ তিনিই তো মানুষের মন নিয়ন্ত্রক। তিনি চাইলে প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার অনুভূতিগুলো মুছে দিতে পারেন, তবে কেন আল্লাহকে অমান্য করে এমন হারাম সম্পর্ক?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আজ হারাম সম্পর্কটি ত্যাগ করলে আল্লাহ যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে তাকেই হালাল করে ফিরিয়ে দিবেন শেষ পর্যায়ে। অন্যথায় তার চেয়েও ভালো কাউকে জীবন সুন্দর করতে পাঠাবেন। আল্লাহর উপর ভরসা করলে আল্লাহ কখনোই বান্দাকে ঠকান না।

আল্লাহ বলেছেন...

"বান্দা আমার উপর যেরূপ ধারণা করে আমি বান্দার সাথে সেরূপ আচরণ করি"।

সুতারাং আল্লাহে ভরসা রাখুন, উত্তম প্রতিদান একমাত্র তিনিই দিতে পারেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

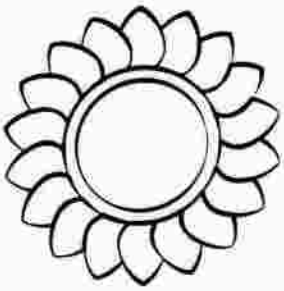

সেই মেয়েটির গল্প

আকাশে এখন চাঁদ উঠে গেছে, অপার্থিব লাগছে আজ সবকিছু। এমন রাতই মেয়েটার ভীষণ পছন্দ। চাঁদনী রাতে ভরা চাঁদ মুখখানী মুগ্ধ হয়ে দেখতো সে। আজো তার পছন্দ করা সেই চাঁদ তারারা পৃথিবীকে জ্যোৎস্না দিচ্ছে; কিন্তু পৃথিবীর সেই জ্যোৎস্না দেখার জন্য সেই মেয়েটি আজ আর নেই।

কিছুটা দূরেই তার কবর। জ্যোৎস্নায় ওর কবরের উপর অদ্ভুত সুন্দর আলো চিকচিক করছে। এই রাতেও তার কবর অদ্ভুত রকমের সুন্দর দেখাচ্ছে, কবরও দেখতে এত সুন্দর হয়?

আজ কেন যেন ঈর্ষা হচ্ছে মেয়েটির সাথে, এই কবরটি তার না হয়ে যদি আমার হতো! আমি যদি হতে পারতাম তারই মত!

কেন পারবোনা? পারবো, আমিও পারবো। চেষ্টা করে দেখতে তো দোষ নেই। এমন অগোছালো কথা কেন বলছি আমি? জানতে চান কি? কে সে? তার বয়স কত? কেমন ছিলো মেয়েটি? মৃত্যু দুয়ারে গেলোই বা কীভাবে?

শুনবেন? আচ্ছা বলছি তবে....

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মেয়েটা ছিল খুব অল্প বয়সী। তবে সে আমাদের অনেকের থেকেই ভিন্ন রকম ছিল। আজ আমাদের প্রজন্মে ফেসবুক, ইন্টারনেট আরো প্রযুক্তির বাহারী ব্যবস্থাপনায় ডুবে আছি। যান্ত্রিকতার যন্ত্র মুখর শহরে সবাই যখন যন্ত্র মানবে রূপান্তরিত, পাশের সিটে বসে থাকা ব্যক্তিটির কী হচ্ছে সে দিকে তাকানোরও তো সময় নেই আমার। প্রযুক্তির সমাহারে কত জনের সংসারে জলছে বিচ্ছেদ অনল। সেই মেয়েটি যেন জানেই না এমন উন্নয়নের কথা। সে জানে শুধু পড়তে। পড়া-ই যেন তার একমাত্র শখের বিষয়।

পড়া যে শখ, সেটা কী যেন-তেন বই? নাহ... কোনোভাবেই না। একমাত্র কোরআন হাদীসের জ্ঞান সংক্রান্ত বই। কুরআনে কারীম পড়তে পড়তে খুব কাঁদতো সে, হাদীস পড়েও একি অবস্থা হতো তার। হাদীসের প্রতি নিখাঁদ ভালোবাসা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিক নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে চলার আপ্রাণ চেষ্টায় বিমোহিত থাকতো সার্বক্ষণ। এমন বয়সে হাজারটা নারী যখন যুবকদের প্রেমিকা বেশে, রমনীরা যখন ছুটছে দুনিয়ার পিছু, এই মহিয়াসী তখন খোদা প্রেমিকা রাসূলের প্রেমে মত্ত। ছুটেছিলো কোরআনকে অনুসরণ করে, আযান দিলেই মনে করতো, আল্লাহ তাকে নামাজের জন্য ডাকছেন। মাথায় তখনি ঘুরতো, আচ্ছা রবের ডাকে দেরী করে উপস্থিত হওয়া কী উচিৎ? তার ঠান্ডা দেহী মন উত্তর দিতো, নাহ, কোনোভাবেই উচিৎ নয়। ঘুমিয়ে থাকলেও আযান শোনা মাত্র ধড়ফড় করে উঠে পড়তো। খুব মন দিয়েই নামাজ আদায় করতো সবসময়, দুনিয়ার কোনো চিন্তাই মাথায় আসতে দিতো না কোনোভাবে। মহান প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার চিন্তা করার কোনো মানে আছে? সরল মনের সরল উত্তর ছিলো, না, কোনোভাবেই না।

তারপর....

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গভীর রাতে সবাই যখন ঘুম পরীর দেশে,

তখন সে জায়নামাজে আল্লাহর পাশে,

শেষ রাতে যে আল্লাহ নেমে আসেন

প্রথম আকাশে

তবে কী করে যাবে সে

ঘুমপরীর দেশে?

শেষ রাত্রে আল্লাহকে ডাকার মাঝে কী যে শান্তি! তা সে টের পেয়েছিলো, সারা দিন যাই হোক না কেন, দিন শেষে তার কোনো কষ্ট থাকতো না মনে। আল্লাহ তার সকল দুঃখ নিমিষেই শীতল করে দিতেন। যিনি আল্লাহর প্রিয় বন্ধু হবেন তার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা তো থাকবেই। প্রিয়দেরকে কষ্ট তো একটু বেশীই পেতে হয়। আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু, তাঁকে সৃষ্টি না করলে পৃথিবীই সৃষ্টি করতেন না; অথচ তাকেই সব'চে বেশী কষ্ট দিয়েছেন তিনি, আবার ভালোবেসে তাকে সেগুলো ধৈর্য ধরার শক্তিও দান করেছেন।

সেই মেয়েটি সারাক্ষণ এসব ব্যাপার নিয়েই চিন্তিত। রাসূলের প্রতিটি সুন্নতের প্রতি ছিলো সীমাহীন গুরুত্ব। প্রতি নামাজের পূর্বে মিসওয়াক করা, প্রতি সপ্তাহে রোজা রাখা, এমনকি দামি চেয়ার-টেবিল ছেড়ে মেঝেতে দস্তর বিছিয়ে খাবার খেতো। যেদিন থেকে খোদা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, সেদিন থেকেই এসব বিষয়ের গুরুত্ব তার ভেতর লক্ষ্য করা গেছে। ছোট থেকে ছোট, সকল সুন্নতই সে পালন করতো। দুরূদ শরীফ পাঠ করতো প্রচুর পরিমাণে। যে কোনো কাজের মাঝে বে-ফাহেসী কথাবার্তা ছেড়ে দুরূদ পাঠ করতো। তার মনে হতো, যে নবী তাঁর উম্মতের জন্য এত পেরেশান ছিলেন, মিনিটের জন্য হলেও সে নবীকে ভুলি কী করে?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যত কঠিন বিপদই আসতো, তাকে কখনো হতাশ হতে দেখিনি। তার এমন চলা ফেরার জন্য পারিবারিকভাবে তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে হাতের নখ টেনে উঠিয়ে ফেলার মতো যন্ত্রনাও, তবুও তাকে দুনিয়ার পথে আনা সম্ভব হয়নি। এমন যন্ত্রনার পরও তাকে কখনো হতাশ হতে দেখিনি, দেখিনি কখনো ভেঙ্গে পড়তে। দিনের সকল দুঃখ বেদনার কথা সবই দিন শেষে আল্লাহকে জানাতো, আর পরিবারের জন্য হেদায়াতের দোয়া করতো। সে জানতো, দুনিয়ায় তো সে মুসাফির মাত্র, তাকে পাঠানো হয়েছে নিজের জন্য কিছু সঞ্চয় করে আসল বাড়ীতে পাঠাতে। কামাই করতে তো কষ্ট হবেই, সফর তো কষ্টেরই অপর নাম। আল্লাহ তো ধৈর্যের পরীক্ষাই দিতে পাঠিয়েছেন দুনিয়াতে; আর তা ছাড়া বিপদ-আপদ কষ্টের মাধ্যমেই তো গুনাহ মাফ করবেন তিনি। তিনিই তো শ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক, বান্দার উপর সামান্যতম জুলুমও তিনি করেন না। অনেকেই আজ জানে না দুনিয়ার এই বিলাসিতা আর চাকচিক্যতায় কোনো শান্তি নেই, আসলে শান্তি তো অন্য কিছুতে। অনেক বড় লোক বাবার মেয়ে হয়েও সে চলা ফেরায় ভীষণ হিসেবী। এত কিছু কিনবে কেন? অধিকাংশ সময় এই প্রশ্নই করতো। আরো বলতো, মৃত্যুর পর আল্লাহকে কী হিসেব দিবে? যত কিনবে ততই অপচয়, তত হিসেব, কী করে দিবে এত হিসেব?

ভাবছেন সে কিপটে? মোটেও না। কাউকে দান করার সময় কত দিচ্ছে তা কখনোই গুনতে দেখিনি তাকে। যা থাকতো সবই দান করে দিতো। সে বলতো, তার কাছে যা টাকা থাকবে সেগুলো তার সম্পদ নয় বরং যা দান করবে সেগুলোই তার আসল সম্পদ। একজন দুঃখীর মুখে হাসি ফোটানো যে কতটা মূল্যবান, কতটা আনন্দের বিষয় যা নিজের মুখে হাসি ফুটিয়ে কখনো পাওয়া সম্ভব নয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আচ্ছা, ওই যে শান্তির কথা বলছিলাম, সেই শান্তি কীসে জানেন? যখন সে কোনো গরীব মায়ের মুখে হাসি ফোটাতো আর সেই মা খোশ অন্তরে তার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করতো, এতেই সে খুঁজে পেতো শান্তির পরম ঠিকানা। গভীর রাতে আল্লাহর সাথে আলাপ কালে অশ্রু ভরা নয়নে সারা দিনের সকল আবদার বলতো, বলতো সারা দিনের ঘটে যাওয়া কাহিনীগুলো। যে যত যাই বলুক, তার রব তো মহান, কখনো বিরক্ত হবার নয়। রবের চেয়ে আপন আর কী কেউ হয়? কোনোভাবেই নয়।

এত সীমাহীন শান্তি ছেড়ে এ ধরার মোহে কী করে পড়বে? মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান। সে তো চাইবেই মানুষকে পথ ভুলিয়ে দিতে। যে শয়তান পৃথিবীর শুরু থেকে আজব্দি কখনোই মানুষের কল্যাণ কামনা করেনি কোনোভাবে, তবে কী করে আজ এ সময়ে মানুষ শয়তানের পিছু হাঁটে?

দেখতাম, কখনো যদি অতি সামান্য কোনো অপরাধবোধ হতো নিজের মাঝে, তখন বারে বারে তওবা করতো। শুধু যে তওবা করতো এমন নয়, খুব কাঁদতোও। ওর মাঝে অনেকগুলো বদগুণ ছিলো, মনে ছিলো রাগ, হিংসা, যেগুলো ধীরে ধীরে অনেক পরিশ্রম করে মন থেকে বের করেছে। আল্লাহ কত মহান! চিন্তা করা যায়? আমাদের এত নাফরমানির পরও তিনি আমাদের থেকে পৃথিবীতে হাঁটা-চলার শক্তি কেড়ে নেননি। গেড়ে ফেলেন নি যমীনের নীচে, শ্বাস-প্রশ্বাস মিনিটের জন্যও বন্ধ করে দেন নি, বরং আমাদেরকে খানাপিনা, সুখ সবই দিয়েছেন ভরপুর। যে সৃষ্টিকর্তা এত দয়ালু, তাঁর ক্ষুদ্র সৃষ্টি হয়ে কিছু হলেই অন্যের উপর কীভাবে রাগ দেখাই? সামান্য দোষেই কাউকে বকা-ঝকা করিই বা কেন?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি যদি আমার অধিনস্তদের উপর আমার রাগ ঝারি তবে আমি যার অধিনস্ত সেই মহান রাব্বুল আলামীন আমার অপরাধে যদি আমার উপর রাগ ঝারেন তবে আমার কী হবে? এমনি ভাবনা ছিলো তার। বাসার কাজের বুয়ার সাথেও ভ্রু কুঁচকে কথা বলতে দেখিনি কখনো তাকে। অন্যের দোষে নজর দেয়ার সময় কই? যখন নিজেই হাজার দোষে জর্জরিত? নিজের একেকটা দোষ চিহ্নিত করে সেগুলোকে শুধরানোতেই ব্যস্ত থাকতো সারাক্ষণ। গীবত ছাড়তে অপ্রয়োজনীয় কথা বলাই ছেড়ে দিয়েছে। কে কী করছে সেটা জানারও আগ্রহ বাদ দিয়েছে জীবন থেকে। খারাপের মাঝে ভালো গুণ খুঁজে বের করে নিজের জীবন সাজাতো। কারো দোষ কখনো উন্মুক্ত করেনি, যাতে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষগুলো ঢেকে রাখেন।

বান্ধবীদের সাথে খুব আড্ডা দিতো তবে সেগুলোর প্রধান টপিক হতো দ্বীন। সবাইকে জান্নাত জাহান্নামের কাহিনী শোনাতো। কথা বলার সময় খুব সতকর্তার সাথে কথা বলতো, যেন তার কথায় সামান্য অহংকারও না থাকে। সেদিকে অতি মাত্রায় লক্ষ্য রাখতো। সকলের সাথেই হাসি মুখ নিয়ে কথা বলতো। আল্লাহ তো মানুষের সাথে ভারাক্রান্ত মুখে কথা বলতে পৃথিবীতে পাঠান নি তাকে, তবে কেন সে মুখ ভার করে কারো সাথে কথা বলবে?

* * * *

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছুদিন পর.....

একদিন সেই মেয়েটিকে পাত্র পক্ষ দেখতে আসে, আর বিয়েও ঠিক হয়ে যায় তার।

বিয়ে মানে কি? বিয়ে মানে কী অনেক জমকালো আয়োজন? হাজার মানুষকে নিমন্ত্রণ জানাতে হবে? লক্ষ টাকা খরচ করে নিজেকে পরীর মত সাজাতে হবে? কোটি টাকা মোহর না হলে নিজের সম্মান বাঁচবে না?

উহ...হুঁ....! সেই মেয়েটি জানতো তার রাসূল সা. বলেছেন,

"বিয়ে শাদীতে কম খরচেই অধিক বরকত, কম মহরেই শান্তি"। তার বিয়েতে কোনো ধুমধামই করতে দেয়নি। বাবার অনেক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও হাজার টাকা খরচ করে পার্লারে গিয়ে নিজেকে সাজায়নি। বিয়েতে তার মহরও অনেক কম নির্ধারণ হয়েছে। যে মানুষটার সাথে সারা জীবন থাকতে হবে, যেই মানুষটা উপার্জন করবে তারই জন্য, সেই মানুষটির উপরই অধিক মোহার চাপিয়ে দেয়ার দরকার কি? খোদা নাখাস্তা, বর্তমান সমাজে তো অধিক মোহর নির্ধারণের মূল উদ্দেশ্য হয় বিয়ে যেন না ভাঙ্গে। যেই বিয়ে হওয়ার আগেই ভাঙ্গনের চিন্তা, সেই সংসারে সুখের আশা করা কতটা যৌক্তিক?

ও সবসময় বলতো, আল্লাহ যেন তাকে একজন দ্বীনদার স্বামী দান করেন। সকলের কাছে এই দু'আ চাইতো সবসময়। আল্লাহ তাকে একজন দ্বীনদার স্বামী দান করেছেনও বটে, তবে স্বামীর রাগটা একটু বেশী ছিল। স্বামীর রাগ উঠলে অনেক বড় কথা শোনাতেন, যেসব কথা শুনে চোখের পানি আঁটকানো সম্ভব নয়। খুব কাঁদতো তবে কখনোই পাল্টা কোনো উত্তর দিতো না। কখনোই রাগ দেখাতো না; বা গাল ফুলিয়ে থাকতো না। ধৈর্য্য ধরে থাকতো, ধৈর্য্যের ফল সু-মিষ্ট

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়। মানুষটা তার সাথে রাগ দেখিয়ে নিজেই কষ্ট পেতেন, যে মেয়ের সাথে এমন খারাপ আচরণ করার পর ধৈর্য্য ধরে, সেই মেয়েকে কী করে কষ্ট দেয়া যায়?

তাই তো স্বামীর এমন কঠিন রাগ ধীরে ধীরে উধাও হয়ে গেলো। যেই স্ত্রী এমন, তার স্বামী তো পরিবর্তন হবেই। মেয়েটা তার স্বামীকে অনেক ভালোবাসতো, স্বামীকে তো মেয়েরা ভালোবাসবে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, তবুও কেন বললাম জানেন?

সব মেয়েরা স্বামীকে ভালোবাসলেও সবার ভালোবাসার প্রকাশ ঠিক-ঠাক হয় না। অনেকে তুচ্ছ কারণে স্বামীকে সন্দেহ করে, অনেকে সামান্য কারণেই অভিমান করে বসে থাকে। অনেকে আবার কিছু হলেই গাল ফুলিয়ে থাকে। অনেকে স্বামীর উপর অতিরিক্ত অধিকার জাহির করে, যার কারণে ভালোবাসা মাখা স্বামী-স্ত্রীর সংসারে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। সংসারের অনেক বড় দিক হলো, বোঝা পড়া। একজন মানুষকে স্বামী হিসেবে কবুল করার মানে হলো, তাকে তার মত করে বুঝতে পারা। সেই মেয়েটির বিশেষত্ব এখানেই, তার মনের ভাষা ছিল, তার স্বামীই তার সব'চে আপনজন। তাকে যদি সে না বুঝে তবে কে বুঝবে? স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী যা আনতো বা দিতো তাতেই মহা আনন্দিত। স্বামীর আনা বিশ টাকার চুড়ি পেয়ে তার উচ্ছ্বাস ছিলো দেখার মতো। অতি অল্পে তুষ্ট থাকার অসাধারণ গুণটি ছিলো তার। এমন অনেক হয়েছে যে, স্বামী কোনো কিছু এনেছে; কিন্তু তার পছন্দ হয়নি, তবুও স্বামী কখনো তা বুঝতে পারেনি। কারণ এমন হাসি মাখা মুখ নিয়ে তা গ্রহণ করতো যে, বোঝাই সম্ভব নয়। একজন মানুষ সারা দিন উপার্জন করে স্ত্রীর জন্য শখ করে কিছু আনলো, "তার সেই জিনিস টি কেমন?" এই প্রশ্ন কী বড় হতে পারে? নাকি স্বামীর টান?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রিয় মানুষটার পছন্দকে নিজ পছন্দে রূপান্তরিত করলে সংসার তো জান্নাত হবেই।

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়, প্রতিটি মানুষেরই ভুল হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই স্বামী ও তার পরিবারের দোষগুলোকে তুচ্ছ মনে হাসি মুখে পেশ আসতো সবসময়। স্বামীর সকল আদেশ সর্বাবস্থায় মেনে চলতো। এমনকি স্বামী কখনো অবৈধ কোনো আদেশ করলেও সাথে সাথে তা অস্বীকার করতো না। পরবর্তীতে স্বামীর কাছে ভালো খারাপ উভয় দিক উপস্থাপন করলে স্বামীই নিজ থেকে অবৈধ আদেশটি প্রত্যাখ্যান করতো। এতে মেয়েটি স্বামীর কাছে আরো ভালোবাসায় পঞ্চমুখ। আর যদি সাথে সাথেই অমান্য করতো, তবে তাদের উভয়ের মাঝে তর্ক হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে একথা মেয়েটির জানা ছিল।

আল্লাহ নারীর জন্য জান্নাত লাভ কত সহজ করেছেন! আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা আর স্বামীর আনুগত্য করলেই জান্নাত, অথচ মেয়েরা এতটুকুতেই অবহেলা করে। ছেলেদের জান্নাত লাভে কঠিন পথ। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার পরও বাবা-মা, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখা, সন্তানদের প্রয়োজন পূরণ করা। সন্তান বড় হলে তাকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা, কত দায়িত্ব!
এমনকি তালাক প্রাপ্তা বোনের খবর নেয়ার দায়িত্বও তার কাঁধে। এত দায়িত্ব পালনের পরও কী করে স্বামীর অবাধ্য হয় মেয়েরা? সেই মেয়েটির স্বামী তার মাকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতেন। এতে মেয়েটির কোনো অভিযোগ ছিল না। কারণ তার জন্য তার মা কত কিছুই না করেছেন সারা জীবন। স্ত্রীর হক্ব ঠিক মতো আদায় করলেই তো হলো। মা তো মা-ই, মায়ের সাথে সে নিজেকে কখনোই তুলনা করতো না; কারণ সেও তো কোনো দিন মা হবে এমনই আশা ছিল তার। তার থেকে বেশী তার সন্তানকে কে ভালোবাসতে পারবে?
হ্যাঁ....সেও তো মা হতে চলেছিলো তখন। সেই দিনগুলোর কষ্ট, অনুভূতি অন্যরকম। তেমন কিছুই খেতে পারতো না সে। খেলেই বমি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হতো। অসুস্থ হয়ে প্রায় পুরোটা সময় বিছানায় থাকতো। রাতের পর রাত ঘুম নামতো না চোখে, সারা রাত জিকির করে যেতো, বসে বসেই তখনো তাহাজ্জুদে মাথা রাখতো। বাচ্চা হবার সময় একজন মায়ের কেমন কষ্ট হয় তা পৃথিবীর কোনো শব্দ প্রয়োগে বোঝানো সম্ভব নয়। যে কষ্ট এর আগে একবার পার করেছে মেয়েটি। ভূমিষ্ট সন্তানের মুখ দেখে সব বেদনা ভুলে গিয়েছিলো।

মারাত্মক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের বেডে যখন এই মায়াবী বাচ্চাটা, সে মায়ের চেহারা দেখলেই হাসতো। যখন একটু হাঁটতে শিখলো, গুটিগুটি পায়ে সারা বাড়ি চড়ে বেড়ানোর কী প্রাণ-পন চেষ্টা তার। মাকে নামাজ পড়তে দেখলে সেও অবনত মাথায় মাওলাকে সেজদা দিতো। তাকে তার মা সর্বপ্রথম আল্লাহ বলতেই শিখিয়েছিলো। বাচ্চা মেয়েটাকে তার মা জান্নাত জান্নামের ঘটনা শুনাতো খুব। মেয়েটি জান্নাতী হওয়ায় খুব আগ্রহী ছিল। মাত্র তিন বছর বয়সে তার মায়ের সামনে বাচ্চাটি নিথর, নিশ্চুপ হয়ে পড়ে ছিল যখন, তার অনেক আগেই মাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, আম্মু! অনেক কষ্ট হলে মানুষ মরে যায় তাইনা? আমি মরে গেলে কী জান্নাতে যাবো?

সে তো মাকে রেখে আগেই জান্নাতবাসী হয়ে গিয়েছিলো, মা শুধু বসে বসে চোখ ভরা বন্যায় বিড়-বিড় করে পড়ছিলো, "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরান"।

সন্তান হারানোর পর সেই মেয়েটির স্বামী ব্যবসায় বড় রকমের লস করে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যায়। খাবারের অভাব কী জিনিস তা মেয়েটি বুঝতে পারে তখন। রোজ দু'বেলা খাবার জুটতো না ঠিক মত। ব্যবসা ছেড়ে স্বামী নতুন চাকরীর সন্ধানে প্রতিদিন বের হতো; কিন্তু পেতো না। মেয়েটির স্বামী যখন হতাশ হয়ে যেতো, তখন স্বামীকে অভয় দিয়ে পাশেই থাকতো সে। আর বুঝাতো, আমরা গরীব।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ আমাদের পছন্দ করেছেন বলেই গরীবি দান করেছেন। আপনি ধৈর্য ধরুন, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে। আল্লাহর নবী তো ক্ষুধার যন্ত্রনায় পেটে পাথর বেঁধেছেন, আমরা তো সেই তুলনায় ভালোই আছি।

স্বামীর যেকোনো ব্যাপারেই স্বামীকে অভয় দিয়ে আশার কথা শোনাতো, এতে স্বামী দুশ্চিন্তা ভুলে যেতো নিমিশেই। এমন স্ত্রীই তো প্রতিটি স্বামী চায়, সব স্ত্রী কী এমন হতে পারে না?

হ্যাঁ পারে, চাইলেই সম্ভব।

সেই মেয়েটি সবসময় জিকির করতো; কারণ সে জানতো, জান্নাতীগণ জান্নাতে গিয়ে সেই সময়গুলোর জন্য আফসোস করবে, যেই সময়গুলো তারা জিকির ছাড়া কাটিয়েছে। চলতে ফিরতে, কাজ করতে সার্বক্ষণিক জিকিরেই ব্যস্ত থাকতো। তাই তার খাবারে প্রচুর বরকত হতো আর সব কাজ অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যেতো।

মেয়েটির এমন ইবাদত কাহিনীকে কাল্পনীক ভাবছেন....?

"অথচ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য"।

আজ মেয়েটি জীবনের দ্বিতীয় সন্তানের প্রসব বেদনায় উপরওয়ালার সান্নিধ্যে ছুটে চলেছে। আমরা চাইলেও তাকে আর ধরে রাখতে পারবো না। যাঁর জন্য উৎসর্গিত ছিল তার প্রাণ, কী করে তাকে আজ আটকাবো? তবুও তো যেতে দিতে চায় না মন। কারণ, আমি যে তার হতভাগিনী মা।

যে পথ ভোলা মাকে পথের দিশা খুঁজে পথ চলতে শিখিয়েছে তার সন্তান। এমন সন্তান ক'জনের জীবন আলোকিত করে? এমন সন্তান জন্ম দেয়ায় আল্লাহ তো আমায় জান্নাত দিবেনই ইনশা-আল্লাহ। আমি যে তার মা, ভালোবাসার মা.....!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

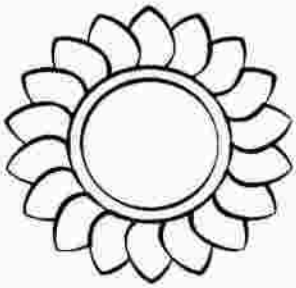

ভালোবাসার ছায়া

বেশ কিছুক্ষণ হলো জয়া ও মিথিলা ডাইনিং রুমের জানালায় দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে, একটু পর পর খিলখিল চাপা হাসিতে যেনে ভেঙ্গে পড়ছে দু'জনে। সাবিহা বইটি উল্টো করে সোফার হাতলে রেখে উঠে দাঁড়ালো। সাবিহাকে উঠতে দেখে তাদের হাসি কিছুক্ষণের জন্য চুপসে গেলো। সাবিহা রান্না ঘরে পা রাখতেই আবার শুরু হলো তাদের খিলখিলানী ফিসফিসানী। কিছুক্ষণ বাদে সাবিহা খাবার এনে ডাইনিং টেবিলে রেখে ডাক ছুড়লো,

খেতে এসো দু'জনে,

মায়ের ডাক শুনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানালা থেকে সরে এলো ওরা।

জয়া আলু পুরিতে কামড় বসিয়ে যতটুকু মুখে ঢুকলো তা পুরে নিলো ভিতরে, আর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দিলো চায়ে। চায়ের স্বাদে জয়া বলে উঠলো,

: ওয়াও....! সেই চা হয়েছে। মিথিলা চা দেখেই কুঁচকানো কপালে প্রশ্ন ছুড়লো মায়ের দিকে,

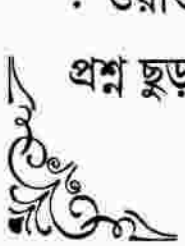

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

: হরলিকস্ কী শেষ?

জয়ার মা সাবিহা বললো,

না হরলিক্স শেষ হয়নি, তবে তোমরা বড় হয়েছো, তাই চা।

এখন দুজনেই আয়েশ করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। সাবিহা বেগম খুব স্বাভাবিক স্বরে বললো,

পাশের বাসার ছেলেটা মা-শা-আল্লাহ, খুব সুন্দর তাইনা?

জয়া চোখ উঁচিয়ে

: কোন ছেলেটা আন্টি?

নিজেকে ওভার স্মার্ট ভাবলো জয়া; কিন্তু মা যে ওভারেরও ওভার, সেই ব্যাপারে মিথিলার ভালোই জানা, সে ভালোভাবেই জানে মায়ের সাথে চালাকি চলবে না। তাই মায়ের কথায় তাল মিলিয়ে বললো,

: মা-শা আল্লাহ।

সাবিহা বেগম নিজ স্থান ত্যাগ করে দুই মেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো আর জয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,

: সুন্দরকে সুন্দর বলায় কোনো অপরাধ নেইরে মা!

আন্টির মুখে এমন কথা শুনে জয়া খুব লজ্জা পায়।

সাহেরা বেগমের মুখ থেমে নেই, সে বলে চললো,

পৃথিবীর শুরু থেকেই সুন্দরের প্রতি মানুষের সীমাহীন টান। একটা বয়সে এসে ছেলেদের প্রতি মেয়েদের আর মেয়েদের প্রতি ছেলেদের আকর্ষণ সৃষ্টি হবে এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার, এর প্রয়োজনও রয়েছে। অন্যথায় বাবা আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.) দু'জনে বন্ধুত্ব করতেন; কিন্তু বিয়ে করতেন না। আল্লাহ মানবকুল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, যাতে বংশ বিস্তার হয়। যদি আকর্ষণ না থাকতো,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে মানবগোষ্ঠী প্রথম প্রজন্মেই বিলুপ্ত হয়ে যেতো। আমি, তুমি ও জয়া আজ একসাথে এখন বসে চা খেতে পারতাম না।

উত্তেজনায় দু'জনেই খিলখিল করে হেসে ফেললো। একটু পর জয়া উশখুশ করতে করতে বলেই ফেললো,

: তাহলে আন্টি...! ছেলে-মেয়েদের মেলা-মেশার ব্যাপারে এত নিরুৎসাহিত করা হয় কেন?

সাবিহা হেসে বললো,

: তুমি খুবই সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছো মা। এরপর নিজের মেয়ের দিকে চক্ষু ফেলে মেয়েকে প্রশ্ন করলো, মিথিলা তুমি কী জানো ছেলে মেয়ের মেলা-মেশায় কী সমস্যা?

মিথিলা ভাবনাটাকে মনের ভেতর গুছিয়ে নিতে নিতে বললো,

: আমার কী মনে হয় জানো? রংধনু আমাদের বিমোহিত করে; কিন্তু বাস্তব জীবনে সব কিছু কী রংধনুর রঙে রাঙানো হয়?

"ফিক করে হেসে ফেলল জয়া"

সবকিছু রংধনুর রঙে রঙিন হলে প্রতিটি রঙে যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, স্বকীয় সৌন্দর্য্য রয়েছে, তা কী উদ্ভাসিত হতে পারতো? কিংবা সৃষ্টি জগতের মাঝে কোনো বৈচিত্র খুঁজে পাওয়া যেতো?
আমরা যখন চলা ফেরায় অনেক মানুষের সাথে মিশি তখন প্রত্যেকের কিছু না কিছু গুণ আমাদের আকর্ষিত করে থাকে; কিন্তু আমরা যখন কাউকে বিয়ে করতে যাই, তখন একজনের মাঝেই সবার গুণ আশা করি।
যেমন; কোনো সিনেমার নায়ক একি সাথে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গায়ক, নর্তক, কবি আর কারাতে ব্ল্যাক বেল্ট হয়; কিন্তু বাস্তব জীবনে কোনো

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের মাঝে সকল গুণের সমাহার অসম্ভব ব্যাপার। তখন যেই মেয়েটি অনেক ছেলের সাথে মেলা-মেশা করেছে, সে বিয়ের পর অবচেতন মনেই তুলনা করতে থাকে, এই ব্যক্তি অমুকের মতো গাইতে পারে না, তমুকের মতো কবিতা লিখতে পারে না, অমুকের মতো সাহসী নয় কিংবা তমুকের মত স্টাইলিশ নয়। যখন এগুলো না পায়, তখনি শুরু হয় সাংসারিক কোলাহল, আর ঘটে যায় বিচ্ছেদের মত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও। আর যেই মেয়ের জন্য তার স্বামীই প্রথম পুরুষ, সে তার স্বামীর মাঝে যেই গুণই পায় তাই তাকে আনন্দ সমুদ্রে নিয়ে যায়।

সাবিহা মেয়ের আলোচনায় চমৎকৃত হলেও জয়া মন খারাপ করবে, তাই উল্লাস প্রকাশ করলো না। শুধু এতটুকু গল্প হয়। তখন সাবিহা বেগম বললো,

: তোমার কথায় যুক্তি আছে, এটা একটা ব্যাপার বটে, তবে এটাই একমাত্র ব্যাপার নয়। মিথিলা বললো,

: আরেকটু বিস্তারিত বলো না আম্মু!

সাবিহা মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলা শুরু করলো,

: শোনো, চোখ হলো মানুষের মনের প্রবেশ পথ; কিন্তু চোখ সব সময় মনকে সঠিক ফিডব্যাক দেয় না।

যেমন ধরো! পাশের বাসার ছেলেটা খুব সুন্দর; কিন্তু আমরা কী জানি মানুষ হিসেবে সে কেমন? সে কী মেধাবী নাকি বোকা? ভালো ছেলে না ড্রাগ খোর কিংবা ওর চরিত্র কেমন?

মিথিলা ও জয়া উভয়েই মাথা ঝাঁকালো।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের চোখ মানুষকে অনেক ক্ষেত্রেই বিপথগামী করে থাকে, তাই দৃষ্টির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। ছেলে-মেয়ে সবসময় এক সাথে থাকলে মন সেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায় না। যার কারণে মন তখন সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। বিশেষ করে ছেলেদের ক্ষেত্রে দৃষ্টি অনেক বড় দুর্বলতা। মনোবিজ্ঞান বলে, ওদের মনের ধরণটাই এমন যে, ছেলেদের উপর রং এবং রূপ প্রচন্ডভাবে ক্রিয়া করে। তখন ওদের কোনো যুক্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতা থাকে না। এই সময় একটা মেয়ে যদি নিজেকে কোনো ছেলের সামনে মোহনীয় করে উপস্থাপন করে, তাহলে মেয়েটি কী সেই ছেলেটিকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগীতা করলো? নাকি তার দুর্বলতার সুযোগ নিলো?

জয়া বললো,

: ঠিক তো আন্টি, ব্যাপারটা এভাবে তো কখনো ভেবে দেখিনি।

সাবিহা বললো,

: তখন কী হয় জানো মা! ক'দিন পর যখন ছেলেরটার চোখ ধাঁধানো ভাব কেটে যায়, তখন শুরু হয় অন্যান্য গুণাবলীর অভাব নিয়ে অসন্তুষ্টি, সংসারে শুরু হয় অশান্তি। তখন ক্ষতিটা কার হয় বলো তো? ঠিক মেয়েটার। কারণ একটা মেয়ের কাছে সংসার যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, একটা ছেলের কাছে ততটা নয়।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো মিথিলা আর জয়া।

আর মেয়েদের ভালোবাসা কেমন জানো?

সে যেন এক তীব্র স্রোতস্বীনি। একবার বেগ পেলে সে আর দেখেনা সামনে পাহাড় আছে না গহ্বর। যে কোনো উপায়ে সে নিজের পথ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তৈরী করে নিতে বদ্ধপরিকর। সাগরের মাঝে নিজেকে বিলীন করে দেয়াই যার একমাত্র কাম্যে পরিণত হয়। ভালোবাসা মেয়েদের অসাধ্য সাধন করতে শেখায়। এই তেজস্বীতার প্রয়োজন আছে। নইলে কোনো মেয়ে পাহাড় সম দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে সংসার করতে পারতো না। পর্বত সমান কষ্ট সহ্য করে মা হতো না। নিজের অসুস্থ সন্তান ও সবল সক্ষম সন্তান উভয়কে সমান ভালোবাসতে পারতো না। কিন্তু মাগো! পানিই জীবন আবার পানিই মরণ। যেই ভালোবাসা দিয়ে একটা মেয়ে সংসার সাজাতে পারে, ঠিক সেই ভালোবাসাই আবার অপরিসীম ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়; যদি তাতে বিবেচনার সংযোগ না ঘটে।

আঁতকে উঠে মিথিলা,

: কীভাবে আম্মু? জয়া বলে,

: আমি বুঝতে পারছি আন্টি, একটা মেয়ে যদি নিজের পরিবার পরিবেশ এবং নিজের সত্তার প্রতি দায়িত্ব ভুলে গিয়ে কেবল মোহের কারণে একটা ছেলের পেছনে ছুটে, কেউ যখন বিবেচনা শূন্য হয়ে কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়, যেমন আপনি বললেন পাশের বাসার ছেলেটার ব্যাপারে। আসলেইতো, আমরা তো তার ব্যাপারে কিছুই জানিনা। তখন সে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিজের ভালোবাসার অপরিসীম যোগ্যতার কারণে তার পথের সকল বাঁধাকে দুমড়েমুচড়ে এগিয়ে যায়। যার বলি হতে পারে তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, লেখা-পড়া থেকে চরিত্র পর্যন্ত। অথচ যার জন্য সে এতটা বাঁধাহীন স্রোত হয়ে ছুটে চলেছে, সেই মানুষটা সঠিক না হলে শেষ পর্যন্ত তার নিজের সত্তার প্রতিও সুবিচার করা হয় না, কারণ সে হারায় সব কিছুই, কিন্তু পায় না কিছুই।

তিন জনই একসাথে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে...

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেন নদীর স্রোতের সাথে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে এইমাত্র তীরে ভিড়লো তরি।

মিথিলা বলে উঠলো,

: তাহলে তো আম্মু, আমাদের অনেক বেশী সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

জয়া বললো,

: আন্টিই ঠিক, এই ব্যাপারগুলো মাথায় রেখে পথ চলতে হবে এখন থেকে, যেন আমাদের অসাবধানতার কারণে আমাদের নিজেদের, আমাদের প্রিয়জনদের কিংবা অপরের ক্ষতি হয়ে না যায়।

সাবিহা হেসে দু'জনের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তারপর ওদেরকে ওদের মতো গল্প করতে দিয়ে সোফায় গিয়ে বসে প্রিয় বইটির সাথে।

খানিকক্ষণ পর সাবিহা বেগম দেখে, ওরা নাস্তার ট্রে রান্না ঘরে রেখে মিথিলার রুমে গিয়ে বসলো লেখা পড়ার উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে মিথিলা বললো,

: নিজেদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনেক অনেক জ্ঞানার্জন করতে হবে, নয়তো পা পিছলে পড়ে যেতে পারি ভুল পথে। আর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষদের সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে, যাতে পথ চিনতে সহজ হয়।

সমঃস্বর মিলিয়ে জয়া বললো,

: হ্যাঁ, আমাদেরকে আন্টির মত হতে হবে, যাতে নিজেরাও পথ চলতে পারি আর মমতার ছাঁয়ায় অন্যদেরও পথ চলায় সহযোগিতা করতে পারি।

উভয়ের এই কথোপকথন শুনে সাবিহা বেগম খোদার দরবারে শুকরিয়া প্রশ্বাস ছাড়ে।

ক'দিন পর।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাবিহার কন্যা মিথিলা তার অন্য এক বান্ধবীর সাথে কথা বলছিলো। কথায় বিয়ের প্রসঙ্গ আসলে মিথিলা বলে,

: আমার বিয়ে হবে মসজিদে খুরমা ছিটিয়ে সম্পূর্ণ ইসলামী পদ্ধতিতে ইনশা আল্লাহ। বান্ধবীটি বললো,

: কেন? তুমি তোমার বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে, তুমি চাইলেই তো ধুমধাম অনুষ্ঠান করে বিয়ে করতে পারো। মিথিলার উত্তর ছিলো,

: না পারিনা, কারণ কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ যখন জিজ্ঞেস করবেন, কত মেয়ের টাকার অভাবে বিয়ে হচ্ছিলো না, কেন তুমি এত জমকালো আয়োজন করে বিয়ে করলে? তাদের কথা কেন ভাবলে না? তখন আমি আল্লাহকে কী উত্তর দিবো?

এমন কথা মেয়ের মুখে শুনে সাবিহা বেগম প্রফুল্লতা অনুভব করেছিলো সেদিন। নিজের মনের ইচ্ছেটা আল্লাহ মেয়ের মনে ঢেলে দিয়েছেন। এমন সংসার তো আর সকলের ভাগ্যে জুটে না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

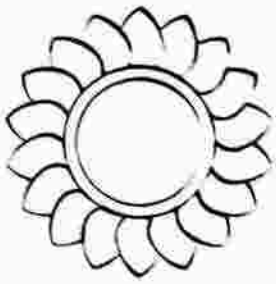

গ্ল্যামার গার্ল

হাজার পথভ্রষ্ট নারী সমাহার আজ সবখানে। তাদেরই একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো আজ। যার পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত ছোট এই পুস্তিকার বাহারে লিখে উপস্থাপন সম্ভব নয়, তবে তার পূর্ব জীবন বৃত্তান্তের খানিকটা সংক্ষেপণ তার বর্ণনাতেই তুলে ধরবো আজ এখানে।

চলুন তবে মূল পর্বে...

খুব ছোট বেলায় নিজের প্রতিভা জাহির করতে সক্ষম হয় রহিতা (ছদ্মনাম)

অভিনয় শিল্পে বেশ নাম ডাক ছড়িয়ে পড়ে, তখন থেকেই বিভিন্ন যাত্রাপালায় শিশু শিল্পীর অভিনয় করা শুরু করে সে, তবে বাবা মা ইসলামী মানসীকতার হওয়ায় মেয়ের এই বিষয়টাকে তারা বাঁধা দেয়। ছোট থেকেই বেশ জেদী হওয়ায় বাবা-মার কথায় কোনো ধরণের গ্রাহ্য না করে নিজ প্রতিভা বিকাশে এগিয়ে চলেছে হরদম।

পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র ডিঙিয়ে খুব সহজেই পৌছে যায় সফলতার খুব কাছিকাছি। পৌছে যায় কিশোর বয়স পেরিয়ে যৌবনে। তার নাম-

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ডাক ছড়াতে থাকে গ্রাম পল্লি থেকে শহরে শহরে। লাল নীল বাতিতে হাজারো রকমের প্রসাধনী মাখিয়ে বেশ সুন্দরী লাগে নিজেকে। কী কম আছে তার? গ্ল্যামার, অভিনয়, যৌবনের রূপ আর হাজারো ভক্ত, যারা অধীর পিপাসা নিয়ে পর্দায় তাকিয়ে থাকে তার একটি কোমর দোলানো অঙ্গ ভঙ্গি দেখতে।

তবে তার জীবনের সব চেয়ে বড় স্বপ্ন তো এভাবে যাত্রায় কাজ করা নয়। তার জীবনের সব'চে বড় পাওয়া হবে সেদিন, যেদিন সে ব্যবসা সফল একটি সিনেমার নায়িকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। নিজেকে তখনি একজন অভিনয় শিল্পী ভাবা সম্ভব, এর আগে কোনোভাবেই নয়।

রহিতার জীবনের একমাত্র পাথেয় এটাই যে, নিজেকে সে দামি হিরোর সাথে হিরোইন হিসেবে দেখতে চায়। এর জন্য কী করতে হবে তাকে? যা করতে হয় সবই করবে। কোনো ধরনের কার্পন্যতা নয় এক্ষেত্রে।

রাত তখন গভীর,

সময়ের সাথে দৌড়ে ঘড়িতে ঘণ্টার কাঁটা দুইয়ের উপর থেকে সরে গেছে। বেশ আয়েশেই ঘুমোচ্ছিলো রহিতা। এমনি ক্ষণে ফোনের ভীষণ জোরে চিৎকারে হকচকিয়ে উঠলো রহিতা। ফোনের স্ক্রিনে চোখ ফেলতেই নজরে পড়লো অচেনা একটি নাম্বার। মোবাইল হাতে ঘড়িতে তাকিয়ে দেখে রাত ২টা বেজে ২৫মিনিট।

এত রাতে অপরিচিত নাম্বার থেকে কল? ধরবে কিনা ভাবতে ভাবতেই রিসিভ করে ফেললো। অপর পাশ থেকে ভারী কণ্ঠে প্রশ্ন।
: আপনি কী রহিতা? আমি জাবেদ (ছদ্মনাম) বলছি।
নিজের নাম অপরিচিত কারো মুখে শুনলে যে কেউ অবাক হবে, রহিতাও হলো।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে বললো,

: কে আপনি? নাম্বার কোথায় পেয়েছেন?

উত্তর আসলো মোবাইলের অপর পাশ থেকে,

: আমি ফিল্ম প্রডিউসার জাবেদ সাইদ বলছি, আমার নেক্সট মুভিতে আপনাকে নায়িকা হিসেবে সিলেক্ট করতে চাচ্ছি, আপনি কী সাইন করবেন?

নিজের কানকে যেন শত্রু মনে হচ্ছিলো রহিতার। কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না সে। কান তাকে গুজব তথ্য দিচ্ছেনা তো আবার? তাই যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে আবারো প্রশ্ন করলো,

: কে আপনি? কী বললেন?

অপর পাশ থেকে আগের উত্তরটি পুনঃরাবৃত্তি হলো। নিজের ভেতরের উৎকণ্ঠা আর সামলাতে পারলো না রহিতা।

চিৎকার করে বললো, বিখ্যাত প্রডিউসার জাবেদ সাইদ? আপনি আমায় কল করেছেন? আমি সত্যি বিশ্বাস করতে পারছিনা। আমি অবশ্যই সাইন করবো। আপনার ছবি! আর কেউ সাইন করবে না এমন হতে পারে নাকি?

জাবেদ সাহেব শান্ত কণ্ঠে,

: তবে কাল হাতিরঝিল লেকের পাড়ে দেখা করেন, সেখানে আমরা মুভি সাইন করবো আর আপনাকে চেক দেওয়া হবে। বিকেল পাঁচটায় হাতিরঝিল। সময় মতো পৌঁছে যাবেন।

আজ তো আর কোনো বাঁধা নেই, কাকে দেখাবে এই সাফল্যতা? বাবা মা যে আজ বেঁচে নেই। আর বাবা মা বেঁচে থাকলেও হয়তো এ ব্যাপারে খুশী হতো না। নিজেকে এতটাই প্রফুল্ল মনে হচ্ছে যে, মনে চাচ্ছে এক্ষুণি গিয়ে হাতিরঝিল বসে থাকি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সারা রাত প্রতিক্ষাতেই কেটে গেলো, কখন সকাল হবে আর কখন হাতিরঝিল যাবে।

সকাল থেকেই প্রয়োজনীয় সাজ-গোজ শুরু রহিতার। কোনোভাবেই যেন এমন একটা চান্স হাত ছাড়া না হয়। নিজেকে প্রমাণ করতেই হবে, আমিই এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। সময়ের আগেই হাতিরঝিলের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত রহিতা, সেখানে গিয়ে আবার অপেক্ষা।

প্রায় দুই ঘণ্টা পর অপেক্ষার প্রহর ডিঙিয়ে উপস্থিত তার কাঙ্ক্ষিত মানব। দূর থেকেই গাড়ি থেকে নামতে দেখলো জাবেদ সাহেবকে। দেখতে সিনেমার হিরো নয় সে। লম্বা দেহে কালো রং যেন বেমানান লাগছে তাকে, বয়সের ছাপ স্পষ্ট তার চেহারায়। ছিচল্লিশ উর্ধ্ব বয়স হবে লোকটির। তেমনটা সুশ্রী নয় প্রডিউসার, তাতে কি? সে তো আর নায়ক নয়। এর আগে জাবেদ সাহেবকে রহিতা কখনো দেখেনি। লোকটি রহিতার কাছা-কাছি এসে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো?
রহিতার উত্তর ভালো, আপনি?
দু'জনের মত বিনিময়ের পর সিনেমার প্রসঙ্গে কথা শুরু হলো।
সিনেমার প্রসঙ্গে কথা শুরু হতেই জাবেদ সাহেব নিজের ভুল প্রকাশ করে বললেন,
: আসলে আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছি সিনেমার কাগজ পত্র আনতে, সমস্যা নেই আমি তোমাকে চেক দিয়ে দিচ্ছি, অন্য আরেক মিটিংয়ে সাইন করিয়ে নেবো তোমার। রহিতা বিষয়টিতে সম্মত হয়ে পঞ্চাশ হাজারের একটি চেক নিয়ে বাসায় চলে এলো।
কয়েক দিন পরই প্রডিউসারের নাম্বার থেকে আবার কল আসে।

দু'জনের মাঝে বেশ কথা চলে বিভিন্ন বিষয়ে। প্রডিউসারের মুখে মাঝে মাঝেই বয়ে যায় রোমান্টিকতার সুর। সেই সুরেই তাল মিলিয়ে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গান ধরে রহিতা; কারণ তাকে যে সিনেমাটি সাইন করতেই হবে আর সেই জন্য প্রডিউসারকে তো খুশী রাখতেই হবে। প্রসঙ্গে যখন সিনেমায় সাইনের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়, তখন প্রডিউসার হাজারটা ব্যস্ততার জানান দেয় রহিতাকে। আর বাকীটা সময় প্রডিউসার রহিতার প্রতি নিজেকে আকৃষ্ট করার চেষ্টায় সময় কাটায়। কথার মাঝে মাঝে নিজ স্ত্রীর প্রতি অনিহার কথাও ব্যক্ত করতে থাকে। বেশ কিছুদিন এভাবে চলার পর একদিন প্রডিউসার বললো,

: আমি তো সময় করতে পারছি না, তুমি একদিন সময় করে বাসায় এসে মুভিটা সাইন করিয়ে নিয়ে যাও, এর সাথে আরো কিছু অভয়বাণী শুনালো রহিতাকে।

অভয় পেয়ে পরদিন সকালেই প্রডিউসারের দেয়া বনানীর সেই ঠিকানা মত হাজির রহিতা। বাসায় উঠে খুব সহজেই দেখা মিললো স্যারের। যদিও তাদের মাঝে এখন আর স্যার বলার দূরত্বটা নেই। এতদিনের কথায় সম্পর্কটা এখন তুমিতে গড়িয়েছে। দু-জনের কথার মাঝে প্রসঙ্গক্রমে পরিবারের অন্য সদস্যের কথা উঠলো। জাবেদ সাহেব খুব সহজেই বলে ফেললেন,

: ছেড়ে দিয়েছি তোমার ভাবিকে। এতটা কষ্ট নিয়ে কখনো কী সংসার করা যায়?

এরপরই হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে জাবেদ, আর বলতে থাকে স্ত্রীর দেয়া সব যন্ত্রনার কথা। রহিতার মনে ভীষণ মায়া জন্মায় লোকটার প্রতি, আর তাতেই সে দুর্বল হয়ে পড়ে অনেকটা। মুভি সাইন করে আজও বাসায় ফিরে আসে আবার। এখন আর কোনো বাঁধা নেই তার জীবনে। সকল চাওয়া আজ পাওয়ায় রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। এখন প্রডিউসারের সঙ্গে বেশ জমপাশ আলাপ চলে। তার স্ত্রী না থাকায় খুব সহজেই তাদের সম্পর্কটা প্রেমে রূপ নেয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছুদিন পর সিনেমার প্রমোট অনুষ্ঠানে সকলকে আমন্ত্রণ দেয়া হয়। সিনেমার নায়িকা হিসেবে রহিতাও নিমন্ত্রিত অতিথি। খুব জমকালো অনুষ্ঠান হয় সেই সন্ধ্যায়। সকলেই হরেকরকম নেশা দ্রব্য সেবন করে এই অনুষ্ঠানটি উদযাপন করে। রহিতাও সকলের মতই।

উন্মাদনায় জাবেদ ও রহিতা প্রেমের নিষিদ্ধ পথে হারিয়ে যায়, হারিয়ে যায় নিজের অজান্তেই জাহান্নামের পথে। সকালে ঘুম থেকে উঠে এ বিষয়টিকে তাদের আর কোনো সমস্যার মনে হলো না; কারণ তারা দুজন যে এখন প্রেমিক-প্রেমিকা। নিষিদ্ধ প্রেমে ডুবে গেছে তাদের জীবন।

সময় গড়িয়ে সিনেমায় শুটিংয়ের সময় চলে এলো, রহিতা দর্শকদের একটি ব্যবসা সফল ছবি উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে।

তার যৌবনের কাঙ্ক্ষিত জৌলুস ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে। একে একে ব্যবসা সফল অনেকগুলো সিনেমা উপহার দিলো দর্শদের।

এই সিনেমাগুলো করতে গিয়ে দেশ সেরা প্রডিউসার ও পরিচালকের শয্যাসঙ্গী হতে হয়েছে রহিতাকে, বিনিময়ে তারা সুযোগ করে দিয়েছে ছবিগুলোতে কাজ করার। গ্ল্যামার জগতের নিয়মটাই নাকি এমন। শরীর দাও নায়িকা হও। সকলেই নায়িকাদেরকে দিয়ে ব্যবসা করে নিজেদের গায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে হয়ে যায় নিষ্পাপ, আর কলংক বোঝাই মাথা নিয়ে পড়ে থাকে রহিতার মত অনেকে।

রহিতার বয়স এখন তিপ্পান্ন বছর। তার শরীরে যৌবনের সেই গ্ল্যামার এখন আর নেই। দর্শকরা এখন তার মুখের বাঁকা হাসির অপেক্ষা করে না। কারণ এখন যে তার জীবনের পড়ন্ত বেলা। দিক-বিদিকে ছড়ানো সেই জৌলুস এখন তার নিজের কাছেই নেই। তার এই তিপ্পান্ন বছরের জীবনে অনেক শয্যাসঙ্গী মিললেও জীবনের শেষ বয়স পর্যন্ত হাত ধরে রাখার মত কোনো জীবনসঙ্গী মিলাতে পারেনি জীবনে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাইতো জীবনের এ সময়ে, যখন তার বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজন নিজের নাতী-নাতনী নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করে, তখন সে তার পাশে হাতটি ধরে সান্ত্বনা দেয়ারও কাউকে খুঁজে পায় না আজ। এখন আর কেউ তাকে ডাকে না সিনেমার জন্য। এই রহিতার জীবনে জড়িয়েছে অনেক পুরুষ, তবে তারা নিজেদের মুখ বাঁচিয়ে দিব্যি সুখী; কিন্তু কলংকিত হয়েছে রহিতা। সমাজে যে শুধু একটি মাত্র রহিতারই বাস, তা কিন্তু নয়। আজকের সমাজে চোখ ঘুরালেই এমন হাজারটা রহিতা পাওয়া যাবে। যাদের জীবন বিপন্ন প্রায়...

কি দিয়েছে এই গ্ল্যামার? হয়তো সে মারা গেলে সমাজের এমন সাধু ব্যক্তিরাই আল্টিমেটাম জারী করবে তার জানাযায় শরীক না হতে, অথচ সেই সাধুর হাত ধরেই এই রহিতার জন্ম। পৃথিবী হয়তো জানবে এই সাধুর কথা; কিন্তু সকলেই থাকবে নিরীহ নিশ্চুপ।

রহিতাকে ছাড়তে হয়েছে কত গ্রাম আর কত শহর, কোথাও পায় নি সে নিজের ঠিকানা, সে আজ এক অজো পাড়ায় থাকে, যেনো মানুষ তাকে চিনতে না পারে।

কী মানে আছে এই মূর্চ্ছান্ন জীবনের? যেই মানুষটি এক সময় নিজের সব বিলিয়ে দিয়েছে নিজের খ্যাতি ছড়াতে, আজ সে-ই দৌড়ে পালাচ্ছে নিজের খ্যাতি থেকে।

হয়তো সে পৃথিবীতে আর বেশী দিন থাকবে না। পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময় রেখে যাবে কিছু পাথেয়। আজ তো বাবা-মা নেই। থাকলে হয়তো এসময় তারা ঠিকই সামলে নিতো তার শহর; কিন্তু এখন জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই তার হাতে। সেই প্রসাধনী মাখানো চেহারা যে আজ আর নেই! বয়সের সাথে হারিয়ে গেছে সব। এখন আর নিজের মাঝে সেই

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুণগুলো অনুভূত হয় না। মন জোয়ান থাকলেও জীবন তো আর জোয়ান নেই।

আমি খাদিজা...

পাঠকদের সাথে রহিতা ছদ্মনামী গ্ল্যামার গার্লয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে তার সাথে দেখা করি, আর শুনে নিই তার জীবনে অতিবাহিত জীবন কাহিনী। আজ সে যেই বাসায় থাকে সেখানে কোনো মানুষের বসবাস খুবই কঠিন। তার পুরো জীবনে অতিবাহিত ঘটনাগুলো লিখা সম্ভব নয়।

এই পুস্তিকার জন্য দৌড়েছি সেই পথ পর্যন্ত, যেই পথে হাঁটা আামার উচিত হয়নি। তবুও হেঁটেছি পাঠকদের জন্য।

"হাজার ছদ্মনাম থেকে রহিতা ছদ্মনাম নামটি বাছাই করার কারণ হলো, সে আজ পৃথিবীতে পরিত্যক্ত একজন মানবী, তার আসল নাম বললে হয়তো অনেকেই তাকে চিনবেন, আর তার জীবনে ভাইরাল হওয়া ঘটনাগুলো স্পষ্ট করলেও অনেকে চিনে ফেলবেন তাকে, তাই সেই গল্পগুলো এড়িয়েই গল্পটা লেখা"।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

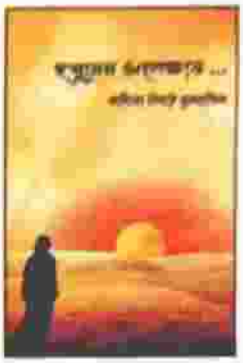

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যান্ত্রিকতার এই যন্ত্র মুখর শহরে সবাই আজ আমরা যন্ত্রমানব, সম্পর্কগুলোও যেন যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত। যন্ত্রেই সম্পর্ক শুরু ও শেষ। ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে সম্পর্কগুলোর উত্থান-পতন। যে কারণে ভেঙ্গে যাচ্ছে শত সংসার সেদিকে কারো নজরদারির সময় কোথায়? এই শহরে নারী আজ বিচিত্র ভূমিকায় পণ্য। কেউ ব্যবহার করছে বিজ্ঞাপনে, কেউবা স্টেজে হাটিয়ে আবার কেউবা নারীশরীর প্রদর্শনীতে বাণিজ্য রয়েছে মাতোয়ারা। এমনই নাজুক সমাজে বাস করে হাজারো অশ্লীলতার ভিড়ে যেসব নারীমন নিজেকে চিনতে পারবে সেই তো খোদাভীরু পবিত্র। কেন নারী সৃষ্ট এ ধরায়? পৃথিবীর শুরু থেকে আজব্দি কারা দিয়েছে নারীকে সঠিক অধিকার? প্রচলিত কু-মতলবি নারীবাদীরা কখনো কি দিয়েছে নারীকে তার ন্যায্য অধিকার? নাকি নারীকে দাবি আদায়ের নামে রাজপথে নামিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছে তার সর্বস্ব? নারীবাদীরা সমঅধিকারের মূল্যহীন নেশায় চিৎকার করে চলেছে আজ, অথচ চৌদ্দশ বছর আগে যখন নারীদেরকে মানুষই মনে করা হতো না তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব আলোর মশাল হাতে মানবকূলকে জানিয়েছেন নারীর সম্মানের ব্যাপারে। মানুষের দ্বারে দ্বারে স্পষ্ট করেছেন নারীর অধিকারের বিষয়ে। ইসলাম নারীকে দিয়েছে অগ্রাধিকার, অথচ কুরুচির বহিঃপ্রকাশে অগ্রাধিকারী নারীদের অগ্রাধিকারে অরুচি। কুরআনহীন সমাজব্যবস্থায় পাচ্ছে কি তারা নিজেদের কাঙ্ক্ষিত সম-অধিকার? এমন সমাজের মেয়েরা কতটুকু সুখে আছে স্বামী-সংসার নিয়ে? পারছে কি তারা সংসারী হতে? অস্তিত্ব হারাচ্ছে না তো না তাদের সংসারগুলো? এমনই প্রশ্নগুলোর সাথে আরো অনেক প্রশ্ন সংযোজনের উত্তর মিলবে বইটিতে

আবরণ
সততা ও স্বনির্ভরতায় এক অনন্য প্রয়াস
মুঠোফোন: ০১৬২ ৬২৩ ৯৯ ৭৬ - ০১৯৪ ৪৫৭ ৪০ ৪৮
১১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০